أحكام الميّت

আহকামে মাইয়েত

কুরআন-হাদীসের আলোকে মরণাপন্ন ও মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় ও
বর্জনীয় সম্পর্কিত এক তথ্যবহুল ও প্রামাণ্যগ্রন্থ

গ্রন্থনায়
মুফতি গোলামুর রহমান
দাওরায়ে হাদীস ও ইফতা : দারুল উলূম, দেওবন্দ, ভারত।
মুহতামিম : ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা।
পেশ ইমাম : বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প জামে মসজিদ, শিরোমণি, খুলনা।
গ্রন্থকার: সলাতুন নবী

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েদ উদ্দীন

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১ ইসলামী টাওয়ার,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

আহকামে মাইয়েত

গ্রন্থনায়
মুফতি গোলামুর রহমান

প্রকাশকাল
শা'বান: ১৪৪২ হিজরী
এপ্রিল: ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
মোবাইল : ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

মূল্য : ২৪০/- (দুইশত চল্লিশ টাকা)

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

AHKAME MAIET
(Provisions of Dead)
Written by Mufti Gulamur rahman in bengali
Published by Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

লেখকের কথা

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাকে দ্বীনে ইসলামের দিকে হিদায়াত দান করেছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠের পর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ মানুষের মাঝে সুন্দরভাবে প্রচার, প্রকাশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কল্যাণকামী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, কেবল ইসলামই এমন একটি ধর্ম ও জীবন-বিধান যাতে জন্ম থেকে মৃত্যু ও মৃত্যুর পর সমাহিত করণসহ মানব জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যে বিষয়ে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা নেই। ইসলাম সম্পর্কে যারা বিরূপ ধারণা বা মন্তব্য করে তারা মূলত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্বেষ কারণেই করে থাকে।

ইসলামে বিশ্বাসী একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাকে সসম্মানে কীভাবে সমাহিত করা দরকার এ বিষয়েও ইসলামের বিস্তারিত বিধি-বিধান রয়েছে। অনেকেই এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে না। আবার কেউবা বিভিন্ন গ্রন্থে কেবল ফিক্‌হ ও ফতওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি দেখে মনে করেন যে, কুরআন-ছুন্নায় এ বিষয়ে হয়তো কোন দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান নেই। অথচ এ সকল ধারণার কোনটাই সঠিক নয়। বরং মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধানই ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এ কিতাবে কুরআন-ছুন্নাহ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের গবেষণা থেকে মরণাপন্ন ও মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয় মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করা, তাদের আমলী

জিন্দেগীকে সমৃদ্ধকরণে সহযোগিতা করা এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা সর্ব শ্রেণীর মানুষের সামনে তুলে ধরার মহান লক্ষ্য অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

মুফতি আঃ শাকুর, মাওঃ মাসুম বিল্লাহ, মাওঃ মুহসিনুদ্দীন খান এবং মুফতি সাআদসহ যারা আমাকে এ মুবারক কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

সর্বশেষে পাঠকদের খেদমতে এ আবেদন রাখছি যে, তারা যেন এ সামান্য খেদমত কবূল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করেন এবং কোন ভুল-ক্রটি দৃষ্টিগোচর হলে কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে জানিয়ে দেন।

মুফতি গোলামুর রহমান

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সম্পাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد : وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين.

একজন মানুষ যখন মরণাপন্ন হয় তখন থেকে তাকে কাফন-দাফন করা পর্যন্ত এমনকি তার দাফনের পরও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা অন্যদেরকে আমল করতে হয়। যেমন: কবর যিয়ারত, মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত পালন, তার জন্য ঈসালে ছওয়াব ইত্যাদি। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব বিধি-বিধানকে বলা হয় 'আহকামুল মাইয়েত' তথা মরণাপন্ন ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান। এসব বিধি-বিধানের অনেকগুলোই এমন রয়েছে যা আমাদের কাছে অস্পষ্ট কিংবা যার আমলের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে আমাদের গাফিলতী রয়েছে। লেখক মুফতি গোলামুর রহমান এই আহকামুল মাইয়েত গ্রন্থে সে সমুদয় বিষয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল লেখক এতে বর্ণিত সমুদয় বিধি-বিধান কুরআন হাদীছের দলীলের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনীষীদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকটি হাদীছের গ্রহণযোগ্যতার বিবরণও পেশ করেছেন। যারা প্রত্যেকটি মাসআলা সহীহ দলীলসহ জানতে আগ্রহী, গ্রন্থটি তাদের বিশেষভাবে মনপুত হবে ইনশা আল্লাহ।

লেখকের পূর্বেকার গ্রন্থ 'সলাতুন নবী' উলামা ও সাধারণ শিক্ষিত পাঠক– সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। সলাতুন নবী-র ন্যায় এ গ্রন্থটিও লেখক প্রচুর পড়াশোনা করে লিখেছেন, প্রচুর মেহনত করে লিখেছেন, যা লেখার

www.maktabatulabrar.com

প্যারায় প্যারায় স্পষ্ট। গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনন্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে আশা রাখি।

আমি আমার সাধ্যমত গ্রন্থটির সম্পাদনা করে দিয়েছি এবং আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আবরার থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কাছে লেখকের মেহনত কবুল হওয়ার এবং গ্রন্থটি দ্বারা সমাজের প্রভূত ফায়দা হওয়ার দুআ করছি। আমীন!

(মাওলানা) মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১৬/৩/২০২১

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু .... পৃষ্ঠা নং

কিতাবে উল্লেখিত বরাত ও দলীলাদি সম্বন্ধে কিছু কথা ১৩
অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয় ১৫
রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ১৬
রুগ্ন ব্যক্তির জন্য সুস্থতার দুআ করা.................................... ১৭
মরাণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে নিম্নোক্ত কাজে সহায়তা করা... ১৮
ক. কোথাও ঋণ থাকলে তা পরিশোধের কাজে ১৮
খ. কারো প্রতি অবিচার করে থাকলে তার শুরাহার কাজে ১৯
গ. তওবা করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের কাজে ২১
ঘ. আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রাপ্তির প্রতি আশা সৃষ্টির কাজে:......২৪
মরনাপন্ন ব্যক্তির নিকট ছুরা ইয়াছীন তিলাওয়াত করা................ ২৬
মরনাপন্ন ব্যক্তিকে কালিমার তালকীন দেয়া............................ ২৮

মৃত্যুর খবর শুনলে করণীয়

ক. বিপদ ও মুছিবতের দুআ পড়া................................ ২৯
খ. মৃত ব্যক্তির নিকট হাজির হওয়া............................ ৩১
গ. মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠজনদেরকে ছবরের তালকীন দেয়া ৩২
ঘ. মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠজনদেরকে সান্তনা দেয়া ৩৩
ঙ. মৃত ব্যক্তি, তার পরিবার এবং নিজেদের জন্য দুআ করা... ৩৪
চ. মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রতঙ্গ যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা.............. ৩৫
ছ. মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে ভালো কিছু জানা থাকলে প্রচার করা...... ৩৬
জ. মহল্লাবাসী ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দেয়া... ৩৯
বিলাপ করে কান্না-কাটি না করা.. ৪২
মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন-দাফনে বিলম্ব না করা ৪৫

গোসলের বিধান

এক. গোসল করানোর বেশি হকদার কে?........................ ৪৭
দুই. কাফনের কাপড় এবং লাশ রাখার খাটিয়ায় ধোঁয়া দেয়া .. ৪৭
তিন. মৃত ব্যক্তির নখ, চুল ও দাড়ি আপন অবস্থায় রেখে দেয়া.... ৪৯
চার. গোসলের স্থান পর্দা দিয়ে ঘিরে নেয়া ৪৯
পাঁচ. মৃত্যু ব্যক্তির সতর ঢেকে পরনের কাপড় ঘুলে নেয়া...... ৫০
ছয়. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য যে কোন দিকে শোয়াবে..... ৫১
সাত. পেটে হালকা চাপ দিয়ে আলগা নাপাক বের করে দেয়া...... ৫২
আট. গোসলের পূর্বে ইস্তিঞ্জা করানো............................ ৫২
নয়. ইস্তঞ্জার পর প্রথমে সতরের অংশ ধুয়ে ফেলা ৫৩
দশ. গোসলের শুরুতে মৃত্যু ব্যক্তিকে অযু করানো ৫৩
এগারো. মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর তরীকা.................... ৫৪
বারো. বরই পাতাসহ জ্বালানো পানি দ্বারা পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেলা... ৫৫
গোসলের সময় কোন দোষ-ত্রুটি নজরে পড়লে প্রকাশ না করা ৫৯
গোসল ফরযওয়ালা কেউ মৃত ব্যক্তিকে গোসল না দেয়া............ ৬০
মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা............... ৬০
নারী-পুরুষ এবং বাচ্চাদের গোসল কারা দিবে? ৬১
ছোট বাচ্চাদের গোসলের পদ্ধতি ৬৩
মৃত জন্ম নেয়া বাচ্চার গোসলের বিধান.................................. ৬৪
হিজড়াদের গোসলের বিধান.. ৬৪

কাফনের বিধান

কাফনের জন্য সাদা ও সুন্দর কাপড় গ্রহণ করা...................... ৬৫
ধুনি দিয়ে কাফনের কাপড় সুঘ্রাণযুক্ত করা.......................... ৬৭
পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যা ৬৮

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পুরুষের কাফন পরানোর পদ্ধতি ৬৯
নারীদের কাফনের কাপড়ের সংখ্যা ৭০
নারীদের কাফন পরানোর পদ্ধতি ৭৩
অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের কাফনের পরিমাণ ও পদ্ধতি ৭৪
মৃত জন্ম নেয়া বাচ্চার কাফনের পরিমাণ ও পদ্ধতি ৭৫
হিজড়াদের কাফনের পদ্ধতি ৭৫
শহীদদের বিধান ৭৬

জানাযার নামায

জানাযার নামায আদায় করা ফরযে কিফায়াহ ৭৮
জানাযার নামায আদায়ের ফযীলত ৮০
জানাযার নামায মাসজিদে নয়; বরং ময়দানে পড়া ৮০
জানাযার নামাযের কাতার ৮২
ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে ৮৩
জানাযার নামাযের পদ্ধতি ৮৪
জানাযার নামাযের দুআ ৮৭
জানাযার নামায শেষে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ করা ৮৮
বাচ্চাদের জানাযার নামায ৮৯
বাচ্চাদের জানাযার নামাযের দুআ ৯০
শহীদদের জানাযার নামায ৯২
আত্মহত্যাকারীর জানাযায় নেতৃস্থানীয় আলেম শরিক হবেন না ৯৪
জানাযার নামাযে দুই দিকে সালাম ফিরানো ৯৫
ফরয নামাযের সময় জানাযা হাজির হলে আগে ফরয পড়া ৯৬
গায়েবানা জানাযার বিধান ৯৭
একাধিকবার জানাযা নামাযের বিধান ৯৯
অনুমতি ছাড়া জানাযা হলে অভিভাবক পুনরায় পড়তে পারেন ১০২

মৃত ব্যক্তিকে বহন করা

জানাযা শেষে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের জন্য দ্রুত নিয়ে যাওয়া ১০৩
মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় দ্রুত চলা ১০৫
মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করার পদ্ধতি ১০৬
মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় মাথার পাশ আগে রাখা ১০৭
মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় আওয়াজ বুলন্দ না করা ১০৮
জানাযার সাথে চলমান মানুষ খাটিয়ার পিছে চলা ১০৭
খাটিয়া জমিনে রাখার পূর্বে না বসা ১১০
বাচ্চাদের বহনের পদ্ধতি ১১১
দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত লাশের সাথে থাকা উত্তম ১১১
মৃত্যুর পরে লাশ দূরে স্থানান্তর না করা ১১২

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা

কবর খননের পদ্ধতি ১১৩
লাশ কবরে নামানোর সময় কিবলার দিক থেকে নামানো ১১৫
লাশ কবরে রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ কবরে নামা ১১৬
মহিলার কবরে তার মাহরাম ব্যক্তিরা নামা উত্তম ১১৭
মহিলার লাশ বহন ও দাফনের সময় ঢেকে নেয়া দরকার ১১৯
মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দুআ পড়া ১২০
কবরে মাটি দেয়ার সময় দুহাতে মাটি দেয়া ১২২
মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে কিবলামুখী করে কবরে রাখা ১২৩
দাফন শেষে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া ১২৫
সমতল ভুমি থেকে কবর সামান্য উঁচু করা ১২৬
দাফনের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা ১২৭
মৃত ব্যক্তির পরিবারে খানা পৌছানো ১৩১
স্বামী ব্যতীত কারো মৃত্যুতে শোক পালন না করা ১৩২
মৃত ব্যক্তির বিয়োগ বেদনা তাজা না করা ১৩৩

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কবর জিয়ারতের ছুন্নাত তরীকা

কবর জিয়ারতের ফযীলত ১৩৪
কবর জিয়ারতের উত্তম দিনসমূহ ১৩৬
জিয়ারতের সময় মৃত ব্যক্তিকে সালাম দিবে ১৩৭
সালাম দেয়ার সময় মৃত ব্যক্তির মুখোমুখি হবে ১৩৮
সালাম শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করবে ১৩৯
দুআর পূর্বে কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করবে ১৪০
দুআ করার সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুআ করা ১৪১
মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারতের বিধান ১৪২

ইছালে ছওয়াবের ছুন্নাত তরীকা ১৪৩
ইস্তিগফারের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৪৫
দুআর মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৪৭
ছদকার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৪৮
মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৪৯
হজ্বের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৫০
সন্তানের নেক আমলই মাতা-পিতার ইছালে ছওয়াবের মাধ্যম ১৫১
মানত পূরণের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৫১
কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা ১৫২
কুরআন খতমের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করার সঠিক পদ্ধতি ১৫৫

ইছালে ছওয়াবের গলদ তরীকা

টাকার বিনিময় কুরআন খতম করিয়ে ইছালে ছওয়াব না করা ১৫৬
জিয়াফত বা কাঙ্গালী ভোজের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব না করা ১৬৩
একটি ভ্রান্তি ও তার জবাব ১৬৫

প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব না করা ১৬৭
ইছালে ছওয়াবের জন্য কোন দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট না করা ১৭৪

কবর ও মৃত্যু ব্যক্তিকে ঘিরে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড ১৭৬
কবরে চুমু না দেয়া ১৭৭
কবরের উপর বাতি না জ্বালানো ১৭৮
কবর অনেক উঁচু না বানানো ১৭৮
কবর পাকা না করা ১৮০
কবরের উপর ঘর, স্মৃতিসৌধ, গম্বুজ বা মিনার নির্মাণ না করা ১৮২
কবরকে বিনোদন স্থল না বানানো ১৮৩
কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ১৮৪
কবর বা কবরে সমাহিত ব্যক্তিকে সিজদা না করা ১৮৭
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ না করা ১৮৯
কবরে সমাহিত ব্যক্তির নিকট কিছু না চাওয়া ১৯১
জিয়ারত শেষে কবরের দিকে মুখ রেখে পিছু না হটা ১৯৫
মাজারে মানত করা ১৯৭
কবরের উপর আয়াত-হাদীস বা কোন বাণী না লেখা ১৯৯
মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির প্রতিকৃতি তৈরী না করা ২০১
কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা ২০৩
মৃত ব্যক্তির স্মরণে নিরবে দাঁড়িয়ে না থাকা ২০৪

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কিতাবে উল্লেখিত বরাত ও দলীলাদি সম্বন্ধে কিছু কথা

১। সিহাহ সিত্তার হাদীসের মূল ইবারতের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ইসলামিয়া কুতুবখানা হতে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

২। মুয়াত্তা মালেকের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। ত্বহাবী শরীফের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ইসলামিয়া কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং শামেলা থেকে হাদীস নম্বর পেশ করা হয়েছে।

৪। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার হাদীস নম্বর শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ দারুল কিবলা থেকে প্রকাশিত কিতাব হতে দেয়া হয়েছে।

৫। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের হাদীস নম্বর হাবীবুর রহমান আজমী রহ.-এর তাহকীকসহ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৬। শরহু মাআনীল আছারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নুখাবুল আফকারের পৃষ্ঠা ও খণ্ড নম্বরের ক্ষেত্রে ওজারাতুল আওকাফ, কাতার হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৭। মাজমাউয যাওয়ায়েদের হাদীস নম্বর মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৮। খুলাছাতুল আহকামের পৃষ্ঠা ও খণ্ড নম্বরের ক্ষেত্রে মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৯। মুসনাদে আহমাদের হাদীস নম্বর ও হাদীসের স্তর বর্ণনা শায়খ শুআইব আরনাউতের তাহকীকসহ ৫২ খণ্ডে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

১০। মুসতাদরাকে হাকেমের হাদীস নম্বর ইমাম যাহাবীর 'তালখীস'সহ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

১১। ইমাম বায়হাকী রহ.-এর আস-সুনানল কুবরার হাদীস নম্বর দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

১২। ফতওয়ায়ে শামীর বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে দারুল ফিকর-বৈরুত হতে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে।

১৩। বাদায়েউস সানায়ে'-এর বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া থেকে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে।

১৪। কিতাবে বর্ণিত মাসআলার দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে বোখারী-মুসলিম থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর স্তর বর্ণনা করা হয়নি। কারণ সামগ্রিক বিবেচনায় উক্ত কিতাব দুটোর সব হাদীস সহীহ বলে উম্মাত মেনে নিয়েছে।

১৫। তিরমিযীর হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ইমাম তিরমিযী রহ.-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

১৬। এছাড়া অন্যান্য কিতাবের হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের মন্তব্য পেশ করা হয়েছে।

১৭। হাদীসের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেখানে রিজাল শাস্ত্রের কোন ইমামের মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে রাবীদের হালাত রিজাল শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীসের স্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮। এ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হানাফী মাযহাবের আমলের দলীল পেশ করা, এ বিষয়ের সকল হাদীস একত্রিত করা নয়। এ কারণে শুধু দলীলের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলোই আনা হয়েছে।

১৯। মরণাপন্ন এবং মৃত্যু ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয় কাজের দলীল পেশ করা মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় তা পূর্ণভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আর বর্জনীয় কাজের দলীল বর্ণনা উদ্দেশ্য না হওয়ায় তা শুধু কয়েকটি মাসআলার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

২০। প্রায় প্রতিটি মাসআলা প্রথমে হাদীস থেকে প্রমাণ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত মাসআলার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অবস্থান নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাব থেকে পেশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুদ্রণ ও সংস্করণের ভিন্নতায় হাদীস নম্বর এবং খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং কোন মুদ্রণের সাথে কিতাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতির অমিল পরিলক্ষিত হলে সামান্য আগে/পরে খুঁজলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই মিলে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.

وعلى اٰله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয়

সাধারণত মৃত্যুর সূচনা হয় অসুস্থতার মাধ্যমে। আর এ অসুস্থতা আল্লাহ তাআলার একটি নিআমত। কারণ না ফিরার সফরের প্রস্তুতির জন্য মানুষের কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। অসুস্থতা থেকে যখন মানুষ মৃত্যুর আগমন অনুভব করে তখন সে নিজের সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এটা হয় তার সফরকে সুন্দর করার একটি বড় সুযোগ। হয়তো এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবের মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে দু'সপ্তাহ অসুস্থ রেখে ছিলেন। আমাদের কোন আপনজন দূরের সফরে ও দীর্ঘ সফরে গেলে যেমন আমরা তার প্রয়োজনীয় সামানা প্রস্তুত করা এবং মানসিকভাবে তাকে দৃঢ় রাখাসহ সার্বিক সহযোগিতা করে থাকি যেন লোকটি সফরে কোন বিপদের সম্মুখীন না হয়। ঠিক মৃত্যু পথের যাত্রীকেও তার সফরের প্রয়োজনীয় সামানা প্রস্তুত করা এবং মানসিকভাবে তাকে দৃঢ় রাখাসহ সার্বিক সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। মানসিকভাবে তাকে দৃঢ় রাখার কাজের সহযোগিতা হতে পারে অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানীর আয়াত ও হাদীস শুনিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার মাধ্যমে। আর সফরের প্রয়োজনীয় সামানা প্রস্তুতির কাজে তাকে সহযোগিতা হতে পারে তাকে তওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, তার ঋণ মুক্তি এবং কোনো মানুষের কোনো

ধরনের হক নষ্ট করে থাকলে তার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য যেন আমাদের এ সকল দায়িত্ব পালন সহজ হয় তাই আমাদের করণীয় কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া এক দিকে যেমন মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রতি তার হক বা অধিকার, ঠিক তেমনি এ কাজের দ্বারা সে মানসিকভাবে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠার অন্যতম উপায়। তার হায়াত অবশিষ্ট থাকলে আমাদের এ কাজের দ্বারা তার সুস্থতার কাজে সাহায্য হয়। আর হায়াত না থাকলেও তার মন সতেজ হয় এবং সে খুশী হয়। একজন মুসলমানকে খুশী করতে পারাই কম কোথায়? এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ. (رواه البخارى فى بَابِ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ)

অর্থ: আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। যথা: সালামের জবাব দেয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, আহবানে সাড়া দেয়া এবং হাঁচি দিয়ে আল-হামদু লিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। (বুখারী: হাদীস নং-১১৬৮)

এ কাজে শুধু রুগ্ন ব্যক্তি উপকৃত হয় তাই নয়। বরং এ দায়িত্ব পালনের মধ্যে আমার নিজের কল্যাণও রয়েছে। হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِم لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فى بَابِ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيض)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থ: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: কোন মুসলমান যখন অপর মুসলমান রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায় তখন সে ফিরে আসা পর্যন্ত বেহেস্তের বাগানে অবস্থান করতে থাকে। (মুসলিম: হাদীস নং ৬৩১৯)

ফায়দা : উপরিউক্ত দুটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া অপর মুসলমানের দায়িত্ব এবং এটা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। সুতরাং এ কাজে আমাদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করা দরকার। বিশেষভাবে আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে গুরুত্ব সহকারে তাকে দেখতে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন।

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য সুস্থতার দুআ করা

সকল মানুষই এটা অনুভব করে থাকে যে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। এর ব্যতিক্রম তেমন কাউকে দেখা যায় না। তাই মৃত্যুর কথা শুনলেই মানুষের মধ্যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে এবং হয়েও থাকে। আল্লাহ তাআলা নিজেও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. (رواه البخارى فى باب التواضع)

"আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে তাতে কোন রকম দ্বিধা-সঙ্কচ করি না, যতটা দ্বিধা-সঙ্কচ মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মরতে অপছন্দ করে। আর আমি তাকে (দুনিয়াতে রেখে) কষ্ট দিতে অপছন্দ করি। (বোখারী: হাদীস নং ৬০৫৮)

অতএব রুগী দেখতে গিয়ে তাকে আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ না শুনিয়ে তার জন্য সুস্থতার দুআ ভালো হবে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

www.maktabatulabrar.com

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ " (رواه ابو داود فى بَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

অর্থ: মৃত্যু মুখে পতিত নয় এমন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যে যাবে এবং তার নিকট সাতবার এ দুআটি পাঠ করবে-

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ.

অর্থাৎ মহা আরশের মালিক মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি তোমাকে সুস্থতা দান করুন। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন। (আবূ দাউদ: হাদীস নং ৩০৯২)

আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান অপর অসুস্থ মুসলমানকে দেখতে গেলে তার দায়িত্ব হলো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সুস্থতার দুআ করা।

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে নিম্নোক্ত কাজে সহায়তা করা

ক. কোথাও ঋণ থাকলে তা পরিশোধের কাজে

মানুষের জীবনে ঋণ একটি বড় ধরণের ঝাঁকিপূর্ণ জিনিস। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়সই ঋণ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাইতেন। কোন ব্যক্তি যদি এমন ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করতো যা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা সে করে যায়নি তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়তেন না। বরং বলে দিতেন যে,

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (رواه البخارى فى بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ)

অর্থ: তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। (বোখারী: হাদীস নং ২১৪৪)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঋণ রেখে মারা গেলে সে জান্নাতে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। বরং ঋণের কারণে তাকে আঁটকে রাখা হয়। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضَى عَنْهُ» (رواه الترمذى فى بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

অর্থ: মুমিনের নফস তার ঋণের সাথে লটকানো থাকে যতক্ষণ তা পরিশোধ করা না হয়। (তিরমিযী: হাদীস নং ৭৮ ও ৭৯) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ঋণ পাওনাদারের একটি হক ও অধিকার। হক নষ্ট করা যেমন অন্যায়, কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করার পর সেটা পরিশোধ না করা এমনই একটা অন্যায়। আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে মানুষের কোন অন্যায় হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা তা সহজে ক্ষমা করে থাকেন, কিন্তু বান্দার হকে কোন অন্যায় হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা সেটা সহসা ক্ষমা করেন না। এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

«يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» (رواه مسلم فى بَابِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ)

অর্থ: ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম: হাদীস নং ৪৭৩০) অর্থাৎ ঋণ ক্ষমা করা হয় না।

অতএব, একজন প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হলো কোন ঋণগ্রস্ত মুসলমান মরণাপন্ন হলে তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং সম্ভব হলে এ কাজে তাকে সহায়তা করা।

খ. কারো প্রতি অবিচার করে থাকলে তার শুরাহার কাজে

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে মানুষের কোন অন্যায় হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা তা সহজে ক্ষমা করে থাকেন, কিন্তু বান্দার হকে কোন অন্যায় হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা সেটা

www.maktabatulabrar.com

সহসা ক্ষমা করেন না। এ কারণে আখেরাতে বিশ্বাসী সকলের জন্য জরুরী হলো বান্দার হকের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা। একান্ত কারো প্রতি কোন অন্যায় অপরাধ বা জুলুম নির্যাতন করে থাকলে অথবা কারো অধিকার বিনষ্ট করার ঘটনা ঘটে থাকলে সাথে সাথে তার শুরাহা করে নেয়া। কোন তওবা ও ইস্তিগফার এবং শুরাহা করা ব্যতীত কোন অন্যায় যদি আমলনামায় থেকে থাকে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তা শুরাহা করে নিতে হবে যেন আখেরাতে ধরা পড়তে না হয়। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ. (رواه الترمذى فى باب مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ)

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যার প্রতি তার ভাইয়ের সম্পদ বা সম্মানের জুলুমের দায়ভার রয়েছে অতঃপর তাকে গ্রেফতারের পূর্বে তার নিকট গিয়ে তা ছাড়িয়ে নেয়। সেখানে কোন টাকা-পয়সা থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে তাহলে (জুলুমের বদলে) তা গ্রহণ করা হবে। আর যদি নেক আমল না থাকে তাহলে মাজলুমের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (তিরমিযী: হাদীস নং ২৪২২) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হলো কারো প্রতি অন্যায় অপরাধ বা জুলুম নির্যাতন করে থাকলে অথবা কারো অধিকার বিনষ্ট করার ঘটনা ঘটে থাকলে সাথে সাথে তার শুরাহা করে নেয়া। নিজের জন্য যেমন এ কাজে আগ্রহী হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি অন্য মুসলমান ভাইদেরকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ এবং সহযোগিতা করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে তওবা করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের কাজে

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মালিক ও মুনিবের চাহিদা মাফিক কাজ করার মধ্যে অধীনস্থ ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। যে ব্যক্তি তার মুনিবের চাহিদা মাফিক চলে না সে কখনো সফল হতে পারে না। সঙ্গত কারণেই অধীনস্থদের কল্যাণকামী মালিকের চাহিদা ও দাবি এটাই হয়ে থাকে যে, অধীনস্থরা যেন সর্বদা মালিকের হুকুমের অনুগত থাকে, তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে। সকল সৃষ্টির মহা মুনিব আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সেরা মাখলূক মানুষের প্রতি ঐ চাহিদার কথাই ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ.

অর্থ: হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করো। কেননা, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না। (ছূরা আলে ইমরান: ৩২)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুনিবের আনুগত্য পরিত্যাগ করা মৌলিকভাবে তাঁকে অস্বীকার করার শামিল। অতএব মহা মুনিব আল্লাহ তাআলার কোন নির্দেশ অমান্য করা যেমন অন্যায়, তাঁর নিষেধ উপেক্ষা করাও ঠিক তেমনি অন্যায়। তাই মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর বন্ধু তারা যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বন্ধু। (ছূরা বাকারা: হাদীস নং ২৫৭)

আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী কোন মুমিন ইচ্ছাকৃত তাঁর হুকুম অমান্য করবে এটা ভাবা যায় না। এর পরেও মানব জাতির মধ্যে গোনাহের প্রবণতা স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত। উপরন্তু নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা তো রয়েছেই। এ কারণে আহলুছছুন্নাত ওয়াল জামাআত এ আক্বীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাআলার হিফাজতে পরিচালিত আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত কোন মানুষই নিষ্পাপ বা বেগুনাহ নয়। অবশ্য উত্তম ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্যায় হয়ে গেলে সাথে সাথে

www.maktabatulabrar.com

তওবা করে নেয়। হযরত আনাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ইরশাদ করেন:

كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ ذِكْرِ التَّوْبَةِ)

অর্থ: বনী আদম সকলেই অপরাধী। তবে অপরাধীদের মধ্যে উত্তম তারা যারা বেশি বেশি তওবাকারী। (ইবনে মাযা: হাদীস নং ৪২৫১ ও তিরমিযী: হাদীস নং ২৫০১)

অন্যায় ঘটে যাওয়ার পরে তওবা করে নিলে আল্লাহ তাআলা গুনাহগুলোকে এমনভাবে মিটিয়ে দেন যেন গুনাহের কোন চিহ্নও আমলনামায় অবশিষ্ট না থাকে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. (رواه ابن ماجة فى بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ)

অর্থ: অন্যায়-অপরাধ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি কেমন যেন এমন যার কোন অন্যায় অপরাধ নেই। (ইবনে মাযা: হাদীস নং ৪২৫০)

এ কারণে নিষ্পাপ ও নিরপরাধ হয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রতিটি মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা থাকা উচিত গোনাহমুক্ত জীবন গড়া। আর অন্যায় ঘটে গেলে আল্লাহ তাআলার বেশী বেশী তওবা করা। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আখলাক থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রর্থনা করার জন্য গুনাহ হওয়াও জরুরী নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার নিকট বেশী বেশী তওবা ইস্তিগফার করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (رواه البخارى فى بَابِ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)

অর্থ: আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দৈনিক সত্তরবারের বেশী তওবা ও ইস্তিগফার করে থাকি। (বোখারী: হাদীস নং ৫৮৬৮)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে যে বান্দা তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা থেকে ছিটকে পড়েছে এবং পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, পুনরায় তাকে আপন রহমতের কোলে ফিরিয়ে নিতে তিনি নিজেই তওবার পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (سورة التحريم-٨)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেদিন আল্লাহ তাআলা নবী ও ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত করবেন না। তাঁদের নূর সামনে এবং ডানে চলমান থাকবে। তাঁরা বলতে থাকবেন, হে আমাদের রব! আমাদের নূর পূর্ণ করে দিন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, নিশ্চয় আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (ছূরা তাহরীম-৮)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ বিষয়ে উম্মাতকে খুব বেশি তাকিদ দিয়েছেন। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا، وَبَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوْا. (رواه ابن ماجة فى بَابِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ)

অর্থ: হে লোকসকল! তোমরা মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করো এবং ঝক্কি-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার পূর্বে নেক আমলে প্রতিযোগিতা করো। (ইবনে মাযা-১০৮১) হাদীসটি সনদের বিবেচনায় মজবুত না হলেও মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার আমল কুরআন-ছুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। উপরন্তু ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়ে জঈফ হাদীস দলীলযোগ্য বলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং একজন প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হলো

www.maktabatulabrar.com

নিজে সর্বদা তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকা এবং কোন মুসলমান মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছলে তার সামনে তওবার ফযীলত ও গুরুত্ব তুলে ধরে তাকে তওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ. আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রাপ্তির প্রতি আশা সৃষ্টির কাজে

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ বর্ণনা করেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، إِنْ ظَنَّ بِيْ خَيْرًا فَلَهٗ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهٗ. (رواه احمد، والبخارى فى بَابِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰه)

অর্থ: আমার সম্পর্কে বান্দা যেমন ধারণা রাখে আমি তার নিকট তেমন। যদি সে আমার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে তাহলে তা তার জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে। আর যদি সে আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখে তাহলে তা তার জন্য খারাপ ফল বয়ে আনবে। (মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ৯০৭৬ ও বোখারী: হাদীস নং ৬৯৯৬)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বান্দা যদি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, তিনি অত্যন্ত কঠোর, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না বরং তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন হয়ে যেতে পারেন। আর তা হবে মানুষের জন্য এক চরম বিপদসঙ্কুল ও বিপর্যয়কর। এর বিপরীতে মানুষ যদি আল্লাহ সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখে যে, তিনি দয়ালু ও মেহেরবান, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন বলে আশা করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এ সুধারণা মানুষের ক্ষমার পথকে সুগম করবে।

আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখার বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি তাকিদ দিয়েছেন। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ. (رواه مسلم فی بَاب الْأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ)

অর্থ: আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে। (মুসলিম: হাদীস নং ৬৯৬৭)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের সমর্থন কুরআন থেকেও পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: তুমি বলো, হে আমার ঐ সকল বান্দাগণ যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল-দয়াল। (ছুরা ঝুমার-৫৩)

অন্য আয়াতে এক হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম তাঁর সন্তানদেরকে যে নছীহত করেছিলেন তা তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থ: তোমরা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। (ছুরা ইউসুফ-৮৭)

সুতরাং এটা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না যে, সে আল্লাহ তাআলার প্রতি খারাপ ধারণা রাখবে।

ফায়দা : উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য উচিত হলো সারা জীবন আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা। বিশেষ করে মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা একান্ত জরুরী। কোন মুসলমানকে মরণাপন্ন অবস্থায় পেলে পূর্বোক্ত বিষয়গুলো তার সামনে পেশ করে দুআ ও চেষ্টা করতে হবে যেন সে আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করে। আর এটা হবে একজন

মুসলমানের প্রকৃত সহযোগিতা ও কল্যাণ কামনা। আল্লাগ তাআলা আমাদের সকলকে এ মুবারক কাজের তৌফিক দান করুন।

মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট ছুরা ইয়াছীন তিলাওয়াত করা

মৃত্যু-যন্ত্রণা একটা অনস্বীকার্য বিষয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরণাপন্ন অবস্থায় নিজেই তাঁর অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. (رواه البخارى فی بَابِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ)

অর্থ: নিশ্চয় মৃত্যুর বহু যন্ত্রণা রয়েছে। (বোখারী: হাদীস নং ৪১০২)

তবে উক্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব করতে আল্লাহ তাআলা কিছু আমলের সুব্যবস্থা রেখেছেন। যদি আমরা ঐসব আমল করতে পারি তাহলে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে পারবো বলে আশা করা যায়। মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট ছুরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করা। এ বিষয়ে হযরত মা'ক্বিল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِقْرَءُوْا يٰسٓ عَلَى مَوْتَاكُمْ. (رواه ابو داود فی بَابِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ)

অর্থ: তোমাদের মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট ছুরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করো। (আবূ দাউদ: হাদীস নং ৩১০৭) এ হাদীসটির সনদ যদিও তেমন মজবূত নয় তবে হাসান সনদে নিম্নবর্ণিত আছার দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যাওয়ায়।

হযরত গুজাইফ ইবনুল হারেস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় বেশ কিছু শায়খ উপস্থিত হলেন। তাঁর মৃত্যু-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে তিনি উপস্থিত শায়খদেরকে বললেন," هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يٰسٓ؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُوْنِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُوْلُوْنَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا. (رواه احمد فی مسنده) অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ ছুরা ইয়াছীন পড়তে পারবে?

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বর্ণনাকারী বলেন, তখন সালেহ ইবনে শুরায়হ পড়তে শুরু করলেন। তিনি ৪০ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে হযরত গুজাইফ রা. মৃত্যুবরণ করলেন। তখন শায়েখগণ বলতেন, মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট ছূরা ইয়াছীন পাঠ করা হলে মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব হয়। (মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ১৬৯৬৯) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আল-ইসাবা কিতাবে গুজাইফ ইবনুল হারেস রা.-এর জীবনীতে এ রেওয়ায়েতকে হাসান বলেছেন।

উল্লেখ্য, হযরত গুদাইফ ইবনুল হারেস রা. একজন সাহাবী।[1] তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় উপস্থিত শায়খদেরকে ছূরা ইয়াছীন পড়তে বলাই প্রমাণ করে যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘবে ছূরা ইয়াছীন তিলাওয়াতের একটি কার্যকারিতা আছে। আর তা বাস্তবেও দেখা গেছে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে সাহাবীর বাণীকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম পরোক্ষভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী হিসেবে মূল্যায়ন করেন। অতএব বলা যেতে পারে যে, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর সময় আসন্ন হয়ে এলে তার নিকট ছূরা ইয়াছীন পাঠ করার দ্বারা মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব হওয়ার বিষয়টি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী বলেন,

قَوْلُهُ (وَيُنْدَبُ قِرَاءَةُ يٰسٓ) لِقَوْلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِقْرَءُوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ يٰسٓ» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْمُرَادُ بِهٖ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ.

অর্থ: তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট ছূরা ইয়াছীন পড়া মুস্তাহাব। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী রয়েছে যে, "তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট ছূরা ইয়াছীন পাঠ করো।" ইবনে হিব্বান এটাকে সহীহ বলেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, 'মৃত ব্যক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য মরণাপন্ন ব্যক্তি। (শামী: ২/১৯১) অতএব, মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট ছূরা ইয়াছিন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা তার মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘবের কাজে

[1] তিনি কি গুজাইফ ইবুল হারেস নাকি হারেস বিন গুজাইফ এটা নিয়ে যেমন ইখতেলাফ রয়েছে তেমনি তিনি কি সাহাবী না তাবেয়ী তা নিয়েও রয়েছে ইখতেলাফ । তবে ইমাম বুখারী, ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম, আবু যুরআ ও ইমাম যাহাবী রহ. প্রমুখ ইমামগণের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন।

সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ মুবারক কাজের তৌফিক দান করুন।

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কালিমার তালকীন দেয়া

মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠের তৌফিক লাভ হওয়া একটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ বিষয়ে জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষণা করেছেন। হযরত মুআয রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهٖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه ابو داود فى بَابٌ التَّلْقِينِ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে لَا إِلَهَ إِلَّا الله সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। (আবূ দাউদ: হাদীস নং ৩১০২) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যদিও কালিমা পড়া দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বেহেস্তে প্রবেশের জন্য মৃত্যুর সময় মুখে কালিমা পাঠ করতেই হবে। বরং মূল উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর সময় যেন কালিমার বিশ্বাস তার অন্তরে থাকে। এ বিষয়ে হযরত উসমান রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মা'বূদ হিসেবে জানে না, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। (মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ৪৬৪) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে বোখারী-মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুখে পড়তে না পারলেও যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের প্রবেশ করবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এসত্ত্বেও মৃত্যুর সময় জবানে কালিমা পড়তে পারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। এ সৌভাগ্য নিজে হাসিল করার জন্য যেমনিভাবে চেষ্টা করা উচিত, তেমনিভাবে কোন মুসলমান মরণাপন্ন হলে তাকে কালিমার তালকীন করার মাধ্যমে তার জবান দ্বারা কালিমা পড়িয়ে দেয়ার জন্যও চেষ্টা এবং দুআ করা উচিত। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. (رواه مسلم فى باب تلقين الموتى لا إله إلا اللهُ)

অর্থ: তোমাদের মরণাপন্ন ব্যক্তিদেরকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ-এর তালকীন করো। (মুসলিম: হাদীস নং ১৯৯৭)

অতএব মানবতার কল্যাণে আগ্রহী প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হবে মরণাপন্ন ব্যক্তিকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ-এর তালকীন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ মুবারক কাজের তৌফিক দান করুন।

মৃত্যুর খবর শুনলে করণীয়

কোন মুসলমানের মৃত্যুর সংবাদ শুনলে জীবতদের বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। আমাদের সকলের উচিত হবে করণীয় বিষয়গুলো জানা এবং তা আমলে বাস্তবায়ন করা। উক্ত করণীয়সমূহের মধ্যে রয়েছে-

ক. বিপদ ও মুছিবতের দুআ পড়া

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: « تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ» মুমিনের উপহার হলো মৃত্যু। (মুস্তাদরাকে হাকেম :৭৯০০, শুআবুল ঈমান-৯৪১৮) হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর আল্লামা ঝাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. হাসান বলেছেন। (তাখরীজু আহাদীসিল এহইয়া: হাদীস নং-৩৮৯৫) এ হাদীসের ভাষ্যমতে মুমিনের জন্য মৃত্যু উপহার হলেও কোন মুমিন বান্দার মৃত্যু দুনিয়াবাসীর জন্য একটি মুছিবত ও বেদনার কারণ। সুতরাং মুমিনের মৃত্যু সংবাদ শুনলেই ঐ দুআ পড়তে হয়

www.maktabatulabrar.com

যা বিপদে-আপদে পড়া হয়ে থাকে। হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি,

"مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُوْلُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِيْ مُصِيْبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا"، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ، قُلْتُ: كَمَا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ، رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ مُسلم فى بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

অর্থ: যে কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হয় এবং এ দুআ পড়ে যে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، অর্থাৎ আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবো। হে আল্লাহ ! আমাকে বিপদের প্রতিদান দিন এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিস আমাকে দান করুন। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দিবেন এবং বিপদে যা খোয়া গিয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন। হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আমি সেভাবেই দুআটি পাঠ করলাম। ফলে আমার স্বামী আবূ সালামার চেয়ে উত্তম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা আমার স্বামী বানিয়ে দিলেন। (মুসলিম-১৯৯৯)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ পেলে উক্ত দুআ পড়তে হয়। জামে' মা'মার ইবনে রাশেদ-এর ২০৫৬৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জঙ্গে জামাল শেষে হযরত আয়েশা রা. হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করে তাঁর জন্য রহমাতের দুআ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপরিউক্ত দুআটি সংক্ষিপ্ত আকারে শুধু إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করা যেতে পারে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

খ. মৃত্যু ব্যক্তির নিকট হাজির হওয়া

মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এমন একটি ইবাদাত যা জীবিত ও মৃত সকলের সাথে সাক্ষাতের সঙ্গেই প্রযোজ্য। জীবিত মানুষের সাথে মুলাকাত ও সাক্ষাত করা যেমন মুসলমানের হক এবং ছওয়াবের কাজ, মৃত মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও জিয়ারতও তেমনই মুসলমানের হক এবং ছওয়াবের কাজ। (উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বলতে তার কাছে যাওয়া বুঝানো হয়েছে।) হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ، يَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ العَاطِسِ)

মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অসুস্থ হলে দেখতে যাবে, মৃত্যুবরণ করলে উপস্থিত হবে, ডাকলে সাড়া দিবে, সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে, হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে এবং তার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় কল্যাণ কামনা করবে। (তিরমিযী: ২৭৩৭) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুলমান মৃত্যুবরণ করলে সেখানে উপস্থিত হওয়া তার হক বা অধিকার। এ উপস্থিতি দ্বারা জানাযার নামাযে উপস্থিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। এর পরেও শব্দের ব্যাপকতার আওতায় মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দেখতে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য ছিলো কোন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ পেলে সেখানে উপস্থিত হওয়া। হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর স্বামী হযরত আবূ সালামা রা. মৃত্যুবরণ করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। (মুসলিম: ২০০২) হযরত ইবনে আবী মুলাইকা রহ. থেকে অপর একটি মাউকূফ হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

www.maktabatulabrar.com

تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ، قَالَ: فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، قَالَ: فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ. (رواه مسلم فى بَابِ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)

অর্থ: হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান রা.-এর একটি কন্যার মৃত্যু হলে আমি সেখানে হাজির হওয়ার জন্য এলাম। হযরত ইবনে উমার এবং ইবনে আব্বাস রা.ও সেখানে উপস্থিত হলেন। (মুসলিম: ২০২১) অতএব এ মুবারক কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত।

গ. মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠজনদেরকে ছবরের তালকীন দেয়া

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে রয়েছে الْمُحْيِي (জীবন দানকারী) ও الْمُمِيْتُ (মৃত্যু দানকারী)। অতএব পৃথিবীর সকল জন্ম-মৃত্যুই আল্লাহ তাআলা দান করেন। সুতরাং আপনজনের মৃত্যুতে অধৈর্য হওয়ার বাহ্যিক অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করা। কোন মুসলমান স্বাভাবিকভাবে এটা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বেশি শোক পাওয়ার কারণে মৃত্যুও যে আল্লাহর দান– এ অনুভূতি স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়। তখন কেউ তাকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলে সে তা মানতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কল্যাণকামী একজন মুসলান ভাইয়ের কাজ হবে তাকে ধৈর্যের তালকীন করা এবং ছবরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যার একটি পুত্র সন্তান মরণাপন্ন অবস্থায় পৌছলে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর পাঠান। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ নছিহত করেছিলেন যে,

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَ كُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ. (رواه البخارى فى بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوحُ مِنْ سُنَّتِهِ ")

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা যা গ্রহণ করেন এবং দান করেন তা তারই অধিকারে। আর প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সে যেন ছবর করে এবং এটাকে ছওয়াবের কারণ মনে করে। (বোখারী, হাদীস নং-১২০৯)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনজনের বিয়োগ-বেদনায় কাতর ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা হবে তাকে ছবরের তালকীন দেয়া এবং ছবরের সুন্দর প্রতিদান তার সামনে পেশ করে তাকে ছবরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ. মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠজনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া

মুসলিম জাতি পরস্পর একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. (رواه البخارى فى بَابِ لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ)

অর্থ: মুসলমান মুসলমানের ভাই। (বোখারী: হাদীস নং ২২৮০)

সুতরাং মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের চাহিদা হলো- কোন মুসলমান স্বজন হারানোর বিয়োগ-বেদনায় শোকাহত হয়ে পড়লে তাকে সান্ত্বনা দেয়া। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হিঝাম রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا)

অর্থ: যে কোন মুমিন বিপদের সময় তার ভাইকে সান্ত্বনা দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানের এক জোড়া পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাযা: ১৬০১)

ইমাম নববী রহ. হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম, অধ্যায়: তা'ঝিয়া মুস্তাহাব) এ মহতি কাজটিকে অনেকে সামাজিকতার গণ্ডিতে বেঁধে ফেলেছে। তারা এর জন্য অনুষ্ঠান করা এবং একত্রে অনেক মানুষ সমবেত হওয়াসহ বিভিন্ন মনগড়া নিয়মের বেড়াজালে আঁটকে

ফেলেছে। অথচ এরূপটা ছুন্নাতসম্মত নয়। আরব বিশ্বের বিশিষ্ট আলেম শায়খ ছালেহ আল-উসাইমীন রহ. বলেন,

وأما الاجتماع للتعزية في البيت فهذا أيضاً لا أصل له، وقد صرح كثير من أهل العلم بكراهته، وبعضهم صرح بأنه بدعة .

অর্থাৎ, সমবেদনার জন্য ঘরে একত্রিত হওয়াও এমন একটি কাজ যার ভিত্তি নেই। অনেক উলামায়ে কিরাম এটাকে মাকরূহ আবার কেউ কেউ বিদআত বলেছেন। (মাজমূউ ফতওয়া ওয়া রসাইলুল উসাইমীন: খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

ঙ. মৃত্যু ব্যক্তি, তার পরিবার এবং নিজেদের জন্য দুআ করা :

হযরত উম্মে সালাম রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত আবূ সালামার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ইরশাদ করলেন:

لَا تَدْعُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلى مَا تَقُوْلُوْنَ.

তোমরা নিজেদের জন্য কেবল কল্যাণের দুআ করো। কেননা ফেরেস্তা তোমাদের দুআয় আমীন বলতে থাকে। অতঃপর তিনি এ দুআ করলেন যে,

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فى بَابِ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِر)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দিন। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। তাঁর রেখে যাওয়া পরিবারে আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান। হে রব্বুল আলামীন! আপনি আমাদেরকে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর কবর প্রশস্ত ও আলোকিত করে দিন। (মুসলিম: ২০০২)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ পেলে সেখানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করা এবং মৃত ব্যক্তি, তার পরিবার এবং

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিজেদের জন্য দুআ করা। কারণ তখনকার দুআয় ফেরেশতারা আমীন বলে থাকেন। অতএব, আমাদের জন্য উচিত হবে এ ছুন্নাত পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

চ. মৃত্যু ব্যক্তির অঙ্গ-প্রতঙ্গ যথাস্থানে পরিপাটি করে রাখা

জীবিত থাকতে সব মানুষই নিজের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। মৃত্যুর পর যখন তার নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় তখন মুসলমানের কল্যাণকামী হিসেবে জীবিতদের দায়িত্ব হয় তাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেয়া। সুন্দর করে গোসল দেয়া এবং উত্তম কাপড়ে কাফন দেয়া এরই আওতাভুক্ত। এ বিষয়ে হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ. (رواه مسلم فى بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ)

অর্থ: হযরত আবূ সালামা রা.-এর মৃত্যুর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। তাঁর চোখ খোলা ছিলো তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। (মুসলিম: ২০০২)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের কর্তব্য হলো- কোন মুসলমান ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেলে সেখানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করা, তার শরীরের কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ অসঙ্গত থাকলে তা শুধরে দেয়া এবং সুন্দর ও সুদর্শন পদ্ধতিতে গুছিয়ে দেয়া। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. বলেন, (وَإِذَا مَاتَ تُشَدُّ لَحْيَاهُ وَتُغْمَضُ عَيْنَاهُ) تَحْسِيْنًا لَهُ، وَيَقُوْلُ مُغْمِضُهُ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ، وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ ثُمَّ تُمَدُّ أَعْضَاؤُهُ، وَيُوْضَعُ عَلَى بَطْنِهِ سَيْفٌ أَوْ حَدِيْدٌ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، وَيُحْضَرُ عِنْدَهُ الطِّيْبُ

وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ. (الدر المختار مع حاشيته رد المحتار)

অর্থ: যখন কোন মুসলমান মৃতবরণ করবে তখন মৃত ব্যক্তির সৌন্দর্যের জন্য তার চুয়াল দুটি বেঁধে দিতে হবে এবং চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। চোখ বন্ধ করার সময় এ দুআ পড়তে হবে যে, بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ، وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন অনুযায়ী। হে আল্লাহ! তার বিষয়টি সহজ করে দিন, পরবর্তী কাজগুলো তার জন্য আসান করে দিন, আপনার সাক্ষাত দানে তাকে ধন্য করুন, তার ছেড়ে যাওয়া দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে উত্তম বানিয়ে দিন। দুআ করার পর তার অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো টানটান করে দিতে হবে। পেট যেন ফুলে না উঠে এ জন্য পেটের উপর তরবারী বা লোহার কোন জিনিস রেখে দিবে। তার নিকট খোশবূ রেখে দিবে এবং তার নিকট থেকে হায়েজ-নেফাসওয়ালী নারী ও গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তিরা বের হয়ে যাবে। (শামী: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৩)

ছ. মৃত্যু ব্যক্তির ব্যাপারে ভাল আলোচনা করা

জীবিত মানুষের দুআ দ্বারা মৃত্যু মুসলমানের উপকৃত হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। মৃত মাতা-পিতার জন্য দুআ করার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য– ছুরা বানী ইসরাঈল: ২৪) আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন যে, নেক সন্তানের দুআ ও ইস্তিগফার দ্বারা মাতা-পিতার আমলনামায় নেকী যুক্ত হয়। (মুসলিম: ৪০৭৭, ইবনে মাযা: ৩৬৬০) মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর যখন তার ভালো গুণগুলো প্রচার করা হয় তখন জীবিতরা তার প্রতি সুধারনা রাখে এবং তার জন্য দুআ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর এর মাধ্যমে একজন মুসলমান ভাই উপকৃত হয়। আবার দুআকারীর জন্যও এটা কল্যাণকর। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তার অনুপস্থিতিতে দুআ করলে দুআর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বলতে থাকেন اٰمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ হে আল্লাহ আপনি কবূল করুন। আর দুআকারীকে বলেন, তোমার জন্যও অনুরূপ হোক। (মুসলিম: ৬৬৭৯) সুতরাং আমি মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ করলে ফেরেশতাও আমার জন্য দুআ করবে যা নিছক আমারই কল্যাণে আসবে। এর বিপরীতে যদি কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার দোষচর্চা করা হয় তাহলে একদিকে আমলনামায় গীবতের গুনাহ জমা হবে অপরদিকে মানুষ ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে তার জন্য দুআ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহী হয়ে পড়বে যা মৃত্যু ব্যক্তির জন্যও ক্ষতিকর এবং নিজের জন্যও ক্ষতিকর। এ কারণে মৃত্যু ব্যক্তির দোষচর্চা করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন

«لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلٰى مَا قَدَّمُوا». (رواه البخارى فى بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَات)

অর্থ: তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালী দিও না। তারা আপন কৃত কর্মের ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (বোখারী: হাদীস নং ১৩১১) অপর একটি হাদীসে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

«اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ» (رواه ابو داود فى بَاب النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى)

অর্থ: তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সুন্দর বিষয়গুলো বর্ণনা করো আর খারাপ বিষয় বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো। (আবূ দাউদ-৪৮২০) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন।

ফায়দা : উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার দোষচর্চা করা বৈধও নয় আর তাতে কোন লাভও নেই। কেননা লোকটি ভালো, সে তার ভালো ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছে।

সুতরাং তার দোষচর্চায় নিজের ক্ষতি ছাড়া তার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি লোকটি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে সে তার নিকৃষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। সুতরাং তার দোষচর্চা অর্থহীন। বরং তার দোষচর্চা তার জীবিত আপনজনদের কষ্টের কারণ হয়। একটি সহীহ হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء.

অর্থ: তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে মন্দ বলা ও গালি দেয়ার মাধ্য জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না। (মুসনাদে আহমাদ : ১৮২০৯ ও সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩০২২) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে বোখারী ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ বলেছেন। অতএব মৃত ব্যক্তিদের গালি দেয়া এবং তাদের দোষচর্চা ও কুৎসা রটানো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. বলেন,

وَيَنْبَغِي لِلْغَاسِلِ وَلِمَنْ حَضَرَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ الْمَيِّتُ سَتْرَهُ أَنْ يَسْتُرَهُ وَلَا يُحَدِّث بِهِ لِأَنَّهُ غِيبَةٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ عَيْبًا حَادِثًا بِالْمَوْتِ كَسَوَادِ وَجْهٍ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِبِدْعَةٍ فَلَا بَأْسَ بِذِكْرِهِ تَحْذِيرًا مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنْ رَأَى مِنْ أَمَارَاتِ الْخَيْرِ كَوَضَاءَةِ الْوَجْهِ وَالتَّبَسُّمِ وَنَحْوِهِ اُسْتُحِبَّ إِظْهَارُهُ لِكَثْرَةِ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَالْحَثِّ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ الْحَسَنِ. (الدر المختار مع حاشيته رد المحتار)

অর্থ: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারী এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা যদি তার এমন কিছু দেখতে পায় যা সে নিজে লুকিয়ে রাখতে চাইতো তাহলে উচিত হবে সেগুলো লুকিয়ে রাখা। কারো কাছে তা প্রকাশ না করা; কেননা এটা তার গীবত করার শামিল। অনুরূপভাবে যদি মৃত্যুর কারণে দোষের কিছু প্রকাশ পায় যেমন মুখ কালো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি তাহলে লোকটি বিদআতী হিসেবে প্রসিদ্ধ না হয়ে থাকলে সেটাও প্রকাশ করবে না। আর যদি বিদআতী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয় তাহলে মানুষকে তার বিদআত থেকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সতর্ক করতে সেগুলো প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। এর বিপরীতে যদি তার থেকে কল্যাণের কোন নিদর্শন প্রকাশ পায় যেমন মুখ উজ্জ্বল হওয়া, হাসির ভাব ফুটে উঠা ইত্যাদি, তাহলে তার প্রতি মানুষের অধিক পরিমাণ রহমতের দুয়ার জন্য এবং অনুরূপ উত্তম আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেটা প্রকাশ করা মুস্তাহাব হবে। (শামী: ২/১৯৩)

জ. মহল্লাবাসী ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দেয়া

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে মহল্লাবাসী এবং ঘনিষ্ঠজনদেরকে তার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেয়া দরকার। বিশেষভাবে এ কারণে যে, তারা মৃত্যু ব্যক্তির কাফন-দাফনের কাজে সহযোগিতা করবে, মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ করবে, তার পরিবারে খানা পৌঁছাবে এবং তাদেরকে শান্ত্বনা দিবে। এ ছাড়াও অনেক বিষয় মৃত্যুর সাথে জড়িত আছে যা পালন করতে সংবাদ ছড়ানো প্রয়োজন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মুতা যুদ্ধে শহীদ হওয়া আমীরদের মৃত্যু সংবাদ মসজিদের মেম্বারে বসে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে জানিয়েছেন। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ, জ'ফর এবং ইবনে রওয়াহা রা.-এর মৃত্যু সংবাদ মানুষকে শুনিয়ে দিলেন তাদের পক্ষ থেকে সংবাদ আসার পূর্বেই। তিনি ইরশাদ করেন:

«أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» (رواه البخارى فى بَابِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ)

অর্থ: যায়েদ ঝাণ্ডা গ্রহণ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর জাফর ঝান্ডা গ্রহণ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর ইবনে রওয়াহা ঝাণ্ডা গ্রহণ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলার তরবারীসমূহ থেকে এক তরবারী ঝাণ্ডা গ্রহণ করলেন আর আল্লাহ তাআলা তার হাতে বিজয় দান করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো বলছিলেন আর তাঁর চক্ষুদ্বয় দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। (বোখারী: হাদীস নং ৩৯৩৬)

ফায়দা : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে মসজিদের ভিতর তার মৃত্যু সংবাদ মানুষকে শুনিয়ে দেয়া জায়েয আছে এবং মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা ছুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নাজ্জাশীর বাদশাহ আছহামা রহ.-এর মৃত্যু সংবাদও সাহাবায়ে কিরামকে শুনিয়েছেন মর্মে বেশ কিছু হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। তবে এ সংবাদ দূর-দূরান্তে প্রচারের জন্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নেয়া বা মাইকিং করাসহ ইত্যাদি ব্যবস্থা না করা ভালো হবে। কারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

«إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ» (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ)

অর্থ: তোমরা নাঈ' তথা মৃত্যু সংবাদের ব্যাপক প্রচার থেকে বিরত থাকো। কেননা নাঈ' হলো জাহেলী যুগের কাজ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নাঈ' হলো মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা। (তিরমিযী : ৯৮৫) সনদের বিবেচনায় যদিও এ হাদীসটি মজবুত নয়, তবে অনুরূপ বিষয় হযরত হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত হাসান হাদীস দ্বারা সমর্থিত। হযরত হুজাইফা রা. বলেন,

«إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ» (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ)

অর্থ: আমি মারা গেলে তোমরা আমার মৃত্যু সম্পর্কে ব্যাপক ঘোষণা দিবে না। আমার আশঙ্কা হয় যে, ওটা নাঈ তথা মৃত্যুর ব্যাপক প্রচার হয়ে যেতে পারে। আর আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শুনেছি তিনি নাঈ করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী : ৯৮৪) ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ফায়দা : উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। ফুকাহায়ে কিরাম উভয় প্রকার হাদীসের সমন্বয় এভাবে করেছেন যে, অনাড়ম্বরভাবে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করাতে দোষ নেই। তবে প্রচারের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهِ مِنْ أَقْرِبَائِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَجِيرَانِهِ لِيُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَالدُّعَاءِ وَالتَّشْيِيعِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ قَالَ فِي الْمِسْكِينَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ إذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي» ؛ وَلِأَنَّ فِي الْإِعْلَامِ تَحْرِيضًا عَلَى الطَّاعَةِ وَحَثًّا عَلَى الِاسْتِعْدَادِ لَهَا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَالتَّسَبُّبِ إلَى الْخَيْرِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ النِّدَاءُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَحَالِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ عَزَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (بدائع الصنائع)

অর্থ: বন্ধু-বান্ধব এবং ঘনিষ্ঠজনদেরকে মৃত সংবাদ দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই যাতে তারা জানাযার নামায পড়ার হক আদায় করতে পারে এবং দুআ ও বিদায় দানের কাজে শরিক হতে পারে। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, মদীনার এক প্রান্তে বসবাসকারী এক মিসকিনার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, সে মারা গেলে আমাকে জানিও। এ ছাড়াও মৃত্যুর সংবাদ প্রচারের মধ্যে রয়েছে নেক কাজের প্রতি উৎসাহ দান এবং মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফনের জন্য প্রস্তুত করণের কাজে উদ্বুদ্ধ করণ যা অবশ্যই ভালো কাজ এবং তাকওয়ার সহযোগিতা। ভালো কাজের মাধ্যম এবং সেদিকে পথ প্রদর্শন। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: তোমরা তাকওয়া এবং সৎ কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ভালো কাজের প্রতি যে ব্যক্তি পথ প্রদর্শন করে

কেমন যেনো সে নিজে ঐ ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য বাজার এবং আবাসিক এলাকায় ঘোষণা করা মাকরূহ। কেননা এটা জাহেলী যুগের আহবানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/২৯৯)

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ. আরো বলেন,

فَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَوْ زَاهِدًا أَوْ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِهِ فَقَدْ اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ النِّدَاءَ فِي الْأَسْوَاقِ لِجِنَازَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى جِهَةِ التَّفْخِيمِ. (رد المحتار)

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি আলেম বা দুনিয়াত্যাগী অথবা মানুষ যার থেকে বরকত হাসিল করে থাকে এমন বুজুর্গ হন তাহলে তাদের জানাযার নামাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাজারে ঘোষণা দেয়াকে পরবর্তী যুগের কিছু উলামায়ে কিরাম উত্তম মনে করেছেন। আর এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। তবে স্মরণে রাখতে হবে যেনো এটা বড়ত্ব প্রকাশের জন্য না হয়।

বিলাপ করে কান্না-কাটি না করা

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, জন্ম ও মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা ও অধিকার আল্লাহ তাআলার হাতে এবং তিনি ফেরেশতার মাধ্যমে এর আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। সুতরাং কারো মৃত্যুতে অধিক আবেগ আপ্লুত হওয়া বা ক্ষোভ প্রকাশ করা অথবা বিলাপ করে কান্না-কাটি করা মূলত আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত আন্তরিকভাবে মানতে না পারার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের থেকে এটা আশা করেন না। বরং তিনি চান আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণের কোন অবস্থা যেন তার কাজ-কর্ম দ্বারা প্রকাশ না পায়। তবে ভালোবাসার টানে কারো চোখে পানি এবং মনে ব্যাথ্যা আসতে পারে, সেটা ভিন্ন কথা। পুত্র ইবরাহীমের ইন্তেকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহাজারি করেননি এবং অন্যকে তা করার অনুমতিও দেননি। তিনি শুধু কয়েক ফোটা অশ্রু বিসর্জন করে বলেছেন, إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ অর্থাৎ, চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করছে, অন্তর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পেরেশান হচ্ছে, তবে এমন কথাই বলবো যাতে আমাদের প্রতিপালক খুশী হন, হে ইবরাহীম আমরা তোমার বিয়োগে ব্যথিত। (বোখারী: ১২২৫)

মৃত্যু জনিত ব্যাপারে সওয়াবরেসানী করা ও সান্ত্বনা দেওয়াই মূল সুন্নাত। হযরত আবূ মালেক আশআরী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَاوِيْلُ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

(رواه أحمد فى مسنده)

অর্থ: আমার উম্মাতের মধ্যে চারটি জাহেলী প্রথা রয়েছে যা তারা ছাড়বে না। (সেগুলো হল–) বংশ নিয়ে গৌরব করা, বংশ নিয়ে তিরস্কার করা, নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা বৃষ্টি হয় মনে করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। বিলাপকারিণী যদি মৃত্যুর পূর্বে এ থেকে তওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার জামা এবং চামড়ার বর্ম পরিয়ে উঠানো হবে। (মুসনাদে আহমাদ : ২২৯১২) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে ইবনে মাযা : ১৫৮২ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় বিলাপ করে কান্নার শাস্তি হিসেবে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলকাতরার জামার উপরে অগ্নিশিখার বর্ম পরিয়ে দেয়া হবে।

ফায়দা : উপরিউক্ত দুটি হাদীসে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে ও বুকফাটা ক্রন্দন করতে নিষেধ করা হয়েছে, এটাকে জাহেলী যুগের প্রথা বলা হয়েছে এবং এ থেকে তওবা না করলে কঠিন শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্যই জরুরী।

আপনজনের বিয়োগ বেদনায় বিলাপ করা ব্যতীত কাঁদা, নিরবে অশ্রু বিশর্জন দেয়া এবং অন্তর ব্যথীত হওয়া কোন দোষণীয় বিষয় নয়। বরং এটা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মমতার ফল। কোন মানুষই এ মানবীয় স্বভাবের উর্দ্ধে নয়। হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে,

www.maktabatulabrar.com

اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «قَدْ قَضَى» قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَضْرِبُ فِيهِ بِالعَصَا، وَيَرْمِي بِالحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ» (رواه البخارى فى بَابِ البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيض)

অর্থ: হযরত সাআ'দ ইবনে উবাদাহ রা. রোগাক্রান্ত হলেন। ফলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁকে পরিবার বেষ্টিত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কি মারা গেছেন? তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! তিনি মারা যাননি। এ কথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। যখন লোকেরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাঁদতে দেখলো তখন তারাও কেঁদে ফেললো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা শুনবে না? চোখের পানি এবং মনের পেরেশানীর কারণে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন না। তবে এর কারণে তিনি শাস্তি দেন বা দয়া করেন। এ কথা বলে তিনি জিহবার দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের সদস্যদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। (বিলাপ করে) ক্রন্দনের কারণে হযরত উমার রা. লাঠি দ্বারা পেটাতেন, পাথর নিক্ষেপ করতেন এবং মুখে মাটি ঢুকিয়ে দিতেন। (বোখারী: হাদীস নং ১২২৬)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ফায়দা : উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য তার স্বজনদের কান্না যদি শুধু চোখের পানি এবং মনের পেরেশানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটা দোষণীয় নয়। কিন্তু হাক-ডাক ছাড়া, চিৎকার করা এবং জামা-কাপড় ছেড়া ও আসবাব-পত্র ভাংচুর করার মত কান্না হলে সেটা নিষিদ্ধ বিলাপের আওতাভূক্ত। এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, পরিবারের সদস্যদের বিলাপ করে ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। অবশ্য উলামায়ে কিরাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এটা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারকে তার জন্য বিলাপ করতে অছিয়াত করে। অথবা বিলাপের প্রচলন পূর্ব থেকে থাকা সত্ত্বেও সে মৃত্যুর পূর্বে তা নিষেধ না করে যায়। কিন্তু তার অপছন্দী এবং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি পরিবারের সদস্য সেটাকে উপেক্ষা করে তার জন্য বিলাপ করে তাহলে একজনের অপরাধের জন্য অন্যজন শাস্তি ভোগ করবে না। এমনটাই বলা হয়েছে ছুরা বানী ইসরাঈল-এর ১৫ নং আয়াতে। অতএব সকলের জন্য মঙ্গলজনক হবে বিলাপের পথ পরিহার করে ছবরের পথ অবলম্বন করা।

মৃত্যু ব্যক্তির গোসল ও কাফন-দাফনে বিলম্ব না করা

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাকে রেখে দেয়ার কোন বিধান নেই; আর দুনিয়াতেও এমন প্রচলন নেই। তাহলে তার বিদায় দানের কাজে দেরি করা অনর্থক। উপরন্তু দুনিয়াতে যে যেমন আমল করেছে তার তেমন ফল পাওয়ার ক্ষেত্র শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকে। সুতরাং কেউ ভালো কাজ করে থাকলে কাফন-দাফনে দেরির কারণে তাকে কাঙ্খিত শান্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়। আর কেউ বদ আমল করে নিজেকে অপরাধী প্রমাণ করে থাকলে তার কাফন-দাফনে বিলম্বের কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপরাধীর বোঝা কাঁধে চাপিয়ে রাখা হয়। সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে শরীআতে বেশ তাকিদ দেয়া হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». (رواه البخارى فى بَابِ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ)

অর্থ: তোমরা মৃত্যু ব্যক্তির (বিদায় দানের) ব্যবস্থাপনায় দ্রুত করো। যদি সে পূণ্যবান হয় তাহলে যে দিকে তাকে এগিয়ে দিচ্ছো তা তার জন্য উত্তম। আর যদি সে অন্য রকম হয় তাহলে সে একটি অকল্যাণ যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছো। (বোখারী: হাদীস নং-১২৩৬) এ হাদীসের ব্যাখ্যা শেষে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى دَفْنِ الْمَيِّتِ এ হাদীস থেকে মৃত ব্যক্তির দাফন কাজে দ্রুত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। (ফাতহুল বারী: ৩/১৮৪) এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে,

«إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» .

অর্থ: তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে আটকে রেখো না। বরং তাকে দ্রুত কবরে নিয়ে যাও। (আল-মু'জামুল কাবীর লিত্‌তাবারানী: ১৩৬১৩) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ফাতুহুল বারী: খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৪) হযরত আলী রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الفَضْلِ، ورواه الحاكم وصححه هو الذهبى)

অর্থ: হে আলী! তিনটি কাজে দেরী করবে না। নামাযের ওয়াক্ত হলে আদায় করতে দেরী করবে না। আর জানাযা হাজির হলে নামায আদায়ে দেরী করবে না। আর অবিবাহিত নারীর যোগ্য স্বামী পেলে বিবাহ দিতে দেরী করবে না। (তিরমিযী : ১৭১ ও মুস্তাদরাকে হাকেম : ২৬৮৬) আল্লামা ঝাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাখরীজু আহাদীসিল এহইয়া: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২৮)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ফায়দা : উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে জীবিত স্বজনদের দায়িত্ব হলো তার কাফন-দাফনে মোটেও বিলম্ব না করা। বরং যথা সম্ভব দ্রুত তার কাফন-দাফনের কাজ শেষ করা। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ. বলেন,

تَعْجِيلُ جِهَازِهِ عَقِبَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ، وَلِذَا كُرِهَ تَأْخِيرُ صَلَاتِهِ وَدَفْنِهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. (رد المحتار)

অর্থ: মৃত্যু নিশ্চিত হলেই তার কাফন-দাফনের কাজে দ্রুত করা। আর জুমআর নামাযের পরে অধিক সংখ্যক মানুষ তার জানাযার নামাযে শরিক হবে এ উদ্দেশ্যে তার জানাযার নামায এবং দাফনের কাজে বিলম্ব করা মাকরূহ। (শামী: ২/২৩৯)

গোসলের বিধান

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সঙ্গে বেশ কিছু আহকাম জড়িত রয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

এক. গোসল করানোর বেশী হকদার কে?

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে কে বেশী হকদার সে বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে, وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْغُسْلَ فَأَهْلُ الْأَمَانَةِ وَالْوَرَعِ. অর্থাৎ, গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হলো মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাকে গোসল দিবে। তবে তাদের মধ্যে এ কাজে পারদর্শী কেউ না থাকলে যে কোন আমানতদার ও পরহেজগার ব্যক্তি তাকে গোসল দিবে। (শামী: ২/২০২)

দুই. কাফনের কাপড় এবং লাশ রাখার খাটিয়ায় ধোঁয়া দেয়া

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বে কাফনের কাপড় এবং গোসলের খাটিয়ায় বেজোড় সংখ্যায় ধোঁয়া দিবে (অর্থাৎ, সুগন্ধিযুক্ত কোন কিছুর ধোঁয়া দিবে)। এ বিষয়ে হযরত জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত

আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে যখন ধোঁয়া দিবে তখন বেজোড় সংখ্যায় দিবে। (মুসনাদে আহমাদ : ১৪৫৪০) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ মজবুত। হযরত আসমা বিনতে আবী বকর রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে বলেছিলেন যে, أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ. ثُمَّ حَنِّطُونِي. وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ. অর্থাৎ, আমি মারা গেলে আমার (কাফনের) কাপড়ে ধোঁয়া দিবে। অতঃপর শরীরে হানুত নামীয় খুশবু লাগিয়ে দিবে। (মুয়াত্তা মালেক: ১/২৮৭) ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: অধ্যায়– মৃত্যু ব্যক্তির জন্য হানুত খুশবু ব্যবহার মুস্তাহাব) এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা হাসকাফী রহ.-এর বর্ণিত মাসআলায় مُجَمَّرٍ শব্দের অর্থ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বর্ণনা করেন ধোঁয়া দেয়া। অতঃপর তিনি এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ السَّرِيرَ يُجَمَّرُ قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا وَإِزَالَةً لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ مِنْهُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ إِلَى سَبْعٍ فَقَطْ) أَيْ بِأَنْ تُدَارَ الْمُجَمَّرَةُ حَوْلَ السَّرِيرِ مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالْكَافِي وَالنِّهَايَةِ، وَفِي التَّبْيِينِ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةٍ (قَوْلُهُ كَكَفَنِهِ) فَإِنَّهُ يُجَمَّرُ وِتْرًا أَيْضًا.

অর্থাৎ, বর্ণিত মাসআলায় এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, লাশ খাটিয়ায় রাখার পূর্বে তাতে ধোঁয়া দিবে মৃত্যু ব্যক্তির সম্মানে এবং দুর্গন্ধ দূরীকরণের জন্য। অতঃপর إِلَى سَبْعٍ فَقَطْ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, ধোঁয়া দেয়ার পাত্র খাটের চতুর্পাশে এক, তিন, পাঁচ বা সাতবার ঘুরাবে। সাতবারের চেয়ে বেশি করবে না; যেমনটি বর্ণিত আছে ফাতহুল কদীর, আল-কাফী এবং নিহায়াহ কিতাবে। আর তাবঈন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, পাঁচবারের চেয়ে বাড়াবে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না। তারপর আল্লামা শামী রহ. كَكَفْنِهِ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, কাফনে বেজোড় সংখ্যায় ধোঁয়া দিবে। (ফতওয়ায়ে শামী: ২/১৯৫) এ মাসআলা থেকে প্রমাণিত হলো যে, লাশ রাখার খাটিয়া এবং কাফনের কাপড়ে বেজোড় সংখ্যায় ধোঁয়া দিতে হবে।

ধোঁয়া দেয়ার সুব্যবস্থা না থাকলে বিকল্প হিসেবে আতর ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু ধোঁয়ার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো সুঘ্রাণ আনায়ন করা আর এটা আতর দ্বারা হাসিল হয়ে যায়।

তিন. মৃত ব্যক্তির নখ, চুল ও দাড়ি আপন অবস্থায় রেখে দেয়া

মৃত ব্যক্তির নখ, গোপ, চুল, দাড়ি ও অন্য কিছু কাটবে না। এমনকি চুল-দাড়ি আঁচড়াবেও না। বরং এগুলো মৃত্যুর সময় যেভাবে ছিলো সেভাবেই থাকবে। এ বিষয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক মৃত ব্যক্তির চুল আঁচড়ানো হচ্ছে দেখে বললেন, «عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟» তোমরা কিসের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির চুল আঁচড়াচ্ছো? এ হাদীসের আলোকে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُسَرَّحَ رَأْسُ الْمَيِّتِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا يُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ, আমরা এটাই গ্রহণ করে থাকি। মৃত ব্যক্তির চুল আঁচড়ানো, চুল এবং নখ কাটাকে আমরা বৈধ মনে করি না। এটাই ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মত। (কিতাবুল আছার: ২২৭ নং হাদীস)

চার. গোসলের স্থান পর্দা দিয়ে ঘিরে নেয়া

মৃত ব্যক্তিকে খোলা ময়দানে গোসল না দেয়া। বরং উত্তম হলো কোন ঘরের মধ্যে গোসল দেয়া। কোন মহল্লায় যদি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য স্বতন্ত্র ঘর তৈরী করা থাকে তাহলে সেখানে গোসল দেয়ার চেষ্টা করা। একান্ত তা না হলে গোসল দেয়ার কাজ শুরু করার পূর্বে গোসলের স্থান পর্দা দিয়ে ঢেকে নেয়া। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে এভাবে বর্ণিত আছে যে, وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَرَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ الْمَيِّتُ فَلَا يَرَاهُ إِلَّا غَاسِلُهُ أَوْ مَنْ يُعِينُهُ، অর্থাৎ, মুস্তাহাব হলো ঐ জায়গাটি ঢেকে নেয়া যেখানে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হবে যাতে গোসলদাতা এবং তার সহযোগীরা ব্যতীত অন্য কেউ দেখতে না পায়। (আলমগীরী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮)

পাঁচ. মৃত্যু ব্যক্তির সতর ঢেকে পরনের কাপড় খুলে নেয়া

হযরত আয়েশা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দেয়ার সময় গোসলদাতাগণ বললো, আল্লাহর শপথ, আমরা জানি না; আমরা কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাপড় থেকে মুক্ত করে ঐ পদ্ধতিতে গোসল দিবো যে পদ্ধতিতে আমাদের অন্যান্য মৃতদেরকে গোসল দিয়ে থাকি? নাকি তাঁকে তাঁর কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দিবো? তখন হঠাৎ সকলের তন্দ্রা এসে গেলো এবং এ অবস্থায় তারা ঘরের কোণ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলো যে,

أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. (رواه ابو داود فى بَابِ فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ)

অর্থাৎ, তোমরা নবীকে তাঁর কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল করাও। (আবূ দাউদ: ৩১২৭) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে মৃত ব্যক্তিকে তার পরিহিত কাপড়ে গোসল দেয়া হতো না। কেবল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিষয়টি ব্যতিক্রম ছিলো। আবার সতর খুলে গোসল দেয়াও হাদীসের খেলাফ। কারণ হযরত আলী রা. থেকে হাসান লিগাইরিহী সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ করেন:

لا تُبْرِز فخذِكَ، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فخذِ حيٍ ولا ميتٍ. (رواه ابو داود فى بَابِ فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ)

অর্থাৎ, তোমার রান প্রকাশ করো না। আর কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির রানের প্রতিও দৃষ্টি দিও না। (আবূ দাউদ: ৩১২৬) আবূ দাউদ শরীফের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান লিগাইরিহী।

মৃত ব্যক্তির রান দেখাই যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে তো লজ্জাস্থান দেখা আরো বড় নিষিদ্ধ হবে। নিজ কাপড়ে গোসল না দেয়া আবার সতর না খোলা এ দুই প্রকার হাদীসের উপর একত্রে আমল করার যে পদ্ধতি মুজতাহিদ ইমামগণ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে আল্লামা আবুল হাসান শরম্বুলালী রহ. বলেন, ويستر عورته ثم جرد عن ثيابه ووضيء في الصحيح অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মতানুসারে মৃত ব্যক্তির সতর (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) ঢেকে দিবে অতঃপর তার পরনের কাপড় খুলে ফেলবে। (নূরুল ঈযাহ: অধ্যায় কাফন-দাফন, শামী: ২/১৯৫)

ছয়. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য যে কোনো দিকে শোয়াবে

গোসলের জন্য লাশ খাটে রাখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন দিকে রাখার নিয়ম নেই। বরং গোসলের জন্য যেভাবে রাখলে সুবিধা হয় সেভাবে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَيْفِيَّةَ وَضْعِ التَّخْتِ أَنَّهُ يُوضَعُ إِلَى الْقِبْلَةِ طُولًا أَوْ عَرْضًا، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ اخْتَارَ الْوَضْعَ طُولًا كَمَا يَفْعَلُ فِي مَرَضِهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ بِالْإِيمَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ الْوَضْعَ عَرْضًا كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ .

অর্থাৎ, মৃত্যু ব্যক্তিকে খাটিয়ায় কোন দিয়ে রেখে গোসল দিতে হবে এ ব্যাপারে জাহেরী রেওয়ায়েতে এমন কিছু বলা হয়নি যে, তাকে কিবলার দিকে লম্বালম্বি করে রাখা হবে বা আড়াআড়ি করে রাখা হবে। আমাদের মাযহাবের ইমামগণ কেউ কেউ কিবলার দিকে লম্বালম্বি করে রাখার মত গ্রহণ করেছেন; যেভাবে রোগীকে (কিবলার দিকে পা এবং বিপরীত দিকে মাথা দিয়ে শুইয়ে) নামায পড়ানো হয়। আবার কেউ কেউ আড়াআড়ি রাখার মত গ্রহণ করেছেন যেভাবে কবরে রাখা হয়। তবে বিশুদ্ধ কথা

হলো- যেভাবে সুবিধা সেভাবে রাখবে। কেননা স্থানের ভিন্নতার কারণে সুবিধার ভিন্নতা হয়ে থাকে। (বাদায়ে'উস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০০)

সাত. পেটে হালকা চাপ দিয়ে আলগা নাপাক বের করে দেয়া

গোসল শুরু করার পূর্বে মুস্তাহাব হলো মৃত্যু ব্যক্তিকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে পেটে হালকা চাপ দিয়ে আলগা নাপাক বের করে ধুয়ে ফেলা যাতে গোসল দেয়ার সময় নাপাক বের হয়ে দুর্গন্ধে গোসলদাতাদের কষ্ট না হয়। এ বিষয়ে আল্লামা যুহাইলী রহ. বর্ণনা করেন যে,

والمستحب أن يجلسه الغاسل إجلاساً رفيقاً مائلاً إلى ورائه، واضعاً يمينه على كتفه، وإبهامه في نقرة قفاه، مسنداً ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمسح بطنه مسحاً بليغاً ليخرج ما فيه، وكلما أمرَّ اليد على البطن، صب عليه ماء كثيراً، حتى لا تظهر رائحة ما قد يخرج منه، ثم يضجعه مستلقياً إلى قفاه .

অর্থাৎ, মুস্তাহাব হলো গোসলদাতা মৃত ব্যক্তিকে নিজ হাঁটুর সাথে হেলান দিয়ে পিছন দিকে ঝোঁকা রেখে হালকাভাবে বসানো। ডান হাত পিঠের উপরিভাবে আর বৃদ্ধাঙ্গুল ঘাড়ের গর্তে রাখবে। অতঃপর পেটের উপর সুন্দরভাবে মাসাহ করবে যাতে পেটে কিছু থাকলে বেরিয়ে যায়। আর যখনই পেটের উপর হাত ফিরাবে বেশী করে পানি ঢালবে যেন কিছু বের হলে তার দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে। তারপর গোসলের জন্য চিত করে শুয়াবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৮৯)

আট. গোসলের পূর্বে ইস্তিঞ্জা করানো

জীবিত মানুষ যেভাবে গোসলের পূর্বে অযু করে, আর অযুর পূর্বে ইস্তিঞ্জা করে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করা হবে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

لَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِنْجَاءَ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ. فَعِنْدَهُمَا يُسْتَنْجَى، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا وَصُورَتُهُ أَنْ يَلُفَّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، وَيَغْسِلَ السَّوْأَةَ لِأَنَّ مَسَّهَا حَرَامٌ كَالنَّظَرِ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে ইস্তিঞ্জার কথা উল্লেখ করা হয়নি; যেহেতু তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা এবং মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে ইস্তিঞ্জা করানো হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে ইস্তিঞ্জা করানো হবে না। প্রথম ইমামদ্বয়ের মতে যে ইস্তিঞ্জা করানো হবে তার পদ্ধতি এই যে, হাতে একটি কাপড় পেঁচিয়ে সাবান দ্বারা লজ্জাস্থান এবং মলদ্বার ধুয়ে ফেলবে। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৬)

নয়. ইস্তঞ্জার পর প্রথমে সতরের অংশ ধুয়ে ফেলা

ইস্তিঞ্জা করানোর পর সতরের অবশিষ্টাংশ ধুয়ে ফেলবে। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

ثُمَّ تُغَسَّلُ عَوْرَتُهُ تَحْتَ الْخِرْقَةِ بَعْدَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً كَذَا ذَكَرَ الْبَلْخِيّ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ مَسِّ عَوْرَةِ الْغَيْرِ فَوْقَ حُرْمَةِ النَّظَرِ، فَتَحْرِيمُ النَّظَرِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَسِّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .

অর্থাৎ, ইস্তিঞ্জা করানোর পর হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে কাপড়ের ভিতর দিয়ে সতরের অবশিষ্টাংশ ধুয়ে ফেলবে; এমনই বর্ণনা করেছেন আল্লামা বলখী রহ.। হাতে নেকড়া পেঁচানোর প্রয়োজন এ কারণে যে, অপরের সতর দেখার চেয়েও বেশি গুরুতর তা স্পর্শ করা। সুতরাং অপরের সতর দেখা হারাম হওয়াই প্রমাণ করে যে তা স্পর্শ করা আরো কঠিন হারাম। (বাদায়ে'উস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০০)

দশ. গোসলের শুরুতে মৃত্যু ব্যক্তিকে অযু করানো

গোসলের পূর্বে মৃত্যু ব্যক্তিকে অযু করানোর বিষয়ে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে তাদেরকে ইরশাদ করলেন: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (رواه البخارى فى بَابِ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ) ডান দিক দিয়ে শুরু করবে এবং প্রথমে অযুর অঙ্গসমূহ ধুবে। (বোখারী: হাদীস নং ১৬৮) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোসলের পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে অযু করাতে হবে এবং অযু-গোসলের কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

এগারো. মৃত্যু ব্যক্তিকে অযু করানোর তরীকা

জীবিত মানুষের অযু ও মৃত ব্যক্তির অযুর তরীকার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যথা:

ক. জীবিত মানুষ অযু করার সময় প্রথমে নিজের হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেয়। এর মূল কারণ হলো- যে হাত দ্বারা সে সকল অঙ্গ পবিত্র করবে প্রথমে তার ঐ হাতটি পবিত্র করা দরকার। কিন্তু মৃত ব্যক্তির অযুর কাজগুলো যেহেতু সে নিজে করে না। তাই তার হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়ার প্রশ্ন নেই। বরং যে ব্যক্তি গোসল করাবে সে প্রথমে তার হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিবে। তারপর মৃত ব্যক্তিকে অযু করানো শুরু করবে।

খ. মৃত ব্যক্তিকে অযু করাতে হবে কুলি করানো এবং নাকে পানি দেয়া ব্যতীত। কারণ কুলি করানোর জন্য মুখে পানি দেয়া হলে এবং নাক পরিস্কার করার জন্য নাকে পানি দেয়া হলে সেটা বের করা কষ্টকর। পানি বের করার জন্য হয়তো মৃত ব্যক্তিকে উপুড় করা লাগতে পারে। এ কারণে কুলি করানো এবং নাকে পানি দেয়া থেকে বিরত থাকবে। তবে মুখ এবং নাক পরিষ্কার করতে কুলি করানো এবং নাকে পানি দেয়ার বিকল্প হিসেবে একটি পরিষ্কার নেকড়া ভিজিয়ে দাঁত, আল জিহবা, দাঁতের মাড়ি ও নাকের ছিদ্র মুছে দেয়া যেতে পারে। হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

لا يُمَضْمَضُ الْمَيِّتُ وَلاَ يُنَشَّقُ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ نَظِيفَةٌ فَيُمْسَحُ بِهَا فَمُهُ وَمَنْخِرَاهُ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে অযু করানো হবে। তবে কুলি করানো হবে না এবং নাকেও পানি দেয়া হবে না। বরং একটি পরিষ্কার নেকড়া (ভিজিয়ে) মুখ এবং নাকের ছিদ্র মুছে নিবে। (ইবনে আবী শাইবা : ১১০১৬) এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ. বলেন,

قَوْلُهُ: (بِخِرْقَةٍ) أَيْ يَجْعَلُهَا الْغَاسِلُ فِي أُصْبُعِهِ يَمْسَحُ بِهَا أَسْنَانَهُ وَلَهَاتَهُ وَلَثَتَهُ وَيُدْخِلُهَا مَنْخَرَهُ أَيْضًا.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে গোসলদাতা তার আঙ্গুলে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে তা দ্বারা মৃত ব্যক্তির দাঁত, আল জিহবা এবং দাঁতের মাড়ি মুছে দিবে। আর ঐ নেকড়া তার নাকের ছিদ্রেও প্রবেশ করাবে। (শামী: ২/১৯৬) তবে কেউ গোসল ফরয অবস্থায় অথবা হায়েয-নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে কুলি করাতে হবে এবং তার নাকে পানি দিতে হবে। আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন,

وَلَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فُعِلَا اتِّفَاقًا تَتْمِيمًا لِلطَّهَارَةِ.

অর্থাৎ, যদি মৃত ব্যক্তি জুনুবী, হায়েয বা নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাকে কুলি করাবে এবং তার নাকে পানি দিবে। (আদ্দুররুল মুখতার, অধ্যায়: জানাযা)

গ. জীবিত ব্যক্তি গোসলের পূর্বে যে অযু করে থাকে গোসলের স্থানে পানি জমে থাকার অবস্থা হলে সে অযুতে পা ধোয়ার কাজটি করে গোসল শেষে, কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর ক্ষেত্রে পা ধোয়ার কাজ বিলম্বিত করবে না। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

قَالُوا فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: إِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ التَّوْضِئَةِ، وَلَا يُؤَخِّرُ غَسْلَهُمَا، لِأَنَّ الْغُسَالَةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى التَّخْتِ.

অর্থাৎ, ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, (মৃত্যু ব্যক্তিকে অযু করানোর ক্ষেত্রে) অযু সময়ই উভয় পা ধুয়ে নিবে। পা ধোয়ার কাজ বিলম্ব করবে না। কেননা মৃত ব্যক্তির গোসলের খাটিয়ায় পানি জমা হয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই। (বাদায়ে'উস সানায়ে': খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫)

বারো. বরই পাতাসহ জ্বালানো পানি দ্বারা পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেলা

অযু শেষে বরই পাতাসহ জ্বালানো হালকা গরম পানি দ্বারা পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেলবে। পূর্ণ শরীর ধোয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। যথা:

১. প্রথমে পূর্ণ শরীরে পানি ঢেলে দিবে। এ বিষয়ে আল্লামা শরম্বুলালী রহ. বলেন, وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض و إلا فالقراح বরইর পাতা বা ক্ষার মিশ্রিত গরম পানি মৃত ব্যক্তির শরীরে ঢেলে দিবে।

এসব কিছু না পাওয়া গেলে শুধু গরম পানিই যথেষ্ট। (মারাকিল ফালাহ, অধ্যায়: জানাযা) প্রথমে পূর্ণ শরীরে পানি ঢেলে দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, وَيُفْعَلُ هَذَا قَبْلَ التَّرْتِيبِ الْآتِي لِيَبْتَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ পূর্ণ শরীরে পানি ঢেলে দেয়ার এ কাজটি মৃত ব্যক্তিকে নিয়মিত তিনবার ধোয়ার পূর্বেই করবে যেন শরীরের ময়লা ভিজে যায়। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৬)

২. পূর্ণ শরীর ভিজিয়ে দেয়ার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা মাথা এবং দাড়ি সুন্দরভাবে ডলে ধুয়ে ফেলবে। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

ثُمَّ يُغَسِّلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِالصَّابُونِ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَكْفِيهِ الْمَاءُ الْقَرَاحُ.

৩. অর্থাৎ, অতঃপর মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাড়ি খিতমী (তথা পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার উদ্ভিদ) দ্বারা ধুয়ে দিবে। কেননা এটা পরিচ্ছন্নতা আনায়নে বেশি কার্যকর। যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে সাবান বা ঐ ধরনের কোন কিছু দ্বারা ধুয়ে দিবে। তা-ও না পাওয়া গেলে শুধু পানিই যথেষ্ট। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/৩০১)

৪. মাথা এবং দাড়ি ধোয়ার পর মৃত ব্যক্তিকে বাম দিকে কাত করে শোয়াবে যেন ধোয়ার কাজটি ডান দিক থেকে শুরু করা যায়। ডান পা ধোয়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে বাম কাতে শোয়াতে হবে। এ বিষয়ে আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন,

وَيُضْجَعُ عَلَى يَسَارِهِ لِيُبْدَأَ بِيَمِينِهِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ.

৫. অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশে কাত করে শোয়াবে যেন গোসলের সূচনাটা ডান দিক দিয়ে হয়। অতঃপর এমনভাবে ধৌত করবে যেন পানি গোসলের খাট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৬)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৬. মৃত ব্যক্তিকে বাম দিকে কাত করে ডান পাশ তিনবার ধৌত করবে। প্রয়োজনে আরো বেশি বারও ধুয়া যাবে; তবে বেজোড় সংখ্যায় ধুয়ে ফেলা উত্তম। (শামী: ২/১৯৭) এ বিষয়ে হযরত উম্মে আতিয়া থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . (رواه البخارى فى بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ)

৭. অর্থাৎ, তোমরা বরইর পাতা মিশ্রিত গরম পানি দ্বারা তিনবার, পাঁচবার বা তার চেয়েও বেশিবার ধৌত করবে। (বোখারী: হাদীস নং ১১৮১)

৮. তিনবার ধুয়ে ফেলার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে যে, প্রথমবার বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি ঢেলে সাবান মেখে ডলে পরিষ্কার করবে। দ্বিতীয়বার বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি দ্বারা ময়লা এবং শাবানের ফেনা ধুয়ে ফেলবে। শরীরে যে সকল স্থানে সাধারণত ময়লা জমে থাকে যেমন বোগল, গলা, নখ ইত্যাদি সেগুলো বিশেষভাবে পরিষ্কার করবে। তবে হাত-পায়ের প্রত্যেকটি নখ পরিষ্কার করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন খেলাল ব্যবহারের কোন ভিত্তি শরীআতে নেই। অতঃপর তৃতীয়বার কর্পুর মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। এ বিষয়ে হযরত উম্মে আতিয়া থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ. (رواه ابو داود فى بَابِ كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ)

৯. অর্থাৎ, প্রথম দুবার বরইর পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা এবং তৃতীয়বার কর্পুর মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুতে হবে। (আবূ দাউদ: ৩১৩৩) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

১০. তারপর মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পাশও ঐ নিয়মে ধোয়াবে ডান পাশ যেভাবে ধুয়েছে। (শামী: ২/১৯৭)

www.maktabatulabrar.com

১১. অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে নিজের শরীরের সাথে হেলান দিয়ে বসাবে এবং পেটের উপর হালকাভাবে চাপ দিবে। পেট থেকে কিছু বের হলে তা ধুয়ে ফেলবে। আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

ثُمَّ يُقْعِدُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِهِ أَوْ يَدِهِ فَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَفِيقًا، حَتَّى إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ عِنْدَ الْمَخْرَجِ يَسِيلُ مِنْهُ.

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে নিজের সিনা বা হাতের সাথে হেলান দিয়ে বসাবে এবং পেটের উপর হালকাভাবে (চাপ রেখে) মুসা দিবে যেন মলদ্বারে কিছু থাকলে তা প্রবাহিত হয়ে যায়। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০১)

১২. তারপর মৃত ব্যক্তির মাথার দিকটা একটু উঁচু করে কোলের উপর নিয়ে পেটে হালকা চাপ দিবে। কোন নাপাক বের হলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

فَإِنْ سَالَ مِنْهُ شَيْءٌ يَمْسَحُهُ كَيْ لَا يَتَلَوَّثَ الْكَفَنُ، وَيَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ تَطْهِيرًا لَهُ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ سِوَى الْمَسْحِ وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ وَلَا الْوُضُوءَ.

অর্থাৎ পেট থেকে যদি কিছু বের হয় তাহলে তা মুসে ফেলবে যেন কাফন ময়লাযুক্ত না হয়। প্রকাশ্য নাপাক থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নাপাকির স্থানও ধুয়ে ফেলবে। এ ছাড়া অন্য কিছু করবে না; অযু-গোসলেরও পুনরাবৃত্তি করবে না। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/৩০১)

১৩. অতঃপর একটি শুকনো পবিত্র কাপড় দিয়ে মৃত ব্যক্তির শরীর মুছে ফেলবে। এ বিষয়ে আল্লামা বূরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন, ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل أكفانه অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির শরীর একটি কাপড় দ্বারা মুছে ফেলবে যেন কাফন ভিজে না যায়।

১৪. মৃত ব্যক্তির শরীর মুছা শেষে আতর মাখানো কাফনের মধ্যে মরদেহ রাখবে। অতঃপর মাথা ও দাড়িতে খোশবূ এবং সিজদার সময় জমিনে স্পর্শ করে এমন অঙ্গসমূহে কর্পুর লাগিয়ে দিবে। এ বিষয়ে আল্লামা বূরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل أكفانه ويجعله أي الميت في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مسجده لأن التطيب سنة والمساجد أولى بزيادة الكرامة.

অর্থাৎ মৃত শরীর কাপড় দ্বারা মুছে ফেলবে যেন কাফন ভিজে না যায়। তারপর মৃত ব্যক্তিকে তার কাফনের মধ্যে রাখবে। অতঃপর মাথা ও দাড়িতে খোশবূ এবং সিজদার অঙ্গসমূহে তথা সিজদার সময় জমিনে স্পর্শ করে এমন অঙ্গসমূহে কর্পুর লাগিয়ে দিবে। যেহেতু খোশবূ ব্যবহার ছুন্নাত আর সিজদার অঙ্গসমূহ সম্মান পাওয়ার বেশি দাবী রাখে। (হিদায়াহ, অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির গোসল)

১৫. কর্পুর ও খুশবূ লাগানোর পর নাক-কান এবং মুখের থেকে রক্ত, পানি বা অন্য কিছু বের হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এ সকল ছিদ্রে তুলা ব্যবহার করবে। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

إِنْ خُشِيَ خُرُوجَ شَيْءٍ يُلَوِّثُ الْأَكْفَانَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي أَنْفِهِ وَفَمِهِ... وَإِنْ لَمْ يُخْشَ جَازَ التَّرْكُ.

অর্থাৎ কাফনের কাপড়ে মেখে যাওয়ার মত কোন কিছু শরীর থেকে বেরহওয়ার আশঙ্কা থাকলে নাক ও মুখে (কাপড় বা তুলা জাতীয়) কিছু এটে দেয়াতে দোষ নেই। তিনি আরো বলেন যে, কোন কিছু বের হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে তুলা ব্যবহার না করাও জায়েয আছে। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/৩০৮)

গোসলের সময় কোন দোষ-ক্রটি নজরে পড়লে প্রকাশ না করা

মৃত ব্যক্তির সতর ব্যতীত অবশিষ্ট শরীর যেহেতু গোসলদাতার সামনে অনাবৃত থাকে তাই মৃত ব্যক্তির শরীরের সৌন্দর্য এবং দোষ-ক্রটি অনেক ক্ষেত্রেই গোসলদাতার নজরে আসে। সুতরাং গোসলদাতাকে আমানতদার হতে হবে যেন কোন দোষ-ক্রটির কথা মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাকে অপমান-অপদস্ত না করে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

www.maktabatulabrar.com

وَيَنْبَغِي لِلْغَاسِلِ وَلِمَنْ حَضَرَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ الْمَيِّتُ سَتْرَهُ أَنْ يَسْتُرَهُ وَلَا يُحَدِّثَ بِهِ لِأَنَّهُ غِيبَةٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ عَيْبًا حَادِثًا بِالْمَوْتِ كَسَوَادِ وَجْهٍ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِبِدْعَةٍ فَلَا بَأْسَ بِذِكْرِهِ تَحْذِيرًا مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنْ رَأَى مِنْ أَمَارَاتِ الْخَيْرِ كَوَضَاءَةِ الْوَجْهِ وَالتَّبَسُّمِ وَنَحْوِهِ اُسْتُحِبَّ إِظْهَارُهُ لِكَثْرَةِ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَالْحَثِّ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ الْحَسَنِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ.

অর্থাৎ গোসলের সময় কোন দোষের বিষয় নজরে পড়লে তা গোপন করবে। অবশ্য লোকটি বিদআতী হলে মানুষকে তার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার দোষ-ক্রটি প্রকাশ করাতে বাধা নেই। আর যদি গোসলের সময় ভালো কোন নিদর্শন দেখা যায় তাহলে তা প্রকাশ করা মুস্তাহাব যাতে মানুষ তার প্রতি সদয় হয়ে তার জন্য দুআ করে এবং তার ন্যায় আমল করতে আগ্রহী হয়। (শামী: ২/২০২)

গোসল ফরজ হয়েছে এমন কেউ মৃত ব্যক্তিকে গোসল না দেয়া

হায়েজ-নিফাসওয়ালী মহিলা এবং গোসল ফরয হয়েছে এমন নারী-পুরুষ মৃত ব্যক্তিকে গোসল না দেয়া উত্তম। এ বিষয়ে আল্লামা আবূ বকর আল-হাদ্দাদ রহ. বলেন,

وَيُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ غُسْلُ الْمَوْتَى فَإِنْ فَعَلُوا أَجْزَأَهُمْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ أَوْلَى مِنْهُمْ.

অর্থাৎ হায়েজ-নিফাসওয়ালী মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তি (গোসল ফরয হয়েছে এমন নারী-পুরুষ)-এর পক্ষে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া মাকরূহ। এসত্ত্বেও যদি তারা গোসল দেয় তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ায় উক্ত গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/১০৪)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه ابو داود فى بَابِ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় সে যেন গোসল করে। আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে বহন করে সে যেন অযু করে। (আবূ দাউদ: ৩১৪৭ ও তিরমিযী: ৯৯৩) এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে, يُنْدَبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব। (শামী: ২/২০২)

নারী-পুরুষ এবং বাচ্চাদের গোসল কারা দিবে?

মৃত ব্যক্তি নারী বা পুরুষ হলে তাকে কারা গোসল করাবে এ বিষয়ে আল্লামা আবূ বকর আল-হাদ্দাদ রহ. বলেন,

يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَلَا يُغَسِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صَغِيرًا لَا يُشْتَهَى جَازَ أَنْ يُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ وَكَذَا إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى جَازَ لِلرِّجَالِ غُسْلُهَا

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি প্রাপ্তবয়স্কা নারী হয় অথবা অপ্রাপ্তবয়স্কা হলেও এত বড় হয় যে, পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহলে তাকে নারীরাই গোসল করাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হয় অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও এতটা বড় হয় যে, নারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহলে তাকে পুরুষরাই গোসল করাবে। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/১০৪)

তবে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। ইমাম মালেক রহ. হাসান সনদে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ.

অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক রা.-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস রা. তাঁর স্বামী হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক রা.কে গোসল

দিয়েছিলেন। (মুয়াত্তা মালেক: ১/২৮৩) জামেউল উসূলের তাহকীকে ৫৩৮০ নম্বর হাদীসের আলোচনায় শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ে আল্লামা আবূ বকর আল-হাদ্দাদ রহ. বলেন,

وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُغَسِّلَ زَوْجَهَا إِذَا لَمْ يَحْدُثْ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ مِنْ تَقْبِيلِ ابْنِ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهِ فَإِنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهَا غُسْلُهُ.

অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর যদি তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের নতুন কোন কারণ না ঘটে যেমন স্বামীর ছেলে বা পিতাকে চুমু দেয়া ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর জন্য বৈধ আছে তার মৃত স্বামীকে গোসল দেয়া। আর যদি এমন কোন কারণ ঘটে যায় তাহলে ঐ স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে না। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/১০৪)

আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবে না। এ বিষয়ে আল্লামা আবূ বকর আল-হাদ্দাদ রহ. বলেন, وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّ عُلْقَةَ النِّكَاحِ انْقَطَعَتْ কোন পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে সে তাকে গোসল দিবে না। কেননা মৃত্যুর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/১০৪)

কোন মহিলা যদি এমন স্থানে মারা যায় যেখানে তাকে গোসল দেয়ার মত কোন মহিলা নেই তাহলে কোন পুরুষ হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে ঐ মহিলাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী বলেন, لَوْ مَاتَتْ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ يَمَّمَهَا رَجُلٌ بِخِرْقَةٍ وَلَا يَمَسُّهَا অর্থাৎ কোন মহিলা যদি বেগানা পুরুষদের মাঝে মারা যায় তাহলে কোন পুরুষ হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে তাকে তায়াম্মুম করাবে, কিন্তু তার শরীর স্পর্শ করবে না। (শামী: ২/১৯৫)

মৃত মহিলাকে গোসল দেয়ার মত মহিলা না পাওয়ার কারণে কোন বেগানা পুরুষ দ্বারা তায়াম্মুম করানোর ক্ষেত্রে এবং মৃত পুরুষকে গোসল দেয়ার মত পুরুষ না পাওয়ার কারণে বেগানা মহিলা দ্বারা তায়াম্মুম করানোর ক্ষেত্রে হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে নিবে। অবশ্য তায়াম্মুম

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করানেওয়ালা যদি মৃত ব্যক্তির মাহরাম হয় তাহলে নেকড়া পেঁচানোর প্রয়োজন নেই। (মারাকিল ফালাহ, অধ্যায়: আহকামুল জানায়েয)

ছোট বাচ্চাদের গোসলের পদ্ধতি

কোন বাচ্চা জীবিত জন্ম গ্রহণ করার পরে মৃত্যুবরণ করলে তার গোসল ও কাফন-দাফনের বিধান কী হবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শামী রহ. বলেন,

وَإِذَا خَرَجَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا خِلَافَ فِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَتِهِ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ الْحَيِّ الْكَامِلِ. (رد المحتار: ١٣٠٣)

অর্থাৎ আর যদি কোন শিশুর পূর্ণ শরীর বা শরীরের অধিকাংশ জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার গোসল দেয়া, জানাযার নামায পড়া এবং নাম রাখার আবশ্যকতার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। সে ওয়ারিসও হবে, অন্যরাও তার ওয়ারিস হবে এবং জীবিত পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিধানই এখানে কার্যকর হবে। (শামী: ১/৩০৩)

অবশ্য নামায বোঝার পূর্বে কোন শিশু বা বালক-বালিকা মারা গেলে তাদের গোসলের নিয়ম-কানুনের বিষয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তাদের গোসলের সময় অযু করানোর প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

وَكَذَا الصَّبِيُّ فِي الْغُسْلِ كَالْبَالِغِ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ لَا يُوَضَّأُ عِنْدَ غُسْلِهِ .

অর্থাৎ গোসলের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বিধান প্রাপ্তবয়স্কদের মত। যেহেতু মৃত ব্যক্তির গোসল হলো জানাযার নামাযের জন্য, আর নারী ও শিশু উভয়েরই জানাযার নামায পড়া হয়। অবশ্য যে সকল শিশু নামায পড়া বোঝে না তাদের গোসলের সময় অযু করানো লাগবে না। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০২)

মৃত জন্ম নেয়া বাচ্চার গোসলের বিধান

মৃত-জন্ম-নেয়া বাচ্চার গোসলের বিষয়ে আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. প্রথমে জীবিত-জন্ম-নেয়া বাচ্চার গোসলের বিধান বর্ণনা করেন অতঃপর বলেন,

(وَإِلَّا) يَسْتَهِلُّ (غُسِّلَ وَسُمِّيَ) عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ فَيُفْتَى بِهِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِكْرَامًا لِبَنِي آدَمَ كَمَا فِي مُلْتَقَى الْبِحَارِ. وَفِي النَّهْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: وَإِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ غُسِّلَ وَحُشِرَ هُوَ الْمُخْتَارُ (وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ আর যদি বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর চিৎকার না দেয় (অর্থাৎ জীবিত জন্ম নেয়ার কোন আলামত পাওয়া না যায়) তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতানুসারে তাকে গোসল দেয়া হবে এবং তার নাম রাখা হবে; আর এ মতই বিশুদ্ধ। আদম সন্তানের প্রতি মর্যাদা প্রকাশের জন্য জাহেরী বর্ণনার বিপরীতে এ মতের পক্ষেই ফতওয়া প্রদান করা হবে; যেমনটি বর্ণিত হয়েছে 'মুলতাকাল বিহার' কিতাবে। 'আন-নাহরুল ফায়েক' কিতাবে জহীরিয়ার বরাতে বর্ণিত আছে যে, যদি বাচ্চার কিছু আকৃতি স্পষ্ট হয় তাহলে তাকে গোসল করানো হবে এবং একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করা হবে তবে জানাযার নামায পড়া হবে না। (আল-বাহরুর রায়েক: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৮) মোটকথা হলো মৃত-জন্ম-নেয়া বাচ্চার শারীরিক আকৃতি পূর্ণ বা আংশিক গঠন হয়ে থাকলে তাকে গোসল দেয়া হবে। তবে উক্ত গোসলে অযু-ইস্তিঞ্জাসহ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে না। বরং পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর একটি পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটির নিচে গেড়ে দিবে। কাফন-দাফনের ক্ষেত্রেও জীবিত-জন্ম-নেয়া বাচ্চার মত সব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা লাগবে না।

হিজড়াদের গোসলের বিধান

হিজড়া মারা গেলে নারী বা পুরুষ কেউ তাকে গোসল দিবে না; বরং তাকে তায়াম্মুম করিয়ে কাফন পরাবে। এ বিষয়ে আল্লামা হাসকাফী

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রহ. বলেন, وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَيُيَمِّمُ بِالصَّعِيدِ لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ হিজড়া ব্যক্তি মূলতঃ নারী না পুরুষ তা স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া হবে না। বরং (নারী বা পুরুষ কার দায়িত্বে গোসল দেয়া হবে তা স্থির করা) অসম্ভব হওয়ার কারণে তাকে তায়াম্মুম করাবে হবে। (আদ্দুররুল মুখতার, অধ্যায়: খুনসা) আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,(قَوْلُهُ وَيُيَمِّمُ) أَيْ بِخِرْقَةٍ إِنْ يَمَّمَهُ أَجْنَبِيٌّ وَبِغَيْرِهَا إِنْ يَمَّمَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَيَعْرِضُ الْأَجْنَبِيُّ وَجْهَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ امْرَأَةً অর্থাৎ হিজড়াকে যদি গায়র মাহরাম কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করায় তাহলে হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে তায়াম্মুম করাবে এবং হিজড়া যেহেতু নারীও হতে পারে তাই তার হাতের দিকে দৃষ্টি দেয়া থেকেও বেঁচে থাকবে। আর যদি তার মাহরাম কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করায় তাহলে নেকড়া পেঁচানো ব্যতীত সরাসরি হাতের দ্বারা তায়াম্মুম করাবে। (শামী: ৬/৭২৯)

কাফনের বিধান

কাফনের জন্য সাদা ও সুন্দর কাপড় গ্রহণ করা

জীবিত মানুষ যেভাবে নিজের জন্য সুন্দর পোষাক পছন্দ করে কোন মুসলমান ভাই মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যও ভালো পোষাক পছন্দ করা উচিত। আর এটা ঈমানের পূর্ণতার নিদর্শন। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخارى فى بَابِ مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার ভাইয়ের জন্য ওটাই পছন্দ না করে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। (বোখারী: হাদীস নং ১২) আর কাফন হলো মৃত ব্যক্তির পোষাক তাই মৃত ব্যক্তির জন্য সুন্দর কাফন ব্যবহারের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই উৎসাহ দান করেছেন। হযরত আবূ কতাদা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَكْفَانِ ورواه ابن ماجة)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন যেন সে তার কাফন সুন্দর করে। (তিরমিযী : ৯৯৫ ও ইবনে মাযা : ১৪৭৪) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মনে রাখা দরকার যে, কাফন সুন্দর হওয়া বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দামী কাপড় বোঝাতে চাননি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রং সাদা হওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া যা দেখতে সুন্দর দেখায়। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ)

অর্থাৎ তোমাদের কাপড়সমূহের মধ্যে উত্তম কাপড় হলো সাদা কাপড়। সুতরাং তোমরা তা পরিধান করো এবং তা দ্বারা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও। (ইবনে মাযা: ১৪৭২ ও ৩৫৬৬) ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। কাফন বেশি দামী কাপড়ের না হওয়ার বিষয়ে অন্য হাদীসে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হযরত আলী রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا» (رواه ابو داود فى بَابِ كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ)

অর্থাৎ তোমরা বেশি দামী কাফন ব্যবহার করো না। কেননা তা অতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ: ৩১৪০) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান লিগাইরিহী। উপরিউক্ত হাদীসসমূহের আলোকে কাফনের কাপড় সুন্দর হওয়া তবে বেশি দামী না হওয়ার আমল হানাফী মাযহাবেও গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, أَنَّ الْمُرَادَ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

بِتَحْسِينِهِ بَيَاضُهُ وَنَظَافَتُهُ لَا كَوْنُهُ ثَمِينًا কাফন সুন্দর করা দ্বারা উদ্দেশ্য সাদা এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া; দামী হওয়া নয়। (শামী: ২/২০২)

ধোঁয়া দিয়ে কাফনের কাপড় সুঘ্রাণযুক্ত করা

জীবিত মানুষ যেভাবে নিজের পোষাক ও শরীরে আতর, ধোঁয়া এবং খুশবূ ব্যবহার পছন্দ করে কোন মুসলমান ভাই মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যও আতর, ধোঁয়া এবং খুশবূ ব্যবহার পছন্দ করা উচিত। জীবিত হোক আর মৃত হোক অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য নিজের পছন্দনীয় জিনিস নির্বাচন করা ঈমানের পূর্ণতার নিদর্শন। (বোখারী:হাদীস নং ১২) আর কাফন হলো মৃত ব্যক্তির পোষাক তাই মৃত ব্যক্তির কাফনে আতর এবং ধোঁয়া দেয়া ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত আমল। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট বেজোড় পছন্দনীয় হওয়ায় আতর বা ধোঁয়া দানের সংখ্যাটা বেজোড় হলে তা আল্লাহ তাআলার নিকট আরো বেশি পছন্দনীয় হবে। এ বিষয়ে হযরত জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا» " وَرُوِي «أَجْمِرُوا كَفَنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثًا ».

অর্থাৎ যখন মৃত ব্যক্তিকে ধুনি দিবে তখন বেজোড় সংখ্যায় ধুনি দাও। আরো বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির কাফন তিনবার ধুনি দাও। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৬৭০২) ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম, অধ্যায়: মৃত্যু ব্যক্তির জন্য হানুত খুশবূ ব্যবহার মুস্তাহাব) উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে কাফনের কাপড়ে বেজোড় সংখ্যায় ধোঁয়া দেয়ার আমল হানাফী মাযহাবেও গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লামা মারগিনানী রহ. বলেন, تجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানোর পূর্বে কাফনের কাপড় বেজোড় সংখ্যায় ধুনি দিতে হবে। (আল-হিদায়াহ, অধ্যায়: জানাযা) ধোঁয়া দেয়ার সুব্যবস্থা না থাকলে বিকল্প হিসেবে আতর ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু ধোঁয়া দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো কাফনের কাপড়ে সুঘ্রাণ আনয়ন করা। আর এটা আতর দ্বারাও হাসিল হয়ে যায়।

পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যা

জীবিত পুরুষ মানুষের জন্য যেমন ফরয পোষাক এবং ছুন্নাত পোষাক আছে অনুরূপভাবে মৃত পুরুষের জন্যও ফরয আর ছুন্নাত কাফন আছে। একটি কাপড় দ্বারা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিলে যেমনিভাবে জীবিত পুরুষের ফরয পেষাক আদায় হয়ে যায়, অনুরূপভাবে একটি কাপড় দ্বারা মৃত পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিলেও ফরয কাফন আদায় হয়ে যায়। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/১০৫) তবে জীবিত বা মৃত পুরুষের পোষাকের ছুন্নাত আদায় করতে হলে কমপক্ষে এমন দুটি কাপড় জরুরী যা দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত হয়। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا: اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا قَالَ: لَا إِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক রা. অসুস্থতার সময় যে কাপড় দুটি পরিহিত ছিলেন সে দুটির ব্যাপারে বললেন যে, তোমরা এ দুটি ধুবে এবং এতে আমাকে কাফন দিবে। হযরত আয়েশা রা. বললেন যে, আপনার জন্য কি নতুন কাপড় ক্রয় করবো না? তিনি বললেন, না। জীবিতরাই মৃতদের তুলনায় নতুন কাপড়ের বেশি মুখাপেক্ষী। (আব্দুর রায্যাক : ৬১৭৮) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আদ্ দিরায়াহ, হাদীস নং ৩০০ এর আলোচনায়) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুটি কাপড়েও পুরুষদের কাফনের ছুন্নাত আদায় হয়। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাবূল আছারের ২২৮ নম্বর হাদীসে কাফনের বিষয়ে এ মত প্রকাশ করেন যে, نَرَى كَفَنَ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ অর্থাৎ, আমরা মনে করি পুরুষের কাফন তিনটি কাপড় দ্বারা হবে। তবে দুটি কাপড় দিলেও যথেষ্ট। এটাই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মত। উক্ত কাপড় দুটি কি কি তার ব্যাখ্যায় হিদায়াহ কিতাবে বলা হয়েছে যে, " فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة "যদি দুটি কাপড়ের উপর ক্ষান্ত করে তাহলেও জায়েয আছে। আর কাপড় দুটি হলো- ইঝার এবং লিফাফাহ। (আল-হিদায়াহ, অধ্যায়: কাফন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দুটি কাপড় দ্বারা পুরুষের কাফনের ছুন্নাত আদায় হলেও তিনটি কাপড় ব্যবহার করা উত্তম। আর রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফন দেয়া হয়েছিলো তিনটি কাপড় দ্বারা। এ বিষয়ে হযরত আবূ সালামা রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়টি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে? জবাবে হযরত আয়েশা রা. বলেন, فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ সাদা রঙের তিনটি সুতি কাপড়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফন দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ : ২৪৬২৫) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَحَدُهَا قَمِيصٌ» অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে যার একটি ছিলো জামা। (আল-মু'জামুল আওসাত লিত্‌তবারানী : ২১১৮) আল্লামা হাইছামী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ : ৪০৮৮) উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষদেরকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া ছুন্নাত। আর কাপড় তিনটি হলো- ইঝার, লিফাফা ও কমীস। (আল-বাহরুর রায়েক: ২/১৮৯)

পুরুষের কাফন পরানোর পদ্ধতি

পুরুষের কাফনের কাপড়ের মাপ এবং ব্যবহার পদ্ধতি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ ইমামগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

إِزَارٌ هُوَ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ بِلَا دِخْرِيصٍ وَكُمَّيْنِ، وَاللِّفَافَةُ تَزِيدُ عَلَى مَا فَوْقَ الْقَرْنِ وَالْقَدَمِ لِيُلَفَّ فِيهَا الْمَيِّتُ .

অর্থাৎ, ইঝার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আর জামা ঘাড়ের নিচ থেকে পা পর্যন্ত কল্লি এবং হাতা ব্যতীত। আর লিফাফা মাথার উপর থেকে পায়ের

নিচ পর্যন্ত যেন মৃত ব্যক্তিকে তার মধ্যে আবৃত করা যায়। (শামী: ২/২০২) আল্লামা ফখরুদ্দীন ঝাইলাঈ রহ. জামার ধরন এভাবে বর্ণনা করেন যে,

فَالْقَمِيصُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ، وَهُوَ بِلَا دَخَارِيصَ؛ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي قَمِيصِ الْحَيِّ لِيَتَّسِعَ أَسْفَلُهُ لِلْمَشْيِ وَلَا جَيْبٍ، وَلَا كُمَّيْنِ، وَلَا تُكَفُّ أَطْرَافُهُ .

অর্থাৎ, জামা হবে ঘাড় থেকে কদম পর্যন্ত যাতে কল্লি থাকবে না। যেহেতু জীবিত মানুষের জামায় কল্লি দেয়া হয় হাঁটার সুবিদার্থে জামার নিম্নাংশ প্রশস্ত করার জন্য। উক্ত জামায় পকেট থাকবে না, হাতা থাকবে না এবং জামার সাইড সেলাই দিয়ে বন্ধও করা হবে না। (তাবঈনুল হাকায়েক, অধ্যায়: জানাযা)

কাফন বিছানো এবং গোটনোর ক্ষেত্রে এ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে,

وبسطه أن تبسط اللفافة أولا ثم يبسط عليها الإزار ثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم اللفافة كذلك وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة.

অর্থাৎ, আর তা বিছানোর পদ্ধতি এই যে, প্রথমে লিফাফ বিছাবে, তার উপরে ইঝার বিছাবে। তারপর মৃত ব্যক্তিকে জামা পরিয়ে ইঝারের উপর রাখবে। অতঃপর প্রথমে ইঝারের বাম দিক থেকে গোটাবে তারপর ডান দিক থেকে গোটাবে। অনুরূপ পদ্ধতিতে লিফাফাও গোটাবে। শরীর থেকে কাফন খুলে পড়ার আশঙ্কা থাকলে নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিবে। (আল-হিদায়াহ, অধ্যায়: কাফন)

নারীদের কাফনের কাপড়ের সংখ্যা

নারীদের পূর্ণ শরীরই সতর। আর তার পূর্ণ শরীর সুন্দরভাবে আবৃত করতে তিনটি কাপড়ের কম হয় না। এ কারণে ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন যে, মহিলাদের কাফনের কাপড় কমপক্ষে তিনটি হতে হবে। এ বিষয়ে আল্লামা সারাখসী রহ. বলেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَإِنْ كُفِّنَتْ الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبَيْنِ وَخِمَارٍ وَلَمْ تُكَفَّنْ فِي دِرْعٍ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى السِّتْرِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ يَحْصُلُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ حَتَّى يَجُوزَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا وَتَخْرُجَ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থাৎ, মহিলাকে যদি দুটি কাপড় এবং একটি উড়না দ্বারা কাফন দেয়া হয়, জামা দেয়া না হয়, তাহলেও জায়েয হবে। যেহেতু আবরণের কাজ জীবিত থাকতেও তিনটি কাপড়ে হয়ে যেত এবং তিনটি কাপড় পরে নামায পড়া ও বাইরে যাওয়া হয়ে যেত। সুতরাং মৃত্যুর পরে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (আল-মাবসূত লিস্সারাখসী, অধ্যায়: মহিলাদের কাফন)

অবশ্য মহিলাদের কাফনের ছুন্নাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হওয়ার জন্য পাঁচটি কাপড় ব্যবহার করা দরকার। এ বিষয়ে হযরত লায়লা বিনতে ক্বানিফ রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ»، قَالَتْ: «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. (رواه ابو داود فى بَابٍ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা উম্মে কুলসুম রা.কে মৃত্যুর পর যারা গোসল দিয়েছিলেন আমি ছিলাম তাঁদের একজন। কাফনের কাপড় হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রথমে ইঝার (নিম্নাংশের পোষাক বা লুঙ্গি), তারপর জামা, এরপর উড়না, অতঃপর চাদর এবং শেষে আরেকটি কাপড় (সিনাবন্দে) দিয়ে তাকে জড়িয়ে দেয়া হয়। গোসলদাতা হযরত উম্মে আতিয়্যাহ রা. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজায় বসা ছিলেন, তাঁর হাতে কাফন ছিলো, তিনি একটি করে আমাদেরকে দিচ্ছিলেন। (আবূ দাউদ: ৩১৪৩) ইমাম নববী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম, অধ্যায়: কাফন)

www.maktabatulabrar.com

মহিলাদের কাফনে পাঁচটি কাপড় ব্যবহার করার বিষয়টি বিভিন্ন সহীহ হাদীস এবং সাহাবা, তাবিঈ ও উম্মতের ধারাবাহিক আমল দ্বারাও প্রমাণিত। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, فَكَفَّنَّاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الْحَيُّ অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক মেয়ে মৃত্যুবরণ করলে আমরা তাকে পাঁচটি কাপড় দ্বারা কাফন দিয়েছি এবং তাকে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছি যেভাবে জীবিত নারীকে ঢাকা হয়। (ফাতহুল বারী: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৩) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী, অধ্যায়: ইশআর কীভাবে করবে)

ফায়দা : উপরিউক্ত সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, মহিলাদের কাফনে পাঁচটি কাপড় ব্যবহার করতে হয়। এ বিষয়টি মুজতাহিদ ইমামগণের গবেষণা থেকেও প্রমাণিত। হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ মহিলাকে কাফন দেয়া হবে পাঁচটি কাপড়ে। (ইবনে আবী শাইবা: ১১২০০) সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণনা ইমাম শা'বী, ইবনে সীরীন, হাসান বসরী এবং সুআইদ ইবনে গাফালা রহ. থেকেও বর্ণিত আছে।

মহিলাদের কাফনে ব্যবহারের কাপড় পাঁচটি কি কি তার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَكْثَرُ مَا تُكَفَّنُ فِيهِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ، وَخِرْقَةٌ هُوَ السُّنَّةُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ.»

অর্থাৎ, মহিলাদেরকে সর্বোচ্চ পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে। জামা, উড়না, ইঝার, চাদর এবং ভিন্ন একটি কাপড় অর্থাৎ সিনাবন্দ। এটাই মহিলাদের ক্ষেত্রে ছুন্নাত। যেহেতু হযরত উম্মে আতিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের গোসলদাতাদের নিকট এক একটি করে পাঁচটি কাফনের কাপড় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/৩০৭)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নারীদের কাফন পরানোর পদ্ধতি

নারীদের কাফনের কাপড়ের মাপ এবং ব্যবহার পদ্ধতি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ ইমামগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কাফন পরানোর সময় প্রথমে খাটের উপর লিফাফা বিছাবে। এর উপর সিনা থেকে রান পর্যন্ত (সিনাবন্দ নামে) একটি কাপড় আড়াআড়িভাবে রাখবে। এর উপর লম্বা করে ইঝার রাখবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে জামা পরিয়ে ঐ কাপড়ত্রয়ের উপর রাখবে। এরপর মাথার চুল দুটি গুচ্ছ করে দুদিক থেকে সিনার উপর রাখবে এবং জীবিত মানুষের উড়না পরার মত মাথা ঢেকে উড়নার উভয় পাশ দুদিক দিয়ে এনে জামার উপর দিয়ে সিনার উপর রাখবে যেন চুলগুচ্ছ ঢেকে যায়। (তুহফাতুল ফুকাহা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৩) এ বিষয়ে আল্লামা ফখরুদ্দীন ঝাইলাঈ রহ. বলেন,

تُلْبَسُ الدِّرْعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّرْعِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ ثُمَّ يُعْطَفُ الْإِزَارُ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ لِئَلَّا تَنْتَشِرَ، وَعَرْضُهَا مَا بَيْنَ الثَّدْيِ إِلَى السُّرَّةِ، وَقِيلَ مَا بَيْنَ الثَّدْيِ إِلَى الرُّكْبَةِ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ بِالْفَخِذَيْنِ وَقْتَ الْمَشْيِ.

অর্থাৎ, প্রথমে জামা পরানো হবে। অতঃপর চুলগুলো দুটি গুচ্ছ করে (দুদিক থেকে) জামার উপর দিয়ে সিনায় রাখবে। এরপর (মাথা ঢেকে) উড়নার উভয় পাশ সিনার চুলের উপর লিফাফার ভিতরে রাখবে। এরপর ইঝার অতঃপর লিফাফা গুটিয়ে নিবে যেভাবে পুরুষের কাফন গুটানো হয়। অর্থাৎ আগে বাম পাশ উঠাবে তারপর ডান পাশ উঠিয়ে তার উপরে রাখবে। এরপর কাফনের উপরে একটি কাপড়ের টুকরা (সিনাবন্দ) পেঁচিয়ে দিবে যেন কাফন সরে না যায়। এ কাপড় চওড়া হবে সিনা থেকে নাভি পর্যন্ত। আবার সিনা থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রশস্ত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে যাতে লাশ নিয়ে চলার সময় রান দোল খাওয়ার কারণে কাফন খুলে না যায়। (তাবঈনুল হাকায়েক: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৮, অধ্যায়: জানাযা) উল্লেখ্য, সিনাবন্দ কাফনের সব কাপড়ের উপরে থাকার যে বিধান এ কিতাবে বর্ণনা

করা হয়েছে এর পর্যালোচনা করে আন্-নাহরুল ফায়েক কিতাবের জানাযা অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, هو الصحيح فوق الأكفان أي: تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص। বিশুদ্ধ মত হলো কাফনের উপরে অর্থাৎ লিফাফার ভিতরে এবং ইঝার ও জামার উপরে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের কাফনের পরিমাণ ও পদ্ধতি

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কিরাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের কাফনের কাপড়ের পরিমাণ ও পদ্ধতির নির্ধারণ করেছেন। ফুকাহাদের সিদ্ধান্ত আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে,

الْمُكَفَّنُونَ اثْنَا عَشَرَ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَا، وَالثَّالِثُ الْمُرَاهِقُ الْمُشْتَهَى، وَهُوَ كَالْبَالِغِ وَالرَّابِعُ الْمُرَاهِقَةُ الَّتِي تُشْتَهَى، وَهِيَ كَالْمَرْأَةِ وَالْخَامِسُ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يُرَاهِقْ فَيُكَفَّنُ فِي خِرْقَتَيْنِ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ أَجْزَأَ وَالسَّادِسُ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُرَاهِقْ فَعَنْ مُحَمَّدٍ كَفَنُهَا ثَلَاثَةٌ وَهَذَا أَكْثَرُ وَالسَّابِعُ السِّقْطُ فَيُلَفُّ، وَلَا يُكَفَّنُ كَالْعُضْوِ مِنْ الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ, যাদের কাফন পরানো হবে তারা সংখ্যায় ১২ শ্রেণী। নারী-পুরুষের কাফনের নিয়ম পূর্বে চলে গেছে। তৃতীয় প্রকার হলো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কাছাকাছি বয়সের বালক যাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে; তাদের কাফন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মতো। চতুর্থ প্রকার হলো প্রপ্তবয়স্কা নারীদের কাছাকাছি বয়সের বালিকা যাদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে; তাদের কাফন প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের মতো। পঞ্চম প্রকার হলো কম বয়সের বালক তাদেরকে ইঝার এবং চাদর এ দুটি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে। তবে একটি কাপড়ে কাফন দিলেও যথেষ্ট হয়ে যাবে। ষষ্ঠ প্রকার হলো কম বয়সের বালিকা। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে তাদেরকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে; আর এটাই তার জন্য সর্বাধিক কাপড়। সপ্তম প্রকার হলো গর্ভপাত হওয়া বাচ্চা; তাকে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে দেয়া হবে যেভাবে মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ পাওয়া গেলে করা হয়

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

থাকে। তাদেরকে নিয়মিত কাফন পরানো হবে না। (আল বাহরুর রায়েক: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯১, অধ্যায়: কাফন) আল্লামা আলাউদ্দীন সামারকন্দী রহ. বলেন, فَأَما الَّذِي لم يراهق فيكفن فِي خرقتين إِزَار ورداء وَلَو كفن فِي إِزَار وَاحِد لَا يكره لِأَن بدنه لَيْسَ بِعَوْرَة وَلَيْسَ لَهُ حُرْمَة كَامِلَة অর্থাৎ, কম বয়সী বালক-বালিকাদেরকে দুটি কাপড়ে তথা ইঝার ও রিদা (চাদর) দ্বারা কাফন দেয়া হবে। এমনকি এক কাপড়ে কাফন দেয়া হলেও সেটা মাকরূহ হবে না। যেহেতু তার শরীর সতর নয় এবং তারা এখনও পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় উপনীত নয়। (তুহফাতুল ফুকাহা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪২ ও ২৪২)

মৃত জন্ম নেয়া বাচ্চার কাফনের পরিমাণ ও পদ্ধতি

ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মৃত-জন্ম-নেয়া বাচ্চাদের কাফনের কাপড়ের পরিমাণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। ফুকাহাদের সিদ্ধান্ত আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে, الْمُكَفَّنُونَ اثْنَا عَشَرَ: وَالسَّابِعُ السِّقْطُ فَيُلَفُّ، وَلَا يُكَفَّنُ كَالْعُضْوِ مِنْ الْمَيِّتِ অর্থাৎ, যাদের কাফন পরানো হবে তারা সংখ্যা ১২ শ্রেণী। তন্মধ্যে সপ্তম প্রকার হলো- গর্ভপাত হওয়া বাচ্চা; তাকে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে দেয়া হবে যেভাবে মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ পাওয়া গেলে করা হয়ে থাকে। তাদেরকে নিয়মিত কাফন পরানো হবে না। (আল বাহরুর রায়েক: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯১, অধ্যায়: কাফন) আল্লামা আলাউদ্দীন সামারকন্দী রহ.ও অনুরূপ মন্তব্য করেন যে, وَإِن كَانَ سقطا فَإِنَّهُ يُكفن فِي خرقَة وَكَذَلِكَ إِذا ولد مَيتا يلف فِي خرقَة أَيْضا لِأَن حرمته لم تكمل অর্থাৎ, আর গর্ভপাত হওয়া বাচ্চা এবং মৃত-জন্ম-নেয়া বাচ্চাকে একটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিবে। যেহেতু মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। (তুহফাতুল ফুকাহা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৩)

হিজড়াদের কাফনের পদ্ধতি

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কিরাম হিজড়াদের কাফনের কাপড়ের পরিমাণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। ফুকাহাদের সিদ্ধান্ত আল্লামা

www.maktabatulabrar.com

ইবনে নুজাইম রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে, الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَيُكَفَّنُ كَتَكْفِينِ الْجَارِيَةِ অর্থাৎ, যে হিজড়ারা পুরুষ বা নারী– কোন কিছু ঠিক করা যায় না তাদেরকে নারীদের মতো কাফন দেয়া হবে। এ বিষয়ে আল্লামা ফখরুদ্দীন ঝাইলাঈ রহ. বলেন,

وَيُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ كَمَا تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فَهُوَ أَحَبُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى، وَيَدْخُلُ قَبْرَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى.

অর্থাৎ, হিজড়াদেরকে পাঁচটি কাপড়ে নারীদের মতো কাফন পরানো উত্তম কেননা সে নারী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আর এ কারণেই তাকে দাফন করার সময় কবরে তার কোন মাহরাম ব্যক্তি নামবে। (তাবঈনুল হাকায়েক: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২১৬, অধ্যায়: হিজড়া মৃত্যুবরণ করা)

শহীদদের বিধান

মনে রাখা দরকার যে, শরীআতের পরিভাষায় শহীদদের কয়েক প্রকার রয়েছে।

১ম প্রকার-

ঐ প্রাপ্ত বয়স্ক ও বুদ্ধিমান এবং হায়েজ-নিফাস ও জানাবাতমুক্ত মুসলমান, যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোন গোষ্ঠি, ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহী, চোর বা ডাকাতের হাতে সুনিশ্চিতভাবে নিহত হয়েছে অথবা উপরোক্ত দলের বিরুদ্ধে সংগঠিত কোন যুদ্ধে তাঁকে এমন অবস্থায় নিহত পাওয়া গিয়েছে যে, তার শরীরে জখমের চিহ্ন রয়েছে। অথবা মুসলমানরা তাকে অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। (মারাকিল ফালাহ: পৃষ্ঠা ২৩০)

শহীদদের এ প্রকারের বিধান এই যে, তাদের কাফনের জন্য নতুনভাবে কোন কাপড় ব্যবহার করা হবে না। বরং তাদের গায়ে থাকা রক্তমাখা কাপড়ই তাদের কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শরীরে জড়িয়ে রাখা লৌহবর্ম এবং পশমের মোটা কাপড়, অস্ত্র বা এ জাতীয় কোন কিছু থাকলে তা খুলে রাখা হবে। তাদেরকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গোসলও দেয়া হবে না। বরং তাদেরকে রক্তমাখা শরীরেই দাফন করা হবে। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. (رواه البخارى فى بَابِ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহুদের শহীদদের দু' দু'জনকে এক এক কবরে দাফন করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে, এ দুজনের মধ্যে কে কুরআন বেশি জানে? কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হলে তাকে তিনি আগে কবরে রাখতেন এবং বলতেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদের পক্ষে সাক্ষী। অতঃপর তাদেরকে রক্তসহ দাফনের নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে গোসলও দিলেন না। (বোখারী: হাদীস নং ১২৭১) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, শহীদদের কাফনের জন্য তাদের পরিহিত কাপড় ব্যতীত নতুনভাবে কোন কাপড় ব্যবহার করা হবে না এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হবে না।

২য় প্রকার-

ঐ মুসলমান যে পাগল বা নাবালক অথবা হায়েজ-নিফাস কিংবা জুনুবী অবস্থায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের হাতে নিহত হয়েছে অথবা সে প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান এবং হায়েজ-নিফাস ও জানাবাত থেকে মুক্ত, কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের হাতে আহত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ বা পানাহার করেছে অথবা অসিয়াত বা প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা কিংবা দুনিয়াবী কোন উপকার গ্রহণ করেছে অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে।

শহীদদের এ প্রকারের বিধান এই যে, তাদের কাফনের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে নতুন কাপড় ব্যবহার করা হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে গোসলও দিতে হবে। অজ্ঞাত কারণে নিহত কোন মুসলমানের লাশ পাওয়া গেলেও তার ব্যাপারে এ বিধান কার্যকর করা হবে। (মারাকিল ফালাহ : পৃষ্ঠা ২৩১)

জানাযার নামায

জানাযার নামায আদায় করা ফরযে কিফায়াহ

প্রত্যেক মৃত্যু মুসলমানের জানাযার নামায আদায় করা জীবিত মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়াহ। এ বিষয়ে মুসলমানদের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে। দুটি হাদীস দ্বারাও এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে।

প্রথম হাদীস- হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». (رواه ابو داود فى بَابٌ فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ)

অর্থাৎ, সৎ ও অসৎ প্রত্যেক আমীরের অধীনে তোমাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব। সৎ ও অসৎ প্রত্যেক মুসলমানের পিছে তোমাদের উপর নামায ওয়াজিব যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। সৎ ও অসৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জানাযার নামায পড়া তোমাদের উপর ওয়াজিব যদিও সে মৃত ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে থাকে। (আবু দাউদ-২৫২৫) হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী রহ. মুরসাল বলেছেন। (আস-সুনানুল কুবরা-৬৮৩২)

দ্বিতীয় হাদীস- হযরত আলী রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالمَعْرُوفِ، يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ العَاطِسِ).

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, একজন মুসলমানের প্রতি অপর একজন মুসলমানের ছয়টি নেকির কাজ রয়েছে। সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, তাকে আহবান করলে সাড়া দিবে, সে হাঁচি দিলে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বললে) জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, অসুস্থ হলে দেখতে যাবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার পিছে চলবে এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে। (তিরমিযী: ২৭৩৬) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। নাওয়াদিরুল উসূল কিতাবে জানাযার অংশটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, وَيُصلي عَلَيْهِ إِذا مَاتَ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার নামায পড়বে। (নাওয়াদিরুল উসূল: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬০) হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা কাসানী রহ. এ বিষয়ে বলেন,

الدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا مَا رُوِيَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ» وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ حُقُوقٍ» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنَّهُ «يُصَلِّي عَلَى جَنَازَتِهِ» وَكَلِمَةُ عَلَى لِلْإِيجَابِ وَكَذَا مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَيْهَا، دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا أَيْضًا إِلَّا أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ.

অর্থাৎ, জানাযার নামায ফরয হওয়ার প্রমাণ নবী কাররীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন, সৎ ও অসৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জানাযার নামায পড়া। আরো বর্ণিত আছে যে, একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে; তন্মধ্যে এটাও আছে যে, «يُصَلِّي عَلَى جَنَازَتِهِ» তার জানাযা পড়বে। এখানে

«عَلَى» শব্দটি ওয়াজিব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম এবং মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক এ আমল করতে থাকাও ফরয হওয়ার প্রমাণ। উপরন্তু এ বিষয়ে ইজমা তথা উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অবশ্য এ ফরযটি ফরযে কিফায়াহ; কিছু মানুষ আদায় করলে অবশিষ্টদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১১)

জানাযার নামায আদায়ের ফযীলত

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জানাযার নামায ফরযে কিফায়াহ। আর ফরয হুকুম পালন করার ফযীলত অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ» (رواه مسلم فى بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কারো জানাযার নামায পড়লো তবে (দাফন পর্যন্ত) লাশের পিছে চললো না তার নেকী হবে এক কিরাত। আর যদি জানাযার পরে তার পিছে চলে তাহলে সে পাবে দুই কিরাত। জিজ্ঞেস করা হলো যে, কিরাত দুটি কি? তিনি বললেন, ছোট কিরাতটি অহুদ পাহাড়ের মত। (মুসলিম: ২০৬৩) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামায অনেক ফযীলতের ইবাদত। সুতরাং যথাসম্ভব জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করা দরকার।

জানাযার নামায মাসজিদে নয়; বরং ময়দানে পড়া

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায মসজিদে আদায় করার ফযীলত ও গুরুত্ব

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহের ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। এ দুটির বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে কোন মতভেদ না থাকলেও জানাযার নামায কোথায় আদায় করা হবে তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণের গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, জানাযার নামায মসজিদে নয়; বরং ময়দানে হওয়া উচিত। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ »

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মাসজিদে জানাযার নামায পড়লো তাতে তার কোন সওয়াব হলো না। (মুসনাদে আহমদ: ৯৭৩০ ও ইবনে মাযা: ১৫১৭) ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. (رواه البخارى في بَابِ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ-٢/١٠٩٠)

অর্থাৎ, ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একজন ব্যভিচারী পুরুষ ও একজন ব্যভিচারিণী নারীকে নিয়ে এলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন ফলে তাদেরকে মাসজিদের নিকটবর্তী যে স্থানে জানাযা রাখা হতো সেখানে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। (বোখারী: হাদীস নং ৬৮৩২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযা শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ১৮৫৩)

ফায়দা : এ হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে জানাযার নামায মাসজিদের বাইরে হতো এবং লাশ রাখার জন্যও মাসজিদের বাইরে নির্দিষ্ট একটি স্থান ছিলো। সুতরাং জানাযার নামায মাসজিদে না পড়ে ময়দানে পড়া উচিত এটাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছুন্নাত। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু

www.maktabatulabrar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদের ভেতরে জানাযা পড়েছেন মর্মেও সহীহ হাদীসের বিবরণ রয়েছে। উভয় হাদীসের সমন্বয় করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

وَأَنَّ سُنَّتَهُ وَهَدْيَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ، وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ. وَالله أَعْلَمُ.

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছুন্নাত হলো কোন ওযর না থাকলে জানাযার নামায মাসজিদের বাইরে পড়া। (ঝাদুল মাআদ, অধ্যায়: মৃত্যু ব্যক্তির দাফন-কাফন দ্রুত করা)

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি-বাদল বা এ জাতীয় কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মাসজিদে জানাযার নামায পড়া ঠিক হবে না। আর কোন সমস্যার কারণে মাসজিদে জানাযা পড়তে হলে লাশ বাইরে রেখে ইমাম ও মুক্তাদীগণ মাসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা করা দরকার যেন লাশের শরীর থেকে কোন নাপাকী বের হয়ে মাসজিদ নাপাক হতে না পারে। হানাফী মাযহাবের মতামত এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। (শামী: ২/২২৫)

জানাযার নামাযে অধিক মানুষের উপস্থিতি

মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করা মানুষটি কেমন ছিলো তার সাক্ষী তার সমাজের বেঁচে থাকা মানুষ। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ অর্থাৎ, তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষী। (বোখারী: হাদীস নং ১২৮৩) সুতরাং মৃত্যু ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর কারো জানাযায় মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি ও আন্তরিক সুপারিশ মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্য কার্যকর। এ কারণে উম্মতের মুক্তির জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযে মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে হযরত মালেক ইবনে হুবাইরা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كيفية الصَّلَاةِ عَلَى الميت وَالشَّفَاعَةِ لِه- ٢٠٠/١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির জানাযা তিন কাতার লোক আদায় করে তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। (তিরমিযী: ১০২৮) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (আবূ দাউদ : ৩১৫২)

ফায়দা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযায় মানুষের উপস্থিতি কম হলে মৃত ব্যক্তির ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় মুসল্লীদেরকে তিন কাতারে দাঁড় করানো উত্তম। এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী: ২/২১৪) এখানে উদ্দেশ্য কমপক্ষে তিন কাতার হওয়া। তার বেশি হলে বেজোড় হতে হবে তা বলা উদ্দেশ্য নয়।

জানাযা সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করা লোকটা কেমন ছিলেন?

পূর্বের হাদীস "তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষী"-এর ভিত্তিতে কোথাও কোথাও দেখা যায় জানাযার সময় মাইয়্যেত-এর ব্যাপারে উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় লোকটা কেমন ছিলেন? উপস্থিত লোকেরা বলে ভাল ছিলেন। মনে করা হয় এভাবে মাইয়্যেত ভাল ছিলেন বলে সাক্ষ্য নিতে পারলে আল্লাহ তাকে ভাল বলেই গণ্য করবেন। এটা ভুল ধারণা। এরূপ ক্ষেত্রে যে মানুষ বলে তিনি ভাল ছিলেন– এটা অন্তর থেকে সাক্ষ্য না-ও হতে পারে। অন্তর থেকে সাক্ষ্য না হলে সেটা হবে কৃত্রিম সাক্ষ্য। নিশ্চয় সেরূপ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আল্লাহ তাকে ভাল বলে ফয়সালা করবেন না। হাদীছে যে সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে স্বাভাবিক যে, সেটা সেই সাক্ষ্য যা মানুষ খাঁটি মনে সত্যিকার অর্থে দিয়ে থাকবে। সেরূপ সাক্ষ্যের নিশ্চয়ই মূল্য রয়েছে।

ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে

ইমাম সাহেব জানাযার নামায পড়ানোর সময় মৃত ব্যক্তির কোন্ বরাবর দাঁড়াবেন সে বিষয়ে হযরত সামুরা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

www.maktabatulabrar.com

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا. (رواه البخارى فى بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا- ١٧٧/١)

অর্থাৎ, নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীণী জনৈক মহিলার জানাযা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে পড়েছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়ালেন। (বোখারী: হাদীস নং ১২৫০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৪৩২৭)

ফায়দা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযা পড়ানোর সময় ইমাম মৃত ব্যক্তির মাঝামাঝি দাঁড়াবে। অবশ্য আরবীতে وَسْطَ শব্দটি দ্বারা হুবহু মধ্য স্থান হওয়া জরুরী নয়। বরং শরীরের মধ্যভাগ বরাবর হলেই এ ছুন্নাত আদায় হয়ে যায়। এ কারণে ইমাম আবূ হানিফা রহ. বলেছেন যে, ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (ত্বহাবী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৬, হাদীস নং ২৮১৭) অনুরূপ মন্তব্য হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدْرِ» অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ালে সে মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৬৭১) হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকেও সহীহ সনদে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়াবে সে মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৬৭২)

সারকথা: এ সকল হাদীস ও আছারের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (শামী: ২/২১৬)

জানাযার নামাযের পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলার নিকট আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো- নিয়ত ঠিক থাকা এবং আমলের তরীকা ছুন্নাতসম্মত হওয়া। কোন আমলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত তরীকা অনুসৃত না হলে তা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহ তাআলার দরবারে কবূল হওয়ার হক রাখে না। আমলের ছুন্নাত তরীকার বর্ণনা কখনো কখনো সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল বা বিবরণে পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা বিবরণ থেকেও পাওয়া যায়। জানাযা নামাযের ছুন্নাত তরীকার বিবরণ হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

اَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ الله وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. (رواه مالك فى باب مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ-٧٩)

অর্থাৎ, আমি মৃতের পরিবারের হয়ে জানাযার সাথে চলি। জানাযা রাখা হলে তাকবীর বলি। এরপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি (ছানা পড়ি) এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়ি। অতঃপর এই দুআ পড়ি: اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. (মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৯, অধ্যায়: জানাযার নামাযে মুসল্লী কী পড়বে)

জ্ঞাতব্য : এ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা রা. জানাযার নামাযের যে বিবরণ পেশ করলেন আমরা এ পদ্ধতিতেই জানাযার নামায আদায় করে থাকি। এটি মাউকূফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমলও মারফূ'র অনুরূপ। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

জানাযার নামায যেহেতু মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। তাই দুআ করার ছুন্নাত তরীকা থেকেও আমরা জানাযার পদ্ধতি পেতে পারি। এ বিষয়ে

হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করবে তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়বে। এরপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। (তিরমিযী: ৩৪৭৭) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। জানাযার নামাযের পূর্বোক্ত বিবরণ ইমাম শা'বী রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

فِي الأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ.

অর্থাৎ, প্রথম তাকবীরে (ছানা) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীরে নবীর প্রতি দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরে সালাম। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৪৯৬)

জ্ঞাতব্য : ইমাম শা'বী রহ. হযরত ওমর রা.-এর খিলাফাত কালে ১৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণকারী তাবিঈ। তিনি পাঁচ শতাধিক সাহাবীকে দেখেছিলেন। দীর্ঘ দিন তিনি কুফার কাযী ছিলেন। প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম থেকে তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন এবং তাঁদের যুগেই তিনি বড় ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতএব, জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁর এ ফতওয়ার মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের আমলেরই প্রতিফলন ঘটেছে। জানাযার নামাযের অনুরূপ পদ্ধতি অপর একজন বিখ্যাত তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, لا قراءة على الجنائز، ولا ركوع ولا سجود، ولكن يسلم عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من التكبير জানযার নামাযে কিরাত নেই, রুকু-সিজদাও নেই। তবে তাকবীর বলা শেষ হলে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ আছারটি বর্ণনান্তে মন্তব্য করেন যে, وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. আমরা এ মতকেই গ্রহণ করি; আর এটাই ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মত। (কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ: ২৩৬)

ফায়দা : উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নামাযে চারটি তাকবীর দিতে হবে। প্রথম তাকবীরের পরে ছানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দুরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পরে দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফিরাতে হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী: ২/৩১৩)

এ নিয়ম অনুযায়ী জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের কোন সুযোগ নেই। হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে এ কথাটি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না।

উল্লেখ্য, জানাযার নামাযে রুকু-সিজদা নেই বিধায় দুই লাইনের মাঝখানে সিজদা পরিমাণ জায়গা খালি রাখারও কোন প্রয়োজন নেই। যারা বলেন, এতটুকু জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে তাদের কথা ভিত্তিহীন।

জানাযার নামাযের দুআ

জানাযার নামায মূলত মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ। আর আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ কবূলের উপযোগী পদ্ধতি হলো দুআর পূর্বে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা। এ কারণে জানাযার নামাযের প্রথম তাকবীরের পর ছানা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা পাঠ করা হয়। দ্বিতীয় তাকবীরের পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা হয়। আর তৃতীয় তাকবীরের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আবার যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হয়। যেহেতু মানুষের আমলনামায় গুনাহ থাকা স্বাভাবিক। আর নাবালক বাচ্চাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হয় না। কেননা তাদের আমলনামায় গুনাহ লেখা হয় না। অতএব কার জন্য কোন দুআ সমীচীন তা হাদীস ও আছার থেকে আমাদের জানা দরকার। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাযার নামায পড়তেন, তখন এই দুআ বলতেন,

اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا

وَأُنْثَانَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড় এবং নারী-পুরুষ সবাইকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাদেরকে জীবিত রাখেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখেন। আর যাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করেন। (মুসনাদে আহমদ: ৮৮০৯, নাসাঈ: ১৯৮৬ ও তিরমিযী: ১০২৪) ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ফায়দা : হাদীসে বর্ণিত দুআটি পাঠ করা উত্তম হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী: ২/৩১৩) তবে মৃত ব্যক্তির জন্য এ ছাড়াও যে কোন দুআ পড়া যেতে পারে।

জানাযার নামায শেষে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ করা

আমাদের দেশের কোথাও কোথাও জানাজার নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে নামাযের কাতার ভেঙ্গে দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য ইজতেমায়ী দুআ করা হয়। এটাকে মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াব বলেও প্রচার করা হয়। অথচ জানাযার নামাযের পর, দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা ঠিক নয়। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে কখনো দুআ করেছেন মর্মে হাদীসের কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের কেউ এ আমল করেছেন বলেও কোন প্রমাণ মেলে না। আর এটা না থাকারও কথা। কেননা জানাযার নামাযই মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। সুতরাং জানাযা শেষে আবার দুআ করার অর্থ হলো দুআর পরে আবার দুআ। আর এটা হতে পারে না। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও আমল থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির কল্যাণে তাঁরা দাফনের পর দুআ করেছেন এবং দুআ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। সে ছুন্নাতের অনুকরণের মধ্যেই রয়েছে মৃত ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ।

জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করার আমল হাদীসে বর্ণিত না থাকার আরো একটি মূল কারণ হলো দাফন সম্পন্ন হওয়ার কাজ বিলম্বিত হওয়া। অথচ মুসলমানের মৃত্যু নিশ্চিত হলে অতি দ্রুত তার দাফন সম্পন্ন করার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি তাকিদ করেছেন। সুতরাং শরীআতে অনুমোদিত ও প্রমাণিত কোন আমল ব্যতীত অন্য কারণে বিলম্ব করা ছুন্নাত পরিপন্থী এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাহিদা বিরোধী। এ বিষয়ে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে আঁটকে রেখো না। বরং তাকে দ্রুত কবরে নিয়ে যাও। (আল-মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী: ১৩৬১৩) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ফাতুহুল বারী: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৪) অনুরূপ বর্ণনা হাসান সনদে হযরত আলী রা. থেকে তিরমিযী : ১৭১ এবং মুস্তাদরাকে হাকেম : ২৬৮৬ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ঝাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাখরীজু আহাদীসিল এহইয়া: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২৮) হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، তোমরা মৃত ব্যক্তির (বিদায় দানের) ব্যবস্থাপনায় দ্রুত করো। (বোখারী: হাদীস নং ১২৩৬) সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে কাজ করেননি এবং অনুমতি দেননি এমন কোন কাজের কারণে মৃত্যু ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করার কাজে বিলম্ব করার সুযোগ বা অধিকার কারো থাকতে পারে না।

অতএব, অভিভাবকদের উচিত হবে জানাযার পরে দুআ বা অন্য কোন কাজে মৃত ব্যক্তির দাফন বিলম্বিত না করে তাকে দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করা এবং দাফনের পর তার জন্য মন খুলে দুআ করা। এত সময় পর্যন্ত লোকজন থাকবে না– এই ঠুনকো অযুহাতে একটা নতুন আমল চালু করা শরয়ী মেজাযের সাথে সাংঘর্ষিক যা বর্জনীয়।

www.maktabatulabrar.com

বাচ্চাদের জানাযার নামায

উম্মতে মুসলিমার বৃহৎ অংশ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, জীবিত জন্ম নেয়ার পর মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি মুসলিম সন্তানেরই জানাযা হবে। যদিও এ ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মানুষ এ কথা বলে দ্বিমত পোষণ করে যে, শিশু-কিশোরদের কোন গুনাহ নেই। তারা এমনিতেই ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুতরাং তাদের জানাযারও প্রয়োজন নেই। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টির সুরাহা হতে পারে। তিনি বলেন,

أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه النسائى فى الصَّلَاةِ عَلَى الصِّبْيَانِ–١/٢١٤)

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটি আনসারী বালকের মৃতদেহ আনা হলে তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। (নাসাঈ: ১৯৪৯) মুসনাদে আহমদ : ২৫৭৪২ নং হাদীসের আলোচনায় শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৭৫৯৪) এ বিষয়ে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে আরো একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ)

অর্থাৎ, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে বাচ্চার জানাযা পড়া হবে। (ইবনে মাযা-১৫০৭) ইমাম আহমদ রহ. হাদীসটিকে সহীহ, মারফূ' বলেছেন। (ঝাদুল মাআদ, অধ্যায়: বাচ্চার জানাযা)

শিক্ষা : এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চাদের জানাযার নামায পড়তে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী: ২/৩০৯)

বাচ্চাদের জানাযার নামাযে দুআ প্রসঙ্গ

পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবালক বাচ্চাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জানাযার নামায পড়তে হবে। আবার এটাও প্রমাণিত যে, তাদের কোন গুনাহ নেই। তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে যে, নাবালক বাচ্চার জানাযার নামাযে কী দুআ পড়া হবে? এ প্রশ্নের জবাব হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাসান-সহীহ হাদীস থেকে মিলতে পারে। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. (رواه ابو داود فى بَابِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ-٢/٤٥٣)

অর্থাৎ, গর্ভপাত হওয়া শিশুর জানাযার নামায পড়া হবে। আর তার মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দুআ করা হবে। (আবূ দাউদ: ৩১৬৬) ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী: ১০৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাযা শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৪৩২৪)

উল্লেখ্য: এ হাদীসে গর্ভপাত হওয়া শিশুর বিবরণ না থাকলেও হযরত জাবের রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, শিশু ভুমিষ্ট হওয়ার পর যতক্ষণ চিৎকার না দিবে অর্থাৎ জীবিত ভুমিষ্ট না হবে ততক্ষণ তার জানাযা পড়া হবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৭২৪ ও ইবনে মাযা: ১৫০৮) হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসেও শিশু বাচ্চার জানাযার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা : এ হাদীসে শিশুর মাতা-পিতার জন্য দুআ করা ও মাগফিরাত চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন দুআ হাদীসে বলে দেয়া হয়নি। অতএব, যে কোন দুআই শিশুর মাতা-পিতার জন্য করা যেতে পারে। হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি শিশুর জানাযায় এ দুআ পড়তেন: اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৩০৪৫৭) হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত এ দুআর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দুআ হিদায়াহ কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا.

এ দুআটি পুত্র সন্তানের জন্য। আর কন্যা সন্তানের জানাযার নামায পড়া হলে দুআটি এ রকম পড়বে,

اللهمَّ اجْعَلْها لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْها لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْها لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً.

শহীদদের জানাযার নামায

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যারা বাচ্চাদের জানাযা না পড়ার মত প্রকাশ করে থাকে এবং এ যুক্তি পেশ করে থাকে যে, তাদের গুনাহ নেই। ঠিক একই যুক্তি শহীদদের বিষয়েও পেশ করা হয়ে থাকে। তারা বলে থাকে যে, শহীদদের কোন গুনাহ নেই। সুতরাং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করারও কিছু নেই। অথচ স্পষ্ট হাদীসের বর্ণনা থেকে এ প্রমাণ মেলে যে, শহীদদের জানাযা পড়তে হবে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

أُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ «يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ.

অর্থাৎ, উহুদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে শহীদের লাশ রাখা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন দশজনের জানাযা পড়তেন আর হামযা রা.-এর লাশ সেভাবে রাখা থাকতো। অন্যদের লাশ উঠানো হতো আর হযরত হামযার লাশ রাখা থাকতো। (ইবনে মাযা: ১৫১৩ ও ত্বহাবী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২২, হাদীস নং ২৮৮৫) আল্লামা সিন্দী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (হাশিয়াতুস সিন্দী আলা ইবনে মাযা)

শিক্ষা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের জানাযা পড়তে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত হামযা রা.-এর জানাযার নামায পড়লেন এবং তাতে নয়টি তাকবীর বললেন,।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(ত্বহাবী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩১, হাদীস নং ২৮৮৭) ইবনে মাযা: ১৫১৩ নং হাদীসের আলোচনায় শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শহীদদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, গ্রাম্য এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে ঈমান আনলো এবং তাঁর অনুসরণ করলো। কোন এক যুদ্ধে সে শহীদ হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজ কাপড়ে কাফন পরিয়ে তাঁর জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর বললেন, اللهمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ. "হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দা তোমার পথে হিজরতে বেরিয়েছে। তোমার পথে শহীদ হয়েছে। আর আমি তার সাক্ষী। (নাসাঈ: ১৯৫৫) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪০০) হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، অর্থাৎ, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন এবং উহুদের শহীদদের জন্য সেভাবে নামায আদায় করলেন মৃত ব্যক্তির জন্য যেভাবে জানাযার নামায আদায় করা হয়। (বোখারী: হাদীস নং ১২৬৩) এ সকল হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের জানাযার নামায পড়তে হয়।

এর বিপরীতে উহুদ যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে হযরত জাবের রা. থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ তাদেরকে রক্তসহ দাফন করার নির্দেশ দেয়া হলো। আর তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয়নি। (বোখারী: হাদীস নং-১২৬২) পূর্ববর্ণিত হাদীসসমূহের বিপরীতে এ হাদীসটিকে শায তথা বিরল মনে করা হয়। কারণ এ হাদীসটি হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত যিনি নিজে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। হতে পারে তাঁর জানামতে এটা সঠিক হলেও প্রকৃত বিষয় এটা ছিলো না।

পূর্ববর্ণিত একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়া হয়েছে। অথবা হতে পারে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জানাযা না পড়লেও পরে তা পড়েছেন। আর এরই প্রমাণ মেলে বোখারী: ১২৬৩ নম্বর হাদীসে। আবার এমনও হতে পারে যে, لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পড়েননি। উহুদ যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়ার অনেক প্রমাণ সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলোর মোকাবেলায় এটাকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। এসব কিছুর আলোকে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও এই যে, শহীদদের জানাযার নামায পড়া আবশ্যক। (শামী: ২/৩২৪)

আত্মহত্যাকারীর জানাযায় নেতৃস্থানীয় আলেম শরিক হবেন না

আত্মহত্যা একটা মহা পাপ। এ জাতীয় মহা পাপের শিকার হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাদের জানাযা পড়া হবে কি না সে বিষয়ে হযরত আবূয্ যুবায়ের রহ. বলেন, আমি হযরত জাবের রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম-নেয়া সন্তান প্রসবকালে মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে কি ? জবাবে তিনি বললেন, صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি لا إِلَهَ إِلاَّ الله বলে তার জানাযা পড়ো। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৯৮১) হযরত ইবনে ছীরীন রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, مَا أَعْلَمُ، أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلاَ التَّابِعِينَ تَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا অর্থাৎ, গোনাহগার হওয়ার কারণে কোন মুমিনের জানাযা তরক করেছেন এমন কোন আলেম বা তাবিঈন সম্পর্কে আমার জানা নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৯৮৭)

শিক্ষা : উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালিমা পাঠকারী যে কোন মুসলমানেরই জানাযা পড়তে হবে। সে যত বড় গুনাহগারই হোক। অতএব, আত্মহত্যাকারী যদিও বড় পাপী তবুও তার জানাযা পড়তে হবে।

এর বিপরীতে হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ- ۱/۲۰۵)

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পড়েননি। (তিরমিযী: ১০৬৮) ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

শিক্ষা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা পড়েননি। আর উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন ঈমানদার মারা গেলেই তার জানাযা পড়তে হবে। হাদীসে বর্ণিত বিধানের ভিন্নতার কারণে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতামতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা পড়া হবে। (শামী: ২/২১১)

এ দুই ধরনের হাদীসের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়তে হবে। তবে বাদশা বা তার প্রতিনিধি অথবা সমাজের মান্যবর উলামায়ে কিরাম উক্ত জানাযায় শরিক হবেন না; যেন এ জাতীয় ঘৃণ্য কাজ থেকে অন্যরা বিরত থাকে। এমনই মত পোষণ করেছেন ইমাম আহমদ রহ.। (তিরমিযী: ১০৬৮ নং হাদীসের আলোচনায়)

জানাযার নামাযে দুই দিকে সালাম ফিরানো

জানাযার নামাযে সালাম একদিকে ফিরাতে হবে নাকি দুদিকে ফিরাতে হবে সে বিষয়ে আমাদের দেশে কোন মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু হজ্জে গিয়ে যখন মক্কা-মদীনার আমল দেখা হয় তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হয়। কারণ তারা শুধু ডানে সালাম ফিরিয়েই শেষ করে দেয়। তাদের আমলের পক্ষে যদিও সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের কিছু আমল বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা আমাদের আমল অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ,

www.maktabatulabrar.com

إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ.

অর্থাৎ, মানুষ এমন তিনটি কাজ ছেড়ে দিয়েছে যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো- জানাযার সালাম নামাযের সালামের মতো ফিরানো। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ৬৯৮৯) হাদীসটির সনদ উত্তম বলে ইমাম নববী রহ. মন্তব্য করেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম, অধ্যায়: আত-তাসলীম মিন সলাতিল জানাযা)

শিক্ষা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার সালাম সাধারণ নামাযের সালামের অনুরূপ। সুতরাং সাধারণ নামাযে যেভাবে ডানে বামে দু'দিকে সালাম ফিরাতে হয় জানাযার নামাযেও তদ্রূপ উভয়দিকে সালাম ফিরাতে হয়। এ ছাড়াও জানাযার নামাযে দুই দিকে সালাম ফিরানোর আমল হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৬২৮) সহীহ সনদে অনুরূপ আমল হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৬৪৪৮) ইমাম নববী রহ. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-মিনহাজে বলেন, وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ تَسْلِيمَتَيْنِ অর্থাৎ, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেঈ এবং সালাফে ছালেহীনের এক দল আলেম জানাযার নামাযে দুদিকে সালাম ফিরানোর মত গ্রহণ করেছেন। (আল-মিনহাজ, অধ্যায়: কবরের উপর জানাযা পাঠ {প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায়}) আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. হানাফী মাযহাবের আমল এভাই বর্ণনা করেছেন। (শামী: ২/৩১৩)

ফরয নামাযের সময় জানাযা হাজির হলে আগে ফরয পড়া

ইবাদাতের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরযে আইন এবং জানাযার নামায ফরযে কিফায়াহ। আর ফরযে আইনের গুরুত্ব তুলনামূলক ফরযে কিফায়াহ'র চেয়ে বেশি। সে হিসেবে ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় জানাযা হাজির হলে গুরুত্বের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথমে ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে হবে, অতঃপর জানাযার নামায পড়তে হবে। এ বিষয়ে হযরত হাসান বসরী এবং ইবনে ছীরীন রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, إذَا حَضَرَتِ الْجَنَازَةُ وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ يُبْدَأُ بِصَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. অর্থাৎ, জানাযা ও ফরয নামায একত্রিত হলে আগে ফরয পড়া হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৪৪৭)

এ আছার থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের সময় জানাযা হাজির হলে আগে ফরয নামায তারপর জানাযা পড়বে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। (আল-মাবসূত লিস্‌সারাখসী: ২/৬৮)

গায়েবানা জানাযার বিধান

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের সারা জীবনের আমল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জানাযার নামায আদায় করতে হয় মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে। বলা বাহুল্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের কল্যাণ কামনায় বিশেষ করে আখেরাতের কল্যাণ কামনায় সদা তৎপর। আর সহীহ হাদীসের বর্ণনামতে তাঁর জানাযার নামায ছিলো সাহাবায়ে কিরামের অন্ধকার কবরে আলো প্রজ্জ্বলনকারী। (মুসলিম: হাদীস নং ২০৮৬ ও বোখারী: হাদীস নং ১২৫৬) গায়েবানা জানাযা শরীআতে অনুমোদিত থাকলে তাঁর জীবদ্দশায় যত সাহাবায়ে কিরামের মৃত্যু সংবাদ মদীনায় থেকে পেয়েছেন তাদের সকলের বা অনেকের জানাযার নামায তিনি পড়তেন। আবার বিভিন্ন জিহাদে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম শহীদ হয়েছেন বা মদীনার বাইরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং জিহাদের আমীর বা অন্যরা তাদের জানাযা পড়েছেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আখেরাতের কল্যাণ কামনায় পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারতেন। অথচ কেবল নাজ্জাশীর জানাযা ব্যতীত লাশ অনুপস্থিত রেখে তিনি কোন জানাযা পড়েছেন মর্মে সহীহ হাদীসের কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়া আল-মুঝানীর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত থাকলেও তা সহীহ নয়। (মু'জামুল আওসাত লিত্‌তবারানী: ৩৮৭৪, মুসনাদুশ শামীঈন লিত্‌তবারানী: ৮৩১ ও তৃবাকাতে ইবনে

www.maktabatulabrar.com

সাআদ- মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়া-এর জীবনী আলোচনায়) ইমাম নববী রহ. বলেন, মুহাদ্দিসীনে কিরাম সর্বসম্মতভাবে এ হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম, অধ্যায়: গায়েবানা জানাযা) ইমাম নববী রহ. ইমাম বায়হাকীর বরাতে আরো বলেন, হাদীসটি আরো কিছু জঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

গায়েবানা জানাযার আরো একটি হাদীস ইমাম ওয়াকেদী রহ. তাঁর কিতাবুল মাগাযীতে বর্ণনা করেছেন। (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬২) সে বর্ণনায় গায়েবানা জানাযার ভাষা স্পষ্ট হলেও সনদের বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ নয়। বরং সেটা একদিকে মুরসাল, অপরদিকে শায তথা বিরল। মোটকথা– নাজ্জাশীর জানাযা ব্যতীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো গায়েবানা জানাযা পড়েছেন মর্মে সহীহ হাদীসের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর নাজ্জাশীর জানাযা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গায়েবানা জানাযা হলেও সাহাবায়ে কিরাম এটাকে গায়েবানা জানাযা মনে করেননি। বরং তাঁরা এটাকে হাজেরানা জানাযা অর্থাৎ লাশ সামনে রেখে জানাযার নামায পড়া হয়েছে বলে মনে করেছেন। উক্ত জানাযার ব্যাপারে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর মন্তব্য সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ " قَالَ: فَصَفَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ.

অর্থাৎ, তোমাদের ভাই নাজ্জাশী মারা গিয়েছেন। তোমরা তাঁর জানাযা পড়ো। এ কথা বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতারে দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলাম। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। আমরা মনে করি যে, নাজ্জাশীর লাশ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনেই ছিলো। (মুসনাদে আহমদ: ২০০০৫ ও সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩১০২) মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পর্যালোচনা : সাহাবায়ে কিরামের এ মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, গায়েবানা জানাযার দলীল হিসেবে পেশকৃত একমাত্র সহীহ হাদীসের আমলটিও মূলত গায়েবানা জানাযা ছিলো না। বরং শত শত মাইল দূরে রাখা মরদেহ অলৌকিকভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত ছিলো। এ থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসটি সকলের জন্য দলীলযোগ্য মনে হলেও আসলে এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারণ শত শত মাইল দূরে রাখা মরদেহ-এর জানাযা নামায পড়া হবে অথচ সে জানাযা সামনে থাকবে– এটা একটা অলৌকিক বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকেই এটা করেছিলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগেও এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তারা কারো গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। তবে গবেষক আলেমগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, কোন মুসলমানের মরদেহ যদি এমন অমুসলিম অঞ্চলে থাকে যেখানে তার জানাযা পড়ার কেউ নেই। আর মরদেহের অবস্থানও এমন দিকে হয় যে দিকে ফিরলে লাশ এবং কা'বা উভয়টিই সামনে পড়ে তাহলে গায়েবানা জানাযা পড়া যেতে পারে। এ শর্তের ব্যতিক্রম হলে পড়া যাবে না।

আমাদের দেশে যত্র-তত্র গায়েবানা জানাযার যে প্রচলন রয়েছে বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার কোন বৈধতা কুরআন-হাদীস বা গবেষক আলেমগণের অভিমত থেকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না বলে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ফতওয়া প্রদান করেছেন। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/৩১২) সুতরাং এ জাতীয় জানাযাকে গায়েবানা জানাযা না বলে রাজনৈতিক জানাযা বললেও অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। অতএব দ্বীনের স্বার্থে এটা পরিহার করা উচিত।

একাধিকবার জানাযা নামাযের বিধান

গায়েবানা জানাযার বিধান শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসের আলোকে

রসূল কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের জানাযার নামায পড়া তাদের জন্য কবর আলোকিত হওয়ার কারণ বলা যায়। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের কল্যাণ কামনায় বিশেষ করে আখেরাতের কল্যাণে যতটা তৎপর ছিলেন তাতে একাধিকবার জানাযার নামায পড়া শরীআতে অনুমোদিত থাকলে তাঁর জীবদ্দশায় যত সাহাবায়ে কিরামের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি জানাযার নামায পড়াতে পারেননি তিনি হয়তো কবরের উপর হলেও তাঁদের জানাযার নামায পড়তেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ণ নবুওয়াতী জীবনে এমন এক/দুইটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় যে, তাঁকে না জানিয়ে অন্যরা জানাযা পড়ে কারো লাশ দাফন করেছে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে কবরের উপর পুনরায় জানাযার নামায পড়েছেন। আবার সাথে সাথে কারণও বর্ণনা করেছেন যে, কবর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযা পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলা কবরকে আলোকিত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সকল মুমিনদের অভিভাবক, (দ্রষ্টব্য: ছুরা আহযাব: ৬) সেহেতু তাঁকে না জানিয়ে অন্য কেউ জানাযা পড়ে লাশ দাফন করে দিলে অভিভাবকের এ অধিকার থাকবে যে, তিনি ইচ্ছা করলে ঐ জানাযার নামায বহাল রাখবেন। আবার মন চাইলে তা ভেঙ্গে দিয়ে নতুনভাবে জানাযার নামায পড়াবেন। এটাকে বারংবার জানাযা বলা যাবে না। কারণ অভিভাবক যখন পূর্বের জানাযা গ্রহণ করেননি তখন সেটা আর জানাযা হিসেবে স্বীকৃত থাকেনি। বরং দ্বিতীয়বার পড়ানো জানাযাই ঐ মৃত ব্যক্তির প্রথম ও একমাত্র জানাযা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগেও বহু মহামানবের মৃত্যু হয়েছে; মৃত্যু হয়েছে খুলাফায়ে রাশেদারও। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তাঁরা কারো জানাযা একাধিকবার পড়েছেন বা তাঁদের কারো জানাযার নামায একাধিকবার পড়া হয়েছে। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক বা সামাজিক কোন মহামানবের জানাযার নামায একাধিকবার পড়ানো শরীয়তসম্মত হলে চার খলীফার জানাযা বিশেষভাবে হযরত ওমর রা.-এর

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জানাযা শতাধিকবার হওয়ার কথা ছিলো। কারণ তাঁর দ্বীনদারী ছাড়াও ইনসাফ ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার সুখ্যাতি এখনো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

আমরা যদি জানাযার নামাযের মূল বিধানের প্রতিও লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, কোন মুসলমান মারা গেলে জীবিত মুসলমানদের উপর তার জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া। যথাযোগ্য নিয়মে একবার তা আদায় করা হয়ে গেলে ফরযে কিফায়া দায়িত্ব পালনের পরিসমাপ্তি হয়ে যায়। পরবর্তীতে আদায়কৃত জানাযার নামাযের কোন অবস্থান বা স্তর শরীআতে থাকে না। ওয়াক্তিয়া ফরয নামায আদায় করার পরে আবার পড়লে তা নফলে পরিণত হয়। কিন্তু জানাযার নামায বারংবার আদায় করলে পরবর্তী নামাযগুলো নফল হিসেবেও গণ্য হয় না। ইমাম তৃহাবী রহ. বলেন,

قَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ هِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا. مِنْهَا الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِالْآخِرَةِ مِنْهُمَا.

অর্থাৎ, আমরা এমন কিছু ইবাদাত দেখি যা ফরয অথচ সেগুলোর নফল আদায় করা বৈধ নয়। তন্মধ্যে একটি হলো জানাযার নামায। এটা ফরয অথচ এর নফল আদায় করা বৈধ নয়। কারো জন্য এটাও বৈধ নয় যে, একজন মৃত ব্যক্তির জানাযা দু'বার পড়বে আর দ্বিতীয় জানাযাটাকে নফল বানিয়ে দিবে। (তৃহাবী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৫, হাদীস নং ১৭৩৯-এর আলোচনায়)

জ্ঞাতব্য : ইমাম তৃহাবী রহ.-এর অভিমত থেকেও প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যু ব্যক্তির জানাযার নামায যথাযোগ্য নিয়মে একবার আদায় করা হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়; আর এ মতই গ্রহণ করা হয়েছে হানাফী মাযহাবে। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/৩১১) আবার পরবর্তীতে আদায়কৃত জানাযার নামাযকে নফল হিসেবে আখ্যা দেয়ারও সুযোগ নেই। কারণ জানাযার নামায নামক ফরযে কিফায়ার নফল হয় না। হিদায়াহ

কিতাবের লেখক আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন, وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده " لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع.

অর্থাৎ, অভিভাবক যদি জানাযার নামায পড়ে নেয় তাহলে অন্য কারো জন্য বৈধ নয় যে, সে পুনরায় জানাযার নামায পড়বে। কেননা ফরয প্রথমবারে আদায় হয়ে গেছে। আর জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে নফল শরীআতে স্বীকৃত নয়। (হিদায়াহ, অধ্যায়: জানাযা) সুতরাং রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রচলনের কারণে বা কারো মৃত্যুতে আবেগতাড়িত হয়ে একাধিকবার জানাযার নামায আদায়ের পথ অবলম্বন না করে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ, ছদকা বা এ জাতীয় অন্য কোন ইছালে ছওয়াবের সঠিক পন্থা অবলম্বন করাই তার জন্য কল্যাণকর হবে।

একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞার দলীল হিসেবে আমরা উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যকেও পেশ করতে পারি। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মরদেহ মোবারক তাঁর কবরে অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে বলে হাদীসের বর্ণনা রয়েছে এবং উম্মতেরও তা বিশ্বাস রয়েছে। আবার কবর সামনে রেখে জানাযার নামায পড়াও বৈধ বলে প্রমাণিত। (অর্থাৎ, কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া না হয়ে থাকলে তার কবর সামনে রেখে তার জানাযার নামায পড়া বৈধ বলে প্রমাণিত।) [মুসলিম: হাদীস নং ২০৮৬ ও বোখারী: হাদীস নং ১২৫৬] এখন যদি একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার বৈধতা উম্মতের নিকট স্বীকৃত হতো, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মুবারক সামনে রেখে সর্বদাই জানাযার নামায চলতে থাকতো। কেননা একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা ছাড়া উম্মতের সামনে এ বরকতময় কাজের ব্যাপারে আর কোন বাধা থাকতো না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদীর এ বরকতময় কাজ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তারা একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার নামায পড়া বৈধ বলে বিশ্বাস করে না। এটা উম্মতের নীরব ইজমার পর্যায়ভুক্ত। অতএব উম্মতে মুহাম্মাদীর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। কাজেই আমাদের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উচিত হবে দুনিয়াবী কোন স্বার্থে কিংবা আবেগতাড়িত হয়ে একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার পথ অবলম্বন না করা। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী হয়– এমন কোন সহীহ পন্থা গ্রহণ করা। যেমন: দুআ, ছদকা প্রভৃতি ইছালে ছওয়াবের কাজ করা।

অনুমতি ছাড়া জানাযা হলে অভিভাবক পুনরায় পড়তে পারেন

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত অন্যরা জানাযা করে ফেললে শরীআত অলী তথা অভিভাবককে এ অধিকার দিয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে উক্ত জানাযার নামায বহাল রাখতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে সেটা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে জানাযার নামায পড়ারও অধিকার রাখেন। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: «أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟» قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخارى فى بَابِ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ ١٧٦)

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কবর-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে কবরবাসীকে রাতে দাফন করা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কখন দাফন করা হয়েছে? তাঁরা বললেন, গত রাতে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে তোমরা কেন জানাওনি? তাঁরা উত্তরে বললেন, আমরা তাকে অন্ধকারে দাফন করেছি এ জন্য আপনাকে জাগ্রত করা ভালো মনে করিনি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। ইবনে আববাস রা. বলেন, আমি তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। (বোখারী: হাদীস নং ১২৪২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা ও তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৪৩৪০)

শিক্ষা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মুমিনদের সবচেয়ে বড় অভিভাবক। (ছূরা আহযাব: ৬) এ ছাড়া রাষ্ট্রের শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন জনগণের প্রধান অভিভাবক। তাই তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো জানাযা পড়া হলে তিনি তা বাতিল করে নতুন জানাযা পড়তে পারেন। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী: ২/৩১১)

মৃত ব্যক্তিকে বহন করা

জানাযা শেষে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের জন্য দ্রুত নিয়ে যাওয়া

কোন মুসলমানের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কাজ দ্রুত করার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি তাকিদ করেছেন। সুতরাং শরীআতে অনুমোদিত ও প্রমাণিত কাজ ব্যতীত কোন কারণে মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করার কাজে বিলম্ব করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাহিদা পরিপন্থী বলে পরিগণিত। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. (رواه البخارى فى بَابِ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ)

অর্থাৎ, তোমরা মৃত ব্যক্তির (বিদায় দানের) ব্যবস্থাপনায় দ্রুত করো। যদি সে পূণ্যবান হয় তাহলে যে দকে তাকে এগিয়ে দিচ্ছো তা তার জন্য উত্তম। আর যদি সে অন্য কিছু হয় তাহলে সে একটি অকল্যাণ যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছো। (বোখারী: হাদীস নং ১২৩৬) এ হাদীসের ব্যাখ্যা শেষে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى دَفْنِ الْمَيِّتِ অর্থাৎ, এ হাদীস থেকে মৃত ব্যক্তির দাফন কাজে দ্রুত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। (ফাতহুল বারী: ৩/১৮৪)

অন্য একটি হাদীসে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে আঁটকে রেখো না। বরং তাকে দ্রুত কবরে নিয়ে যাও। (আল-মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী: ১৩৬১৩) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ফাতুহুল বারী: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৪) অনুরূপ বর্ণনা হাসান সনদে হযরত আলী রা. থেকে তিরমিযী: ১৭১ ও মুস্তাদরাকে হাকেম: ২৬৮৬ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ঝাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তাখরীজু আহাদীসিল এহইয়া: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২৮) আর হুসাইন বিন ওয়াহওয়াহ রা. থেকে জঈফ সনদে আবূ দাউদ : ৩১৪৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি মারা গেলে জীবিত স্বজনদের দায়িত্ব হলো তার কাফন-দাফনে মোটেও বিলম্ব না করা।

অনেক ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে, জানাযার নামায শেষে পুনরায় দুআ করার জন্য দাফনের কাজ বিলম্বিত হয়ে থাকে। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজে বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে দুআ করেছেন মর্মে কোন হাদীসের বাণী বা সাহাবায়ে কিরামের আমল বর্ণিত আছে বলে আমার জানা নেই। প্রকৃত অর্থে জানাযার নামাযই একটি দুআ। সুতরাং জানাযার নামায শেষ করে আবারও দুআ করার অর্থ হলো দুআর পরে দুআ করা। মৃত ব্যক্তির কল্যাণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাফনের পর দুআ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। সে ছুন্নাতের অনুকরণের মধ্যেই রয়েছে মৃত ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ। অতএব, অভিভাবকদের জন্য উচিত হবে জানাযার পরে দুআ বা অন্য কোন কাজে মৃত ব্যক্তির দাফনে বিলম্ব না করে তাকে দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করা এবং দাফনের পর তার জন্য মন খুলে দুআ করা।

মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় দ্রুত চলা

মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরে কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। (আল-মু'জামুল কাবীর

www.maktabatulabrar.com

লিত্‌তবারানী: ১৩৬১৩) হাসান সনদে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে তিনি এ কাজে বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী: ১৭১ ও মুস্তাদরাকে হাকেম: ২৬৮৬) এ মূলনীতির আলোকে প্রমাণিত হয় যে, দাফনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় তাকে নিয়ে দ্রুত চলতে হবে। এ মূলনীতি ছাড়াও এ বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সরাসরি নির্দেশ বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (رواه البخارى فى بَابِ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ)

অর্থাৎ, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলো। যদি সে নেককার হয় তাহলে তাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছো তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তার ব্যতিক্রম তথা বদকার হয় তাহলে নিকৃষ্ট জিনিস তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছো। (বোখারী: হাদীস নং ১২৩৬) এ হাদীস থেকে দ্রুত চলা প্রমাণিত হলেও এটা দ্বারা এমন চলা উদ্দেশ্য নয় যাতে লাশ দোল খেতে থাকে। এরকম দ্রুত গতিতে চলতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৯৬৪০) এ বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে,

سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَقَالَ: مَا دُونَ الْخَبَبِ. (رواه ابو داود فى بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ ورواه الترمذى)

অর্থাৎ, জানাযার সাথে চলার ধরন সম্পর্কে আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, খুব দ্রুত চলার তুলনায় কম হবে। (আবূ দাউদ: ৩১৭০ ও তিরমিযী ১০১১) এ হাদীস দুটির সনদ দুর্বল হলেও মুসলিম উম্মাহর আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করে চলার ধরন পরিচিত। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, وَالْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِبْطَاءِ...لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِسْرَاعُ دُونَ الْخَبَبِ অর্থাৎ, জানাযার খাটিয়া

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিয়ে ধীরে চলার তুলনায় দ্রুত চলা উত্তম।...তবে সেটা যেন খুব দ্রুত চলার তুলনায় একটু ধীরে হয়। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৯) সুতরাং হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদেরকে এ আমল সম্পাদন করতে হবে।

মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করার পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা ইসলামকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনিত করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির লাশ বহনের পদ্ধতিও তাতে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূদ্দারদা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا، وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ، وَأَنْ يَحْثُوَ فِي الْقَبْرِ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির বিষয়ে পূর্ণ নেকী পাওয়ার উপায় হলো- তার পরিবার-এর তার পিছে চলা, তাকে বহনকারী খাটের চার পায়া বহন করা এবং কবরে মাটি ঢেলে দেয়া। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৩৯৯) আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল-জাওহারুন নাকী: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০) এ বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জানাযার পিছে চলে সে যেন খাটিয়ার প্রতি কোণা বহন করে; কেননা এটা ছুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর চাইলে অতিরিক্ত বহন করুক, না চাইলে না করুক। (ইবনে মাযা: ১৪৭৮)

ফায়দা : উপরিউক্ত আছার দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করবে তারা যেন চার পাশই বহন করে। হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা কাসানী রহ. এটাকে ছুন্নাতের আমল বর্ণনা করে এর

www.maktabatulabrar.com

পদ্ধতির ব্যাপারে বলেন,

وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَ خُطُوَاتٍ لِمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ «مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كَفَّرَتْ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً. (بدائع الصنائع)

অর্থাৎ, খাটিয়ার প্রতি কোণা বহন করে দশ কদম চলা উচিত, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জানাযার খাটিয়া চল্লিশ কদম বহন করবে। তার চল্লিশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৯) উল্লেখ্য, বহনকারীরা সকলে দশ কদম পরপর ধারাবাহিকভাবে যে কোন এক দিকে পরিবর্তন করলে সকলেরই তিনবার পরিবর্তনে চার কোণা বহন করা হয়ে যাবে।

মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় মাথার দিকে সামনে রাখা

মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহনের সময় তার মাথা ও পা কোন দিকে রাখা উচিত সে বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

وَيُقَدَّمُ الرَّأْسُ فِي حَالِ حَمْلِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ فَكَانَ تَقْدِيمُهُ أَوْلَى وَلِأَنَّ مَعْنَى الْكَرَامَةِ فِي التَّقْدِيمِ .

অর্থাৎ, লাশ বহনের সময় মাথার দিক আগে রাখা হবে; কেননা মাথা হলো সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ। সুতরাং সেটাকে আগে রাখাই উত্তম। আর সম্মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেও মাথা আগে রাখার মাধ্যমে। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৯) মুসলিম উম্মাহর আমলের মধ্যেও এ ছুন্নাতটি জিন্দা রয়েছে।

মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় আওয়াজ বুলন্দ না করা

মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় বহনকারী এবং যারা সাথে চলে সকলের দায়িত্ব হবে নীরব থাকা। যেহেতু পরিবেশটা যেমন শোক ও বেদনার, তেমনই এ পরিবেশ একটি বড় সুযোগ নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু নছিহত গ্রহণ করার। এ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব আলমগীরীতে বলা হয়েছে যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَعَلَى مُتَّبِعِي الْجِنَازَةِ الصَّمْتُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ يَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ. (الهندية)

অর্থাৎ, লাশের সাথে যারা চলে তাদের দায়িত্ব হলো নিরব থাকা। উচ্চস্বরে জিকির এবং তিলাওয়াত করাও মাকরূহ। যদি জিকির করতে চায় তাহলে মনে মনে করবে। (আলমগীরী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬২)

জানাযার সাথে চলমান মানুষ খাটিয়ার পিছে চলা

জানাযার সাথে চলমান মানুষ খাটিয়ার আগে চলবে নাকি পিছে চলবে এ বিষয় নিয়ে উম্মতের আমলের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের আলোকে হানাফী মাযহাবের গবেষক ইমামগণ এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মুমিনের লাশ হলো তোহফা বা উপঢৌকন। সুতরাং লাশ আগে থাকবে আর সাথের মানুষ তার পিছে থাকবে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ؟ قَالَ: «مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا» (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ)

অর্থাৎ, আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাযার সাথে চলার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, খুব দ্রুত চলার তুলনায় কম হবে। যদি মৃত ব্যক্তি নেককার হয় তাহলে তাকে (আপন ঠিকানায়) আগে পাঠিয়ে দিলে। আর যদি সে বদকার হয় তাহলে তো জাহান্নামীকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো। মৃত লাশকে অনুসরণ করা হবে তাকে অনুসারী বানানো হবে না (পিছনে ফেলে চলা যাবে না)। যে ব্যক্তি লাশের আগে চললো সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তিরমিযী: ১০১১ ও আবু দাউদ: ৩১৭০) ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، رَأَوْا أَنَّ المَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ» অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্যদের থেকে কিছু উলামায়ে কিরাম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, জানাযার পিছে চলা উত্তম। এ মতই গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক রহ.। হাদীসটির সনদ জঈফ হলেও সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের আমল দ্বারা এটা সমর্থিত। এ বিষয়ে হযরত আমর ইবনে হুরাইস রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ». قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ» (شرح معاني الآثار)

অর্থাৎ, আমি হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, জানাযার সামনে চলার বিষয়ে আপনি কী বলেন? জবাবে হযরত আলী রা. বলেন, জানাযার সামনে চলার তুলনায় পিছনে চলা এতটা উত্তম, নফলের তুলনায় ফরয যতটা উত্তম। আমি বললাম, হযরত আবূ বকর ও উমার রা.কে তো আমি জানাযার আগে চলতে দেখেছি। তিনি বললেন, তাঁরা মানুষকে সংকীর্ণতায় ফেলতে অপছন্দ করতেন। (ত্বহাবী: ২৭৬১) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫৭)

উপরিউক্ত হাদীস ও আছার থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার পিছনে চলা উত্তম। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا আমাদের নিকট জানাযার পিছনে চলা উত্তম। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৯)

খাটিয়া জমিনে রাখার পূর্বে না বসা

মৃত ব্যক্তির সাথে যারা কবর পর্যন্ত যাবে খাটিয়া জমিনে রাখার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পূর্বে তারা যেন না বসে। এ বিষয়ে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জানাযার পিছে চলে সে যেন লাশ রাখার পূর্বে না বসে। (বোখারী: হাদীস নং ১২৩০)

এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব আলমগীরীতে বলা হয়েছে যে,

وَإِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَجْلِسَ مَا لَمْ يُسَوُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ.

অর্থাৎ, কবরের নিকট যখন জমিনে লাশ রাখা হয় তখন বসায় কোন দোষ নেই। বরং মাকরূহ হলো কাঁধের থেকে লাশ রাখার পূর্বে বসা, যেমনটি বর্ণিত আছে খুলাছাহ কিতাবে। তবে উত্তম হলো মাটি সমান করার পূর্বে না বসা। (আলমগীরী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬২)

বাচ্চাদের বহনের পদ্ধতি

প্রাপ্তবয়স্কদের বহনের জন্য খাটিয়া ব্যবহার করা এবং খাটিয়া বহনের পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ছোট বাচ্চাদের বিষয়টি খানিকটা ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে আল্লামা কাজী ইসবিজাবী রহ. বলেন,

أَنَّ الصَّبِيَّ الرَّضِيعَ أَوْ الْفَطِيمَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا إذَا مَاتَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَلَى يَدَيْهِ وَيَتَدَاوَلُهُ النَّاسُ بِالْحَمْلِ عَلَى أَيْدِيهِمْ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَهَا عَلَى يَدَيْهِ، وَهُوَ رَاكِبٌ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا يُحْمَلُ عَلَى الْجِنَازَةِ اهـ. (البحر الرائق)

অর্থাৎ, দুধ পানকারী বা দুধ ছেড়েছে এমন শিশু অথবা তার তুলনায় সামান্য বড় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে একজন ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয়ে বহন করাতে কোন দোষ নেই। মানুষ পালাক্রমে তাকে নিজ হাতে বহন করবে। নিজে কোন যানবাহনে আরোহণ করে তাকে হাতে ধরে রাখাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে মৃত ব্যক্তি বড় মানুষ হলে তাকে খাটিয়ায় বহন করা হবে। (আল্ বাহরুর রায়েক: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৬)

দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত লাশের সাথে থাকা উত্তম

দূরের সফরে কাউকে বিদায় দিতে গেলে যেমন সাথী-সঙ্গী এবং আপনজন দূর পর্যন্ত তার সাথে থাকে তেমনি বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং মানবতার টানে একজন সাথীকে চির বিদায় দিতেও শেষ গন্তব্য কবর পর্যন্ত যাওয়া উচিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আমলের প্রতি মানুষকে উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» (رواه البخاري في بَابِ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জানাযার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকে সে এক কিরাত নেকী লাভ করে। আর যে ব্যক্তি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে সে দুই কিরাত নেকী লাভ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, দুই কিরাত কী? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, বড় দুটি পাহাড়ের সমান। (বোখারী: হাদীস নং ১২৪৫) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাফন পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকা অনেক বড় নেকীর কাজ। সুতরাং আমাদের এ কাজে অংশ গ্রহণ করা দরকার।

মৃত্যুর পরে লাশ দূরে স্থানান্তর না করা

মৃত ব্যক্তির লাশ গ্রামের বাড়ীতে বা নির্দিষ্ট কোন স্থানে দাফন করার উদ্দেশ্যে দূরে নিয়ে যাওয়া শরীআতে পছন্দনীয় নয়। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ভাই আব্দুর রহমান রা.-এর দাফনের বিষয়ে বলেন,

لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَعْنِي أَخَاهَا مَا دُفِنَ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

بِالْحُبْشِيِّ فَدُفِنَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَالْحُبْشِيُّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ .

অর্থাৎ, তাঁর ভাই আব্দুর রহমানের মৃত্যুর সময় যদি তিনি উপস্থিত থাকতেন তাহলে যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানেই দাফন করা হতো। তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন মক্কার নিকটবর্তী হুবশী নামক স্থানে আর তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো মক্কার উপরিভাগে। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৬৫৩৫)

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, قَوْلُهُ: يُنْدَبُ دَفْنُهُ فِي جِهَةِ مَوْتِهِ أَيْ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ الْمَكَانِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَوْ قُتِلَ، وَإِنْ نُقِلَ قَدْرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَلَا بَأْسَ অর্থাৎ, মৃত্যু বা হত্যা যে এলাকায় হয় সে এলাকার কবরস্থানে তাকে দাফন করা পছন্দনীয়। যদি এক/দুই মাইল দূরে নিয়ে যায় তাতে সমস্যা নেই। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৯)

লাশ দূরে স্থানান্তর করা কেন মাকরূহ তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শামী রহ. বলেন, لِأَنَّهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُفِيدُ، وَفِيهِ تَأْخِيرُ دَفْنِهِ অর্থাৎ, দূরে স্থানান্তর করার অর্থ অহেতুক কাজে আত্মনিয়োগ করা, উপরন্তু এতে রয়েছে দাফন কাজে বিলম্বের কারণও। (মিনহাতুল খালেক: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১০) এক/দুই মাইল দূরে স্থানন্তরে সমস্যা নেই বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শামী রহ. বলেন, لِأَنَّ مَقَابِرَ الْبَلَدِ رُبَّمَا بَلَغَتْ هَذِهِ الْمَسَافَةَ فَيُكْرَهُ فِيمَا زَادَ. অর্থাৎ, শহরের কবরস্থান অনেক ক্ষেত্রে এক/দুই মাইল দূরে অবস্থিত হয়ে থাকে। সুতরাং এর চেয়ে বেশি দূরে লাশ স্থানান্তর করা মাকরূহ হবে। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৯) সুতারং আমাদের জন্য উচিত হবে ছুন্নাতের আমল জিন্দা করা। অবশ্য বর্তমান সময়ে শহরের কবরস্থান আরো অনেক দূরেও অবস্থিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ততটুকু দূরে নেয়াতে কোন দোষ নেই।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা

কবর খননের পদ্ধতি

জেনে রাখা দরকার যে, কবর খননের দু'টো পদ্ধতি রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকেই প্রচলিত এবং শরীআতে অনুমোদিত রয়েছে। একটিকে বলা হয় اللَّحْد তথা বুগলী কবর। আর অপরটিকে বলা হয় الشَّقُّ তথা সিন্দুক কবর। হযরত আনাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করার পর তিনি বললেন,

كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَأَلْحَدُوا لَهُ.

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি বুগলী কবর খনন করতো আর অপর ব্যক্তি সিন্দুক কবর খনন করতো। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা আমাদের প্রভুর নিকট কল্যাণ কামনা করি এবং উভয়ের নিকট লোক প্রেরণ করি। দু'জনের মধ্যে যিনি আগে আসেন কবর খননের বিষয়টি আমরা তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দিবো। অতঃপর দু'জনের নিকট লোক পাঠালেন এবং যিনি বুগলী কবর খনন করেন তিনি আগে আসলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বুগলী কবর খনন করলেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১২৪১৫) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন।

এ হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের জন্য বুগলী কবর খনন করাকে পছন্দ করেছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে বুগলী কবর তুলনামূলক উত্তম। তবে মাটির উপযুক্ততা বিবেচনা করে কোথাও বুগলী কবর ঝুঁকিপূর্ণ হলে সিন্দুক কবর খননে কোন অসুবিধা নেই।

বুগলী কবর এবং সিন্দুক কবর বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাঠকের খেদমতে তুলে ধরা হল- اللَّحْد (লাহ্দ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- কবরের পার্শে প্রস্তের দিকে থাকা কাত করা গর্ত। আর ফকীহদের পরিভাষায় أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسَقّف. অর্থাৎ, প্রথমে কবরের গর্ত খনন করা। অতঃপর (এ গর্তের তলা থেকে) কিবলার দিকে আরেকটি গর্ত খনন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করে সে গর্তে লাশ রেখে দেয়া। ঐ গর্তটি মৃত ব্যক্তির ছাদবিশিষ্ট ঘরের মত। আর সিন্দুক কবর হলো- أن يَحْفِر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت. অর্থাৎ, প্রথমে কবরের গর্ত খনন করা। অতঃপর (এ গর্তের নিচে) কবরের মধ্যভাগে আরেকটি গর্ত খনন করে সে গর্তে লাশ রেখে দেয়া। (আততারীফাতুল ফিকহিয়্যাহ)

মনে রাখা দরকার যে, পূর্বোক্ত উভয় প্রকারের কবরের লাশ রাখার জন্য খনন করা গর্তটির তলা কিবলার দিকে এমনভাবে কাত করে খনন করা হয় যে, লাশ রাখলেই ডান কাত হয়ে যায় এবং সিনা কিবলামুখী হয়ে যায়। আর আমাদের দেশে প্রচলিত যে কবর খনন করা হয়ে থাকে তাতে কবরের জন্য সোজা একটি গর্ত খনন করে তার তলদেশ সমান করে লাশ চিত করে রেখে দেয়া হয়। এটা কবর খননের পূর্বোক্ত দুটি ছুন্নাত তরীকার কোনটিরই আওতায় আসে না। সুতরাং কবর খননের ছুন্নাত তরীকার অনুকরণ করা আমাদের জন্য একান্ত জরুরী। কবর খননের ছুন্নাত তরীকার আরো কিছু বর্ণনা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে। জনৈক আনসারী সাহাবী থেকে মজবূত সনদে বর্ণিত হয়েছে যে,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. (رواه ابو داود فى بَابِ فِي اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ)

অর্থাৎ, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক জানাযার বের হলাম। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখলাম কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কবর খননকারীকে এ উপদেশ দিচ্ছেন যে, পা ও মাথার দিকে আরো একটু প্রশস্ত করো। (আবূ দাউদ: ৩২৯৯) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটির সনদ মজবূত বলে মন্তব্য করেছেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবর একেবারে লাশের মাপে না করে বরং একটু প্রশস্ত করা উচিত; যেন যারা কবরে নামবে তারা আসানীর সাথে লাশ রাখার কাজ করতে পারে। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল এভাবে

বর্ণিত হয়েছে যে,

وعند الحنفية: مقدار نصف قامة، أو إلى حد الصدر، وإن زاد مقدار قامة فهو أحسن. فالأدنى نصف القامة، والأعلى القامة. وطوله: على قدر طول الميت، وعرضه: على قدر نصف طوله .

অর্থাৎ, হানাফীদের নিকট কবরের গভীরতা হবে মানুষের দৈর্ঘের অর্ধেক অথবা সীনা পর্যন্ত। আর যদি মানুষের দৈর্ঘের সমান হয় তাহলে আরো ভালো। সুতরাং সর্বনিম্ন মানুষের দৈর্ঘের অর্ধেক, আর সর্বোচ্চ মানুষের দৈর্ঘের সমান। কবর লম্বা হবে লাশের সমান, আর প্রস্ত হবে দৈর্ঘের অর্ধেক। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৪৯)

লাশ কবরে নামানোর সময় কিবলার দিক থেকে নামানো

লাশ কবরে কোন দিক থেকে নামানো হবে সে বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ»، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে একটি কবরের নিকট গেলেন। (রাতের আঁধার থাকার কারণে) তাঁর জন্য বাতি জ্বালানো হলো। তিনি কিবলার দিক থেকে লাশ গ্রহণ করলেন এবং মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি আল্লাহর ভয়ে অনেক বেশি ক্রন্দন করতে এবং কুরআনে কারীম অনেক বেশি তিলাওয়াত করতে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযায় চার তাকবীর বললেন। (তিরমিযী: ১০৫৭) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবরে লাশ নামানোর সময় কিবলার দিক থেকে নামাতে হয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, রাতে দাফন করাতে কোন দোষ নেই। এ হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে হানাফী

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মাযহাবের আমল আল্লামা কাসানী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে,

السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يُدْخَلَ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَهُوَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقَبْرِ، وَيُحْمَلُ مِنْهُ الْمَيِّتُ فَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ.

অর্থাৎ, আমাদের নিকট ছুন্নাত হলো মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো। আর তার পদ্ধতি এই যে, লাশ বহনের খাটিয়া এনে কবরের কিবলার দিকে রাখা হবে। অতঃপর সেখান থেকে মৃত ব্যক্তিকে বহন করে কবরে রাখা হবে। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৮) কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে, লাশ বহনের খাটিয়া এনে কবরের পায়ের দিকে রাখা হবে। অতঃপর সেখান থেকে মৃত ব্যক্তিকে বহন করে মাথা থেকে নামানো শুরু করতে হবে।

লাশ কবরে রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ কবরে নামা

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, কবরে কতজন নামবে তার কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। বরং প্রয়োজন অনুসারে নামবে। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা কাসানী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন,

وَلَا يَضُرُّ وِتْرٌ دَخَلَ قَبْرَهُ أَمْ شَفْعٌ عِنْدَنَا، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دُفِنَ أَدْخَلَهُ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ وَصُهَيْبٌ وَقِيلَ فِي الرَّابِعِ: إِنَّهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَقِيلَ: إِنَّهُ أَبُو رَافِعٍ فَدَلَّ أَنَّ الشَّفْعَ سُنَّةٌ؛ وَلِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الْقَبْرِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْوَضْعِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَالْوِتْرُ وَالشَّفْعُ فِيهِ سَوَاءٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِثْلُ حَمْلِ الْمَيِّتِ وَيَحْمِلُهُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعَةٌ عِنْدَنَا .

অর্থাৎ, কবরে নামার ক্ষেত্রে জোড় বা বেজোড় সংখ্যায় কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে আমাদের দলীল হলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাফনের বিষয়ে যা বর্ণিত আছে যে, তাঁকে কবরে প্রবেশ করিয়েছিলেন হযরত আব্বাস, আলী, সুহাইব ও মুগীরা বা আবূ রাফে'

রা.। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, (শুধু বেজোড় নয় বরং) জোড় সংখ্যক মানুষও কবরে নামা ছুন্নাত। আর কবরে নামা মূলত মৃত ব্যক্তিকে বহন করে কবরে নামানোর প্রয়োজনে। সুতরাং তা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। এ ব্যাপারে জোড় আর বেজোড় সমান। উপরন্তু এটা মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় বহনের মত। আর সেখানেও তো চারজন বহন করে থাকে। (সুতরাং এখানেও জোড় সংখ্যক মানুষ বহন করতে পারবে)। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৯)

মহিলার কবরে তার মাহরাম ব্যক্তিরা নামা উত্তম

জেনে রাখা দরকার যে, শরীআতে পর্দার বিধানটি এমন একটি বিধান যা মৃত্যুর পরেও বাকী থাকে। সুতরাং জীবিত অবস্থায় যেমন কোন বেগানা নারীর শরীর দেখা নিষেধ। মৃত্যুর পরেও কোন বেগানা নারীর শরীর দেখা নিষেধ। তবে পর্দার বিধানের মূল কারণ ব্যভিচার সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তেমন না থাকায় মৃত্যুর পরে এ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব কিছুটা কমে আসে। কাপড় বা পর্দার উপর থেকে জীবিত কোন বেগানা নারীর শরীরে হাত দেয়া নিষিদ্ধ। আর কাফনের কাপড়ের উপর দিয়ে মৃত নারীর শরীরে হাত দেয়া যদিও নিষিদ্ধ নয় তবে এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। এ কারণে নারীর লাশ কবরে নামানোর জন্য তার মাহরাম পুরুষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বেগানা পুরুষও অন্য নারীর লাশ কবরে নামানোর কাজ করতে পারে। প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ» قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. (رواه البخارى فى بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ ")

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক মেয়ের নিকট (তাঁর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দাফন কাজে) আমরা উপস্থিত ছিলাম। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের কবরের নিকট বসা ছিলেন। হযরত আনাস রা. বলেন, রসূল-এর চক্ষুদ্বয় থেকে আমি অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে, আজ রাতে স্ত্রী মিলন করেনি? হযরত আবূ তালহা রা. বললেন, আমি আছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি কবরে অবতরণ করো। সেমতে তিনি কবরে অবতরণ করলেন। (বোখারী: হাদীস নং ১২১০)

হযরত আবূ তালহা রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ের কোন মাহরাম ছিলেন না। সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশে তাঁর কবরে অবতরণ করা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়েকে কবরে নামানো থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাকে কবরে নামানোর কাজে গায়র মাহরাম পুরুষও কবরে নামতে পারে। অবশ্য এ কাজের জন্য ঐ মৃত মহিলার কোন মাহরাম হলে সেটা অতি উত্তম হবে। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত আল্লামা কাসানী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন,

وَذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ أَوْلَى بِإِدْخَالِ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَذَا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهَا أَوْلَى مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ فَلَا بَأْسَ لِلْأَجَانِبِ وَضْعُهَا فِي قَبْرِهَا، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى إِتْيَانِ النِّسَاءِ لِلْوَضْعِ .

অর্থাৎ, মৃত মহিলার মাহরাম অন্যদের তুলনায় তাকে কবরে নামানোর জন্য বেশি উত্তম। কেননা জীবিত অবস্থায় যেমন মাহরামের জন্য ঐ নারীকে স্পর্শ করা বৈধ, মৃত্যুর পরও তেমনই বৈধ। তবে যদি তার মাহরাম না থাকে তাহলে কোন বেগানা তাকে কবরে রাখাতে দোষ নেই। এ কাজের জন্য কোন নারীকে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২০)

www.maktabatulabrar.com

মহিলার লাশ বহন ও দাফনের সময় ঢেকে নেয়া দরকার

মহিলাদের পর্দার বিষয়ে পূর্বের শিরোনামেই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও পর্দার বিধান থাকে। আর জীবিত থাকতে মহিলাদের জন্য এমন আঁটসাট পোষাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ যা দ্বারা মহিলাদের শরীরের উঁচু-নিচু ও অবয়ব পোষাকের বাইরে দেখে অনুভব করা যায়। কাফন পরিহিত মহিলার কাফনের কাপড় তার শরীরের সাথে মিলে থাকার কারণে তার প্রতি কোন পুরুষের নজর পড়লে শরীরের অবয়ব ও উঁচু-নিচু নজরে আসবে যা শরীআতে অপছন্দনীয়। এ কারণে মহিলার লাশ বহনের সময় খাটিয়ার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া এবং লাশ কবরে নামানোর সময় কাপড় দিয়ে লাশ এবং কবর ঢেকে দেয়া উত্তম। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমাদ আল-কাসানী রহ. বলেন,

وَيُسَجَّى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُجِّيَ قَبْرُهَا بِثَوْبٍ وَنَعْشٍ عَلَى جِنَازَتِهَا؛ لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهَا عَلَى السَّتْرِ، فَلَوْ لَمْ يُسَجَّ رُبَّمَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ فَيَقَعُ بَصَرُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا، وَلِهَذَا يُوضَعُ النَّعْشُ عَلَى جِنَازَتِهَا دُونَ جِنَازَةِ الرَّجُلِ .

অর্থাৎ, মহিলার কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া হবে। যেহেতু বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমার লাশ খাটিয়ায় থাকতেই তাঁর কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছিলো। কারণ আপাদমস্তক পর্দার আবরণে ঢেকে ফেলাই হল মহিলার মূল প্রকৃতি। সুতরাং যদি ঢেকে দেয়া না হয় তাহলে সতর আলগা হয়ে গেলে কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। আর একই কারণে মহিলার লাশ বহনের খাটিয়ার উপর পর্দা দেয়া হবে, তবে পুরুষের খাটিয়ায় তার প্রয়োজন নেই। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২০)

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দুআ পড়া

লাশ কবরে রাখার সময় কী বলবে সে বিষয়ে হাদীসে বেশ কিছু দুআ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে হাসান বর্ণিত আছে যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» ، وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. (رواه ابن ماجة في بَابِ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ)

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে প্রবেশ করানো হয় তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» বর্ণনাকারী আবূ খালেদ কখনো বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله» আর বর্ণনাকারী হিশাম তাঁর হাদীসে বলেন, « بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله» (ইবনে মাযা: ১৫৫০ ও তিরমিযী: ১০৪৬) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে,

وَ يُسْتَحَبُّ...أَنْ يَقُولَ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ, মুস্তাহাব হলো যিনি মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবেন তিনি বলবেন, بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (আদ্দুররুল মুখতার: অধ্যায় জানাযা)। হযরত ইমাম আবূ হানিফা সূত্রে ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকেও অনুরূপ আমল বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল আছার লিআবী ইউসুফ: ৩৭৯)

আল্লামা আবূ বকর হাদ্দাদী রহ. আরো একটি দুআ এভাবে বর্ণনা করেন,

وَيَقُولُ فِي الْحَثْيَةِ الْأُولَى {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} وَفِي الثَّانِيَةِ {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ}

وَفِي الثَّالِثَةِ {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}

অর্থাৎ, প্রথমবার মাটি দেয়ার সময় বলবে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ দ্বিতীয়বার মাটি দেয়ার সময় বলবে, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ আর তৃতীয়বার বলবে, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৯)

শাফেঈ মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম নববী রহ.ও বলেন,

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي الحثية الاولي (منها خلقناكم) وفى الثانية (وفيها نعيدكم) وفى الثالثة (منها نخرجكم تارة أخرى) وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخرجكم تارة أخرى " رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن زحر عن على بن زيد ابن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وان كان ضَعِيفَةَ الْإِسْنَادِ وَيُعْمَلُ بِهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَهَذَا مِنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).

(المجموع شرح المهذب)

অর্থাৎ, মুস্তাহাব হলো প্রথমবার মাটি দেয়ার সময় বলবে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ দ্বিতীয়বার মাটি দেয়ার সময় বলবে, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ আর তৃতীয়বার বলবে, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى আর এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয় হযরত আবূ উমামা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম রা.কে কবরে রাখা হলো তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى পড়লেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ উবায়দুল্লাহ ইবনে যাখার থেকে,

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তিনি আলী ইবনে জুদআন থেকে এবং তিনি কাসেম থেকে বর্ণনা করেন। আর এ তিনজন রাবীই জঈফ। তবে ফাযায়েলের হাদীস যদি খুব বেশি জঈফ না হয় তাহলে তা দ্বারা সহায়তা গ্রহণ করা যায় এবং তারগীব-তারহীবের বিষয়ে তার উপর আমল করা যায়। আর এ হাদীসটি ঐ প্রকারের আওতাভুক্ত। (শরহুল মুহাজ্জাব)

কবরে মাটি দেয়ার সময় দুহাতে মাটি দেয়া

মৃত ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার শেষ কাজটি হলো কবরে মাটি দেয়া। এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির হক এবং নিজের মানবিক দায়িত্ব আদায় করা হয়। কবরে মাটি দেয়ার পদ্ধতি কেমন হবে সে বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا». (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একজন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করে তার কবরের নিকট গেলেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তির মাথার দিক থেকে তিনবার মাটি দিলেন। (ইবনে মাযা: ১৫৬৫) ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, মৃত ব্যক্তির কবরে তিনবার মাটি দেয়া ছুন্নাত। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা আবূ বকর হাদ্দাদী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে,

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ شَهِدَ دَفْنَ مَيِّتٍ أَنْ يَحْثُوَ فِي قَبْرِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَيَكُونُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির দাফনের সময় উপস্থিত ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে উভয় হাত দ্বারা তিনবার মাটি দেয়া। (আল-

জাওহারাতুন নায়্যিরা: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৯)

এ ছুন্নাত আমলটির দু'টো বিকৃত রূপ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। প্রথমটা হলো- কবর খননের সময় প্রথম কোপের মাটি ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করে রেখে দাফনের সময় ঐ মাটি কবরে দেয়া। এটা নিছক একটা মনগড়া আমল। আমাদেরকে মনগড়া আমল বর্জন করে ছুন্নাতের আমলে ফিরে আসা দরকার। দ্বিতীয়টা হলো- কবরে মাটি দেয়ার জন্য অনেক ভি. আই. পি শ্রেণীর মানুষ দাফনের সময় উপস্থিত থাকে। তারা মাটি দেয়ার জন্য কবরের নিকট আসতে প্রস্তুত নয়। অথবা অনেক মহিলা থাকে যারা পুরুষের মধ্যে কবরের নিকট আসতে ইতস্তত বোধ করে। তখন তাদের জন্য ঝুড়িতে করে মাটি নিয়ে গিয়ে হাত ছুঁইয়ে আনা হয়। এর দ্বারা কবরে মাটি দেয়ার ছুন্নাত আদৌ আদায় হয় না। বরং মানুষকে ছুন্নাত থেকে সুকৌশলে সরিয়ে নিতে কেউ এ প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছে। পুরুষদের মধ্যে যারা এ আমল করতে চায় তাদেরকে কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে দু'হাতে মাটি দিতে হবে। আর নারীদের জন্য এমনিতেই কবরস্থানে গমন করা শরীআতে পছন্দনীয় নয়। সুতরাং এ ছুন্নাত আদায়ের জন্য তাদেরকে কোন বাহানার আশ্রয় নেয়ারও প্রয়োজন নেই।

মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে কিবলামুখী করে কবরে রাখা

লাশ কবরে কীভাবে রাখতে হবে তার একটি প্রমাণ হযরত উমায়ের ইবনে কতাদা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নয়টা গুনাহের তালিকা পেশ করেন। ঐ তালিকার শেষে তিনি উল্লেখ করেন,

وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. (رواه ابو داود فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ)

অর্থাৎ, (হেরেমের সীমানায়) বাইতুল্লাহর শান ও মর্যাদার পরিপন্থী কোন কাজ করা যা তোমাদের জীবিত ও মৃত সকলের কিবলা। (আবূ দাউদ: ২৮৬৫ ও মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৬৬৬) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, বাইতুল্লাহ জীবিত মানুষেরও কিবলা এবং মৃত মানুষেরও কিবলা। সুতরাং জীবিত মানুষের শোয়ার ছুন্নাত তরীকা যেমন কিবলার দিকে সিনা রেখে ডান কাত হয়ে শোয়া তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরে শোয়ানোর তরীকাও তেমন কিবলার দিকে সিনা রেখে ডান কাত করে শোয়ানো। অপর একটি হাদীসে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক আনসারী ব্যক্তির জানাযায় গিয়ে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে এ নির্দেশ দেন যে, أَدْخِلُوهُ قَبْرَهُ وَأَنِيمُوهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ، وَلَا تَبْطَحُوهُ لِظَهْرِهِ অর্থাৎ, তাকে তার কবরে প্রবেশ করাও এবং ডান কাতে শুইয়ে দাও। মুখ নিচে দিয়ে তাকে উপুড় করে শোয়াবে না এবং পিঠ নিচে রেখে তাকে চিৎ করেও শোয়াবে না। (আদ-দুআ লিততবারানী: ১১৮৭) এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে শোয়ানোর ছুন্নাত তরীকা হলো- কিবলার দিকে সিনা রেখে ডান কাত করে শোয়ানো। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা কাসানী রহ. এভাবে বর্ণনা করেন,

وَيُوضَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا: عَلِيُّ اسْتَقْبِلْ بِهِ اسْتِقْبَالًا وَقُولُوا جَمِيعًا بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَضَعُوهُ لِجَنْبِهِ وَلَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ وَلَا تُلْقُوهُ لِظَهْرِهِ». (بدائع الصائع)

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে কিবলামুখী করে রাখা হবে যেমনটি বর্ণিত আছে হযরত আলী রা. থেকে। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে আলী! তাকে কিবলামুখী করে দাও। আর সকলে বলো, بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، আর তাকে কাত করে রাখো; উপুড় করে বা চিত করে রেখো না। (বাদায়েউস সানায়ে': খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৯)

দাফন শেষে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া

দাফনের পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়ার আমল হযরত আবূ রাফে' রা. থেকে জঈফ সনদে বর্ণিত আছে যে,

سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا، وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً. (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাআদ রা.-এর মৃত দেহ কবরে নামিয়েছিলেন এবং তাঁর কবরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। (ইবনে মাযা: ১৫৫১) মুহাম্মাদ ইবনে উমার রহ. থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীমের কবরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। (ইমাম আবূ দাউদ সংকলিত কিতাবূল মারাসীল: হাদীস নং ৪২৪) হযরত আমের ইবনে রবীআহ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَمَا دَفْنِهِ وَأَمَرَ بِرَشِّ الْمَاءِ অর্থাৎ, হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর দাফনের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পানি ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (মুসনাদে বায্যার: ৩৮২২) এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা শামী রহ. এভাবে পেশ করেছেন– (قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ) بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُنْدَبَ অর্থাৎ, কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াতে কোন দোষ নেই; বরং এটা মুস্তাহাব। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৭)

সমতল ভূমি থেকে কবর সামান্য উঁচু করা

কবরের ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের অবস্থান এই যে, কবরকে মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখানো যাবে না। আবার কবর কেন্দ্রিক এমন কোন আচরণও করা যাবে না যাতে কবরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রকাশ পায়। কবরকে বেশি উঁচু করা এটা মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেখানোর মত একটি কাজ। আবার মাটির সাথে সমান করে দেয়া কবরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রকাশ পাওয়ার একটি মাধ্যম। কারণ কবর মাটির সাথে সমান

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

থাকলে কবরের চিহ্ন বজায় থাকবে না; ফলে মানুষ এর উপর দিয়ে হাঁটা-চলা করতে পারে এবং আরাম-বিশ্রাম ও ইস্তিঞ্জা করার জন্য বসতে পারে যা কবরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের বহিঃপ্রকাশ। এ কারণে ইসলামী শরীআত এর মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে হযরত আবূল হায়্যাজ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. (رواه مسلم فى بَابِ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ)

অর্থাৎ, হযরত আলী রা. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে ঐ কাজে পাঠাবো না যে কাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তা এই যে, কোন প্রতিকৃতি পেলে তা মিটিয়ে দিবে। আর কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান করে দিবে। (মুসলিম: ২১১৫)

হযরত সুফিয়ান তাম্মার রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا. (رواه البخارى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)

অর্থাৎ, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর উটের কুঁজের ন্যায় উঁচু দেখেছেন। (বোখারী: হাদীস নং ১৩০৮)

উপরিউক্ত হাদীস দুটির প্রথমটিতে উঁচু কবর সমান করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের কবরের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে যে, তা উটের কুঁজের ন্যায় উঁচু ছিলো। উভয় হাদীসের সমন্বয় এভাবে করা হয়ে থাকে যে, কবর বেশি উঁচু করা হবে না। তবে উটের কুঁজের আকৃতির ন্যায় মাটি থেকে এতটুকু উঁচু থাকবে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা একটা কবর। তাহলে মানুষ তা মাড়ানো থেকে এবং কবরের উপর বসা বা ইস্তিঞ্জা করা থেকে বিরত থাকবে। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এভাবে পেশ করেন যে, يُجْعَلُ تُرَابُهُ مُرْتَفِعًا عَلَيْهِ كَسَنَامِ الْجَمَلِ،...وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ. অর্থাৎ, কবরের মাটি উটের কুঁজের ন্যায় উঁচু করবে। এ মতই গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, লাইস বিন সাআদ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ এবং ব্যাপক সংখ্যক ইমামগণ। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৭)

কবর বেশি উঁচু না করার আমল সহজ করার পন্থা হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। হযরত জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, কবর খুঁড়তে গিয়ে যে মাটি বের হয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে অতিরিক্ত মাটি কবরে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ: ৩২১২) এ হাদীসের উপর আমল করা হলে কবর অল্পই উঁচু হবে।

দাফনের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা

দাফনের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ছুন্নাত। এ বিষয়ে হযরত উসমান রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. (رواه أبو داود فى بَابُ الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الِانْصِرَافِ ورواه أحمد فى فضائل الصحابة)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার কাজ শেষে করে তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দুআ করো এবং সে যেন (মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদের সময়) দৃঢ় থাকতে পারে তা কামনা করো। কারণ এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (আবূ দাউদ: ৩২০৭ ও ফাযাইলুস সাহাবা লিআহমাদ: ৭৭৩) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তির কবরের মাটি সমান

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন,

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ رُدَّ إِلَيْكَ فَارْأَفْ بِهِ وَارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَافْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ، وَتَقَبَّلْهُ مِنْكَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفْ لَهُ فِي إِحْسَانِهِ، أَوْ قَالَ: فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْه .

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে তোমার নিকট ফেরত দেয়া হয়েছে। আপনি তার প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করুন। হে আল্লাহ! তার উভয় পাশ থেকে মাটি গুটিয়ে নিন। তার রুহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে উত্তমভাবে কবূল করে নিন। হে আল্লাহ! যদি সে সৎকর্ম পরায়ণ হয় তাহলে তার নেকী অনেক গুণ করে দিন। (বা তিনি বলেছেন তার নেকী বৃদ্ধি করে দিন।) আর যদি সে অপরাধী ও পাপী হয় তাহলে তার অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দিন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৮২৭) আল-ফাতহুর রব্বানীর হাশিয়া বুলূগুল আমানীতে আল্লামা আহমাদ ইবনে আব্দির রহমান এ হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন। (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৫ ও ৬৬)

উপরিউক্ত দু'টো হাদীসের মধ্যে প্রথম হাদীস দ্বারা দাফনের পর দুআ করার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ, আর দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের দুআ করা প্রমাণিত হয়। সুতরাং দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা ছুন্নাত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকা থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَه .

অর্থাৎ, লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব রা.-এর কবর দেয়ার কাজ শেষ করলেন। তখন আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে দেখেছি, তাঁর সাথে আরো মানুষ ছিলো। তিনি তাঁর কবরের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং

তাঁর জন্য দুআ করলেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৬৫০২) আল-ফাতহুর রব্বানীর হাশিয়া বুলূগুল আমানীতে আল্লামা আহমাদ ইবনে আব্দির রহমান এ হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন। (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৫ ও ৬৬) হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ আছার থেকেও প্রমাণিত হয় যে, দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা ছুন্নাত। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা আবূ বকর আল-হাদ্দাদী রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

وَيُسْتَحَبُّ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَنْ يَجْلِسُوا سَاعَةً عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِقَدْرِ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ .

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার কাজ শেষ করে মুস্তাহাব হলো তার কবরের পাশে এতটুকু সময় অবস্থান করা যতটুকু সময়ে একটি উট জবাই করে তার গোস্ত বন্টন করা যায়। (অনুমানিক দেড় থেকে দু' ঘন্টা) এ সময়ে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১০) এ বিষয়ে হযরত ইবনে উমার রা.-এর পছন্দ ছিলো দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছূরা বাকারা শুরু ও শেষাংশ পাঠ করা। (আল-জাওহারাতুন নায়্যিরা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১০) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত। আর পায়ের দিকে আমানার রসূল থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা। এ বিষয়ে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম নববী রহ. বলেন,

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ سَاعَةً يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَيَسْتَغْفِرُ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর মুস্তাহাব হলো কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা।

তিনি আরো বলেন,

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شيءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ كَانَ أَفْضَلَ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন থেকে কিছু পাঠ করাও মুস্তাহাব। যদি পূর্ণ কুরআন খতম করতে পারে তাহলে আরো উত্তম। (শরহুল মুহাজ্জাব: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৯১) হাদীস ও ফিকহের বর্ণনাসমূহে দুআ করার কথা উল্লেখ থাকলেও হাত উঠিয়ে করা বা হাত না উঠিয়ে করা– কোন পন্থারই উল্লেখ

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করা হয়নি। অবশ্য আবূ দাউদ শরীফে (হাদীস: ১৪৮৬) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তোমরা যখন আল্লাহর নিকট চাইবে তখন তোমাদের হাতের তালু দিয়ে চাইবে। সুতরাং হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে উভয় পদ্ধতিতে দুআ করা যেতে পারে। আবার দুআ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন করবে নাকি সম্মিলিতভাবে করবে সে কথাও উল্লেখ নেই। অবশ্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুআ করতে দেখে সাহাবায়ে কিরাম স্বেচ্ছায় তাতে শরিক হয়েছেন সে প্রমাণ বোখারী শরীফ, ৯৭৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক যে, উক্ত দুআয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামও শরিক হয়েছেন। যদিও বিপরীতের সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। অতএব সম্মিলিত দুআ বা ভিন্ন ভিন্ন দুআ উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেতে পারে। কারণ সম্মিলিত দুআ এবং হাত উঠিয়ে দুআ উভয়টিই ছুন্নাতসম্মত। সম্মিলিত দুআর প্রমাণ হিসেবে দেখুন- মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৭১২১, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব: ২৩৫১, আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী: ৩৪৫৬, মুসতাদরাকে হাকেম: ৫৪৭৮ ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৭ নম্বরে। আর হাত উঠিয়ে দুআর প্রমাণ হিসেবে দেখুন- বোখারী: হাদীস নং ৫৯৪১ ও ৪০০৩, আবূ দাউদ: হাদীস নং ১৪৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৭৬, মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৩১ মুসলিম: হাদীস নং ৩৯৩ ও ৪৪৭১, তিরমিযী: হাদীস নং ৩৩৮৬, মুয়াত্তা মালেক: ২/৫২৭, মুসনাদে আহমদ: ৭৩১৫, নাসাঈ: হাদীস নং ৩০১৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৩০০২০, ৩০২৯১ ও ৩৩০১৮ এবং আল-আদাবূল মুফরাদ: হাদীস নম্বর ৬১৩।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করতে হয় দাফনের পরে। অনেকে দুআ করে থাকে জানাযার নামায শেষে দাফনের পূর্বে। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম জানাযার নামায শেষে লাশ দাফনের পূর্বে কারো জন্য দুআ করেছেন মর্মে হাদীসের কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামায শেষে লাশ নিয়ে

www.maktabatulabrar.com

দ্রুত চলার নির্দেশ দিয়েছেন। এর প্রমাণ হিসেবে দেখুন বোখারী: ১২৩৬, আবূ দাউদ: ৩১৭০, তিরমিযী: ১০১১, মুসনাদে আহমাদ: ১৯৬০৪ ও ত্বহাবী: ২৭৪০ নং হাদীস। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামায আদায় শেষে দাফনের পূর্বে দুআর জন্য বিলম্ব না করে দাফনের পর দুআ করার ছুন্নাতসম্মত। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার চেষ্টা করা দরকার।

মৃত ব্যক্তির পরিবারে খানা পৌঁছানো

মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন শোকাহত থাকায় খানা পাকানো বা খাওয়ার কথা অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যায়। তাই শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাদেরকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা মানবিক কারণেই প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের উপর বর্তায়। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব রা.-এর মৃত্যু সংবাদ আসলো তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন যে,

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ)

অর্থাৎ, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খানার ব্যবস্থা করো। কারণ তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে যা তাদেরকে খানার ব্যবস্থা করা থেকে বিরত রাখবে। (ইবনে মাযা: ১৬১০ ও আবূ দাউদ: ৩১১৮) ইবনে মাযা এবং আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করত ফাতহুল কদীরের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এ বিষয়ে বলেন,

وَيُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَالْأَقْرِبَاءِ الْأَبَاعِدِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী এবং দূরের আত্মীয়দের জন্য মুস্তাহাব হলো- মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য এই পরিমান খানা ব্যবস্থা করা যা তাদের এক দিন ও এক রাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪০)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

স্বামী ব্যতীত কারো মৃত্যুতে শোক পালন না করা

মনে রাখা দরকার যে, জন্ম ও মৃত্যু পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক নিয়ম। যারা কারো মৃত্যুতে খুব বেশি ভেঙ্গে পড়ে তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, পৃথিবীতে যদি মানুষের কেবল জন্মই হতো মৃত্যু না হতো, মৃত্যুবরণ না করতো তাহলে নতুন করে জন্ম নেয়া মানুষের জন্য কি পৃথিবীতে দাঁড়ানোর জায়গাও হতো? অতএব, জন্মের পাশাপাশি মানুষের নিয়মিত মৃত্যুও আল্লাহ তাআলার একটি নিআমত এবং নেক আমলের বদলা পাওয়ার মাধ্যম। সুতরাং প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনায় মনের ব্যাথা ও চোখের পানি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও আচার-আচরণের স্বাভাবিকতা ঠিক রাখা আবশ্যক। মনের শোক ও বেদনা এবং শারিরীক অস্বাভাবিকতা যেন দু'এক দিন বা সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়। এ বিষয়ে হযরত উম্মে হাবীবা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, শাম থেকে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান রা.-এর মৃত্যু সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি তৃতীয় দিনে হলুদ বর্ণের সুগন্ধি তলব করলেন এবং তা উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। অতঃপর বললেন যে, আমার এখন এ সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলো না যদি আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ইরশাদ না শুনতাম যে,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (رواه البخارى فى بَابِ تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

অর্থাৎ, আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে। কেবল স্বামীর মৃত্যুতে সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। (বোখারী: হাদীস নং ১২০৬) অনুরূপ বর্ণনা হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশ রা. থেকেও বর্ণিত আছে। (বোখারী: হাদীস নং ১২০৭)

এ হাদীসে মহিলাদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে তিন দিনের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। পুরুষের জন্য যদিও এখানে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি, তবে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অতি

www.maktabatulabrar.com

আপনজনের বিয়োগ -বদনায় ব্যথিত একজন মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য সর্বোচ্চ তিন দিনের অবকাশ দেয়া যেতে পারে। তিন দিন পার হলে যেন কারো মৃত্যুতে কাউকে বেদনা ভারাক্রান্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখা না যায়। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করবে এবং সে সময় স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা পরিহার করবে।

মৃত্যু ব্যক্তির বিয়োগ বেদনা তাজা না করা

পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রিয়জনের বিয়োগ বেদনায় মনের ব্যাথা, শোক ও বেদনা এবং শারীরিক অস্বাভাবিকতা যেন দু'এক দিন বা সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়। তিন দিন পার হওয়ার পর যেন কারো মধ্যে শোকের ছায়া দেখা না যায়। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ.

(رواه الترمذى تحت بَابٍ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর তোমাদের সাথী মৃত্যুবরণ করলে তাকে ছেড়ে দাও। (তিরমিযী: ৩৮৯৫) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী রহ. বলেন, أن يتركوا التحسر والتلهف عليه؛ فإن في الله تعالي خلفاً عن كل فائت। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির জন্য আফসুস করা এবং দুঃখিত হওয়া পরিত্যাগ করবে। কেননা প্রতিটি বিদায়ের বিপরীতে আল্লাহ তাআলার নিকট স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১২৫) এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের আমল আল্লামা ফখরুদ্দীন ঝাইলাঈ রহ. এভাবে বর্ণনা করেন যে,

لَا بَأْسَ بِتَعْزِيَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنْ يُعَزَّى إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يُتْرَكُ لِئَلَّا يَتَجَدَّدَ الْحُزْنُ. (تبيين الحقائق)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকদেরকে শান্ত্বনা দেয়ায় কোন দোষ নেই। তবে এর সময় সর্বোচ্চ তিন দিন। তারপর পরিত্যাগ করা করা দরকার যেন শোক তাজা না হয়। (তাবঈনুল হাকায়েক: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬)

পূর্ববর্ণিত হাদীস এবং মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কিরামের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিয়োগ-বেদনা তাজা করা যাবে না। সুতরাং যেসকল কাজে বিয়োগ-বেদনা স্মরণ হয় তা বর্জন করাও জরুরী। এ জাতীয় কাজের তালিকায় কুলখানি, চেহলাম, মৃত্যুবর্ষিকী, স্মরণসভা, শোক-দিবস পালন এবং কালো কাপড় পরিধান করা ও কালো ব্যাচ ধারণ করা অন্যতম।

কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারতের ফযীলত

জীবিত আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করা যেমন আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত মুসলমানদের হক এবং একটি মানবীয় গুণ, তেমনি কোন আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার কবর জিয়ারত করাও একটি মানবীয় গুণ। সাথে সাথে কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে এবং কবরের কথা চিন্তা করলে নিজের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ আমল করতেন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। হযরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. (رواه مسلم فى بَابِ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা জিয়ারত করো। (মুসলিম: ২১৩২ ও আবূ দাউদ: ৩২২১) হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ: ২৩০০৫ নম্বরেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণীটিও যুক্ত আছে যে, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ অর্থাৎ, কবর জিয়ারত মানুষকে আখেরাতের কথা

স্মরণ করিয়ে দেয়। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ: ২৩০১৫ নম্বরেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরো একটি বাণী যুক্ত আছে যে, فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا عِظَةً وَعِبْرَةً অর্থাৎ, কবর জিয়ারতের মধ্যে নছীহত ও উপদেশ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাসান সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা জিয়ারত করো। কেননা কবর জিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইবনে মাযা: ১৫৭১) ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। হযরত আনাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَزُورَ قَبْرًا فَلْيَزُرْهُ، فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ .

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করে ছিলাম, এখন তোমাদের যে চায় কবর জিয়ারত করতে পারে। কেননা কবর জিয়ারত অন্তর নরম করে, চোখে পানি আনায়ন করে এবং আখেরাত স্মরণ করায়। (মুস্তাদরকে হাকেম: ১৩৯৩ ও ১৩৯৪) আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. হাদীসটির সনদ উত্তম বলেছেন। (আল-বদরুল মুনীর: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, কবর জিয়ারত মানুষের মনে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। কবর জিয়ারতের মধ্যে রয়েছে নছীহত ও উপদেশ। কবর জিয়ারত মানুষের অন্তর নরম করে এবং চোখে পানি আনয়ন করে। উপরন্তু এটা নিজের ও মৃত ব্যক্তির আমলনামাকে সমৃদ্ধ করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কবর জিয়ারতের উত্তম দিনসমূহ

জেনে রাখা দরকার যে, কবর জিয়ারত এমন একটি নফল আমল যা সময়ের গণ্ডির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং যে কেউ যে কোনো দিন যে কোনো সময় জিয়ারত করতে পারে। তারপরও ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন হাদীস ও আছারের ইঙ্গিত থেকে জুমআর দিনকে জিয়ারতের জন্য উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.ও এ মত গ্রহণ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ. অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিরা জুমআর দিন এবং তার পূর্বে ও পরে এক এক দিন তাদের জিয়ারতকারীদের সম্পর্কে জানতে পারে। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২) অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' রহ.-এর কথার জের ধরে আল্লামা শামী রহ. নিজের মত এভাবে প্রকাশ করেন যে, فَتَحَصَّلَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ. অর্থাৎ, এ থেকে সারকথা বের হয় যে, জুমআর দিন জিয়ারতের জন্য উত্তম। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২) অবশ্য আল্লামা ইবনুল কয়্যিম রহ. দিন-ক্ষণের নির্ধারণকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,

الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك قال وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقي .

অর্থাৎ, হাদীস ও আছারসমূহ এটাই বুঝায় যে, জিয়ারতকারী যখনই কবরের পাশে আসে তখন মাইয়েত তাকে চিনতে পারে, তার সালাম শুনতে পারে, তাকে ভালোবাসে এবং তার তার সালামের জবাব প্রদান করে। এটা শুধু শহীদদের বৈশিষ্ট নয়, বরং শহীদ ও গায়রে শহীদ সকলের জন্যই সাধারণভাবে প্রমাণিত। জিয়ারতকারীকে চিনতে পারার জন্য জিয়ারতের কোন নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত নেই। আর এটাই বেশি সহীহ হযরত জহ্হাক রহ. থেকে বর্ণিত ঐ আছরের তুলনায় যা দ্বারা প্রমাণিত

হয় যে, নির্দিষ্ট কিছু দিন রয়েছে যে দিনগুলোতে জিয়ারত করা হলে কবরবাসী জিয়ারতকারীকে চিনতে পারে। (ফতওয়া আর-রমালী: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৪) এ সবকিছু মিলিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জিয়ারতের জন্য কোন দিন-ক্ষণ নির্ধারণ না করে মুক্তভাবে আমল করা। তবে জুমআর দিনের জিয়ারতের আমলকে তুলনামূলক উত্তম মনে করা।

জিয়ারতের সময় মৃত ব্যক্তিকে সালাম দিবে

জিয়ারত শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ। জীবিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে যেভাবে তাকে সালাম করা ছুন্নাত, মৃত্যু ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য তার কবরের নিকট গেলেও তাকে সালাম করা ছুন্নাত। কবর জিয়ারতের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিদেরকে সালাম করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. (رواه مسلم فى بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরস্থানে গেলেন এবং বললেন, মুমিন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি সালাম। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে (অচিরেই) যুক্ত হবো। (মুসলিম: ৪৭৭) এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কবরসমূহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং সে দিকে ফিরে বললেন যে, হে কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী, আর আমরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। (তিরমিযী: ১০৫৩) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বলেছেন। মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার জন্য পূর্ববর্ণিত দুই ধরনের শব্দের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করা যেতে পারে।

সালাম দেয়ার সময় মৃত ব্যক্তির মুখোমুখি হবে

সালাম দেয়ার তরীকার ব্যাপারে জীবিত পরিচিত মানুষকে সালাম দেয়ার তরীকার প্রতি খেয়াল রাখা যথেষ্ট। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থাৎ, যে কোন মুসলমান তার পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে আর তাকে সালাম করে, তখন মৃত ব্যক্তি সালামকারীকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জবাব প্রদান করে। (আল ইস্তিজকার: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫) আল্লামা আব্দুল হক আশবিলী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল-আহকামুছ ছুগরা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫) অনুরূপ হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকেও বর্ণিত আছে।

সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া জীবিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার মতই। এসত্ত্বেও ফুকাহায়ে কিরাম এ বিষয়টি আমাদের জন্য আরো সহজ করে পেশ করেছেন। মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

ثُمَّ مِنْ آدَابِ الزِّيَارَةِ مَا قَالُوا، مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي الزَّائِرُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْمُتَوَفَّى لَا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ أَتْعَبُ لِبَصَرِ الْمَيِّتِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُقَابِلَ بَصَرِهِ، لَكِنْ هَذَا إِذَا أَمْكَنَهُ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَرَأَ أَوَّلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ مَيِّتٍ وَآخِرَهَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ.

অর্থ: অতঃপর জিয়ারতের আদব হলো তারা (উলামায়ে কিরাম) যা বলেছেন, অর্থাৎ জিয়ারতকারী মৃত ব্যক্তির পায়ের দিক থেকে আসবে;

মাথার দিক থেকে আসবে না। কারণ এটা মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষাতকারীকে দেখার কষ্টকর পদ্ধতি। অথচ প্রথম পদ্ধতিটি কষ্টকর নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে সাক্ষাতকারী মৃত ব্যক্তির দৃষ্টির সামনে থাকে। এ পদ্ধতি তখন প্রযোজ্য হবে যখন এটা করা সম্ভব হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট দাঁড়িয়ে ছুরা বাকারার শুরু অংশ আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে শেষ অংশ পড়েছেন। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২) অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার প্রসিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। সুতরাং প্রসিদ্ধ তরীকা কষ্টকর হলে যে কোন সহজ পন্থায় সালাম দেয়া যেতে পারে।

সালাম শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করবে

সালাম দেয়া শেষ হলে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, কবর জিয়ারতের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করেছেন। (তিরমিযী: ১০৫৩) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ.

অর্থাৎ, কবরে মৃত ব্যক্তির উদাহরণ পানিতে নিমজ্জমান সাহায্যপ্রার্থীর ন্যায়। সে মা-বাবা ও ভাই-বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রাপ্য দুআর প্রত্যাশায় থাকে। দুআ পেলে তা তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে প্রিয় লাগে। আল্লাহ তাআলা জমীনবাসীদের দুআ মৃত্যু ব্যক্তির কবরে পর্বতসম করে পৌঁছে দেন। আর মৃত্যু ব্যক্তিদের প্রতি জীবিতদের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাদিয়া হলো তাদের জন্য ইস্তিগফার করা। (শুআবুল ঈমান: ৭৫২৭) হাদীসটির সনদ মজবুত না হলেও মৃত মানুষের জন্য জীবিতদের দুআ ফলপ্রসূ হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

দুআর পূর্বে কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করবে

মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করার পূর্বে কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করা উত্তম। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

وَيَقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ إلَى الْمُفْلِحُونَ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَسُورَةِ يٰسٓ وَتَبَارَكَ الْمُلْكُ وَسُورَةِ التَّكَاثُرِ وَالْإِخْلَاصِ اثْنَيْ عَشَرَ مَرَّةً أَوْ إحْدَى عَشَرَ أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ إلَى فُلَانٍ أَوْ إلَيْهِمْ .

অর্থাৎ, যতটা সম্ভব হয় কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবে। এটা হতে পারে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, আমানার রসূল, ছূরা ইয়াসীন, ছূরা মুল্‌ক, ছূরা তাকাসুর, তিন বা সাত অথবা এগারো কিংবা বারো বার ছূরা ইখলাছ তিলাওয়াত করা। অতঃপর বলবে, হে আল্লাহ! আমরা যা পড়লাম এর ছওয়াব অমুক বা ঐ সকল লোকদের প্রতি পৌঁছে দিন। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৩) এ বিষয়ে ইমাম নববী রহ. বলেন, وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ وَيَدْعُوَ لَهُمْ عَقِبَهَا কুরআন থেকে যা সহজ হয় তিলাওয়াত করবে এবং তারপর মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করবে। (শরহুল মুহাজ্জাব: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১১)

দুআ করার সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুআ করা

কুরআন তিলাওয়াত শেষে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুআ করবে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, ثُمَّ يَدْعُو قَائِمًا طَوِيلًا، وَإِنْ جَلَسَ يَجْلِسُ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا بِحَسَبِ مَرْتَبَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ.

অর্থাৎ, অতঃপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দুআ করবে। আর যদি বসতে হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকতে যতটুকু দূরে গিয়ে বসতো এখনও সে পরিমাণ দূরে গিয়ে বসবে। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২) আর শায়খজাদা আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ রহ. কুহুস্তানী কিতাবের বরাত দিয়ে বলেন, وَيَدْعُوهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ অর্থাৎ, কিবলামুখী হয়ে দুআ করবে। (মাজমাউল আনহুর: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫২)

মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারতের বিধান

মহিলারা কবর জিয়ারতে যেতে পারবে কি না সে বিষয়ে হাদীসের বর্ণনা বুঝার ক্ষেত্রে উম্মতের মধ্যে মতের ভিন্নতা রয়েছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন কবর জিয়ারতকারীনী নারীদেরকে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে এবং কবরের উপর বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদেরকে। (তিরমিযী: ৩২০ ও আবূ দাউদ: ৩২২২) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা অভিশাপের কারণ। আবার এর বিপরীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং এর এমন উপকারের কথা বর্ণনা করেছেন, যা কেবল পুরুষদেরই প্রয়োজন তা নয়। বরং তা নারীদেরও প্রয়োজন। বিস্তারিত "কবর জিয়ারতের ফযীলত" শিরোনামের আলোচনায় দেখুন। উপরন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এক নারীকে কবরের নিকট ক্রন্দনরত দেখে তাকে এই উপদেশ দিলেন যে, اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। (বোখারী:

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাদীস নং ১১৭৯) উল্লেখ্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নারীকে ধৈর্য ও খোদাভীতি অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন; তবে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেননি। নারীদের জন্য কবর জিয়ারত অভিশাপের কারণ হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তাকে নিষেধ করতেন। হযরত আয়েশা রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ভাই আব্দুর রহমান রা.-এর কবর জিয়ারত করেছেন। (তিরমিযী: ১০৫৫) ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে বোখারী-মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৩৪)

উপরিউক্ত দুই ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে আল্লামা বাগাবী রহ. বলেন,

فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ، دَخَلَ فِي الرُّخْصَةِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ كَرِهَ لِلنِّسَاءِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ، وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.

অর্থাৎ, কিছু উলামায়ে কিরাম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, এ সকল নিষেধাজ্ঞা কবর জিয়ারত অনুমোদিত হওয়ার পূর্বে ছিলো। অতঃপর যখন কবর জিয়ারত অনুমোদিত হলো তখন পুরুষ ও মহিলা সকলেই ঐ অনুমোদনের আওতায় এসে গিয়েছে। কেউ কেউ আবার এ মতও গ্রহণ করেছেন যে, নারীদের ধৈর্য কম এবং হাহুতাশ বেশি থাকায় তাদের জন্য কবর জিয়ারত করা মাকরূহ। (শরহুস সুন্নাহ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১৭) আল্লামা বাগাবী রহ.-এর এ ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধৈর্যশীল নারীদের জন্য সর্বসম্মতভাবে কবর জিয়ারত করা বৈধ। এ বিষয়ে খায়রুদ্দীন রমলীর বারাত দিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

إذَا أَرَدْنَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلَا تَجُوزُ لَهُنَّ الزِّيَارَةُ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْحَدِيثُ «لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» ، وَإِنْ كَانَ لِلِاعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ قُبُورِ

الصَّالِحِينَ فَلَا بَأْسَ إذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَيُكْرَهُ إذَا كُنَّ شَوَابَّ كَحُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ.

অর্থাৎ, যদি নারীরা মৃত্যুর শোক তাজা করা, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা এবং তার প্রশংসা বর্ণনার জন্য কবর জিয়ারত করতে চায় যা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাহলে এ ধরনের জিয়ারত বৈধ নয়। নিষেধাজ্ঞ সম্বলিত হাদীস "কবর জিয়ারতকারীনী নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন"-এর ক্ষেত্র এটাই। আর যদি উপদেশ হাসিল করা, মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত কামনা করা এবং নেককারদের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে বরকত হাসিল করার জন্য কবর জিয়ারত করতে চায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য এ অনুমতি বৃদ্ধা নারীদের জন্য। আর যুবতীদের জন্য এটা মাকরূহ, যেমনটি মাকরূহ তাদের জন্য নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২)

সারসংক্ষেপ : এ সকল ব্যাখ্য-বিশ্লেষণের সারকথা এই যে, উপদেশ হাসিল করা, মৃত ব্যক্তির জন্য রহমাত কামনা করা এবং জিয়ারতের মাধ্যমে বরকত হাসিল করার নিয়তে ধৈর্যশীল বৃদ্ধা নারীদের জন্য কবর জিয়ারত করা জায়েয আছে অন্যথায় নয়। এ দিক-নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের আমল করা দরকার।

ইছালে ছওয়াবের ছুন্নাত তরীকা

জেনে রাখা দরকার যে, মানুষের নেক আমল করার সময় হলো তার হায়াত। মৃত্যুর পরে আর নেক আমল করার ক্ষমতা থাকে না। তবে এমন কিছু নেক আমল রয়েছে বেঁচে থাকতে যা করতে পারলে মৃত্যুর পরও তার নেকী আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। হাদীসে এ রকম বেশ কিছু আমলের বর্ণনা এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ،

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ)

অর্থাৎ, মুমিন বান্দার মৃত্যুর পর তার আমল ও নেকী থেকে যা তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো- তার শেখানো ও প্রচার করা ইলম, রেখে যাওয়া নেক সন্তান, পরিত্যাক্ত সম্পদে রেখে যাওয়া কুরআন শরীফ, তার নির্মিত মসজিদ, পথিকের জন্য বানানো ঘর, তার খননকৃত প্রবাহমাণ নদী, আর ঐ ছদকা যা সে সুস্থাবস্থায় বেঁচে থাকতে তার সম্পদ থেকে দান করেছে তা তার মৃত্যুর পর তার সাথে যুক্ত হবে। (ইবনে মাযা: ২৪২) আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আল-বদরুল মুনীর: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০২) হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم فى بَابِ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ)

অর্থাৎ, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্দ হয়ে যায়। ছদকায়ে জারিয়া তথা চলমান দান, উপকারী ইলম অর্থাৎ দ্বীনী ইলম, আর নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করবে। (মুসলিম: ৪০৭৭)

সুতরাং বেঁচে থাকতে এ জাতীয় নেক আমল করা দরকার যেন মৃত্যুর পর তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

নেক আমলের মধ্যে এমনও কিছু নেক আমল রয়েছে যা দ্বারা জীবিতরা মৃত ব্যক্তির রূহের উপর ছওয়াব পৌঁছাতে পারে। এ জাতীয় আমলের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নামে ছওয়াব পৌঁছানো স্বতন্ত্র একটি নফল ইবাদাত। শরিআতের পরিভাষায় একে ইছালে ছওয়াব বলে। 'ইছালে ছওয়াব' কথাটির অর্থ হল ছওয়াব পৌঁছানো। মৃত ব্যক্তির কল্যাণে তার জন্য ইছালে ছওয়াবের চেষ্টা করা দরকার। ইছালে ছওয়াবের পদ্ধতির বিষয়ে শরীআতে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। কোন্ ধরনের আমল দ্বারা কি পদ্ধতিতে ইছালে ছওয়াব হতে পারে তারও বর্ণনা রয়েছে। উক্ত নিয়ম

www.maktabatulabrar.com

মেনে আমল করলে আমাদের পাঠানো ছওয়াবের দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। আর শরীআতসম্মত পদ্ধতি ছেড়ে মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করে তার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

যেসব আমল দ্বারা ইছালে ছওয়াব করা যায়

যে সকল আমলের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দেয়া যেতে পারে তার প্রমাণভিত্তিক কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

(১) ইস্তিগফারের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

জীবিত ব্যক্তিদের ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা মৃত মুসলমানদের উপকৃত হওয়ার বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.

অর্থাৎ, আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে এবং আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান সহকারে অতিক্রম করে গিয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা হাশর: ১০) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জীবিতদের ইস্তিগফার দ্বারা মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন,

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

অর্থাৎ, আপনি নিজের গুনাহের জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা মুহাম্মাদ: ১৯) জীবিত ও মৃত নির্বিশেষে সকল মুমিনের জন্য ক্ষমা প্রর্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিতদের ইস্তিগফার দ্বারা মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা এ বিষয়ের দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এক নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। অতঃপর সে বলবে, এটা কোথা থেকে হলো? তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা এটা করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ: ১০৬১০ ও ইবনে মাযা: ৩৬৬০) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(২) দুআর মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

জীবিতদের দুআ দ্বারা মৃত মুমিনদের উপকৃত হওয়ার বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। অসংখ্য হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করেছেন এবং মুমিনদেরকে দুআ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। প্রমাণ হিসেবে হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, হযরত আবূ সালামা রা.-এর মৃত্যুর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন এবং তাঁর জন্য তিনি এ দুআ করলেন যে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. (رواه مسلم فى بَابٍ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দিন। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। তাঁর রেখে যাওয়া পরিবারে আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান। হে রব্বুল আলামীন! আপনি আমাদেরকে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর কবর প্রশস্ত করে দিন এবং আলোকিত করে দিন। (মুসলিম: ২০০২) এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিতদের দুআ দ্বারা মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়।

এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কবরসমূহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং সে দিকে ফিরে বললেন যে, হে কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী, আর আমরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। (তিরমিযী: ১০৫৩) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জীবিতদের দুআ দ্বারা মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়। এ ছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত মানুষের জানাযার নামায পড়েছেন তাদের সকলের জন্যই তিনি দুআ করেছেন। কারণ জানাযার নামাযের মধ্যে তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা হয়ে থাকে। এটা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জীবিতদের দুআ দ্বারা মৃত মুমিনরা উপকৃত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জন্য দুআ করেছেন এমন বর্ণনা রয়েছে আবূ দাউদ: ৩২০৭, ফাযাইলুস সাহাবা লিআহমাদ: ৭৭৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১১৮২৭ ও মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৬৫০২ নম্বর হাদীসে। সুতরাং দুআর মাধ্যমে ইছালে ছওয়াবের আমল করা দরকার।

(৩) ছদকার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

ইছালে ছওয়াবের আরো একটি অন্যতম পদ্ধতি হলো ছদকার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা। এর পন্থা হলো আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করা অতঃপর আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন জানানো যেন তিনি এর ছওয়াব

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঐ মৃত ব্যক্তিকে পৌছিয়ে দেন। অথবা সরাসরি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করা। জীবিতদের ছদকার দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের উপকৃত হওয়ার দলীল হিসেবে হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে। হযরত আয়েশা রা. বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا. (رواه ابو داود فى بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ)

অর্থাৎ, এক নারী এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা হঠাৎ করে মারা গিয়েছেন। যদি এমন না হতো তাহলে তিনি দান-ছদকা করতেন। তাঁর পক্ষ থেকে আমি ছদকা করলে কি তাঁর উপকারে আসবে? জবাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ; তাঁর পক্ষ থেকে ছদকা করো। (আবূ দাউদ: ২৮৭১) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও সহীহ সনদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. (رواه ابو داود فى بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ)

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে আমি ছদকা করলে কি তাঁর উপকারে আসবে? জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ; তাঁর উপকারে আসবে। তখন ঐ লোকটি বললো, আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি বাগানটি তাঁর পক্ষ থেকে ছদকা করে দিলাম। (আবূ দাউদ: ২৮৭২) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকেও সহীহ বলেছেন।

এ দুটি হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হলো যে, জীবিত ব্যক্তিদের ছদকা দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়। সুতরাং ছদকার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াবের আমল করা দরকার।

(৪) মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

কোন মানুষ ছদকার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াব করতে চাইলে তার জন্য উচিত হবে মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ থাকলে ছদকার নিয়তে তা পরিশোধের মাধ্যমে তার জন্য ইছালে ছওয়াব করা। কারণ ঋণ পরিশোধ করা যেমন একটা দায়িত্ব, ঠিক তেনই এটা একটি নেকীর কাজ। কারো দায়িত্বে ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পূর্বে সে তার কাঙ্খিত সুখের ঠিকানায় পৌছতে পারে না। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ঋণগ্রস্ত এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে তার গোত্রের এক লোককে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ. (رواه ابو داود تحت بَابٍ فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ)

অর্থাৎ, তোমাদের ভাই ঋণের কারণে বন্ধি আছে। (আবূ দাউদ: ৩৩০৮) এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি তার সগোত্রীয় মৃত ব্যক্তির পূর্ণ ঋণ আদায় করে দিয়ে ছিলেন। আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির জন্য ছদকার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করতে চাইলে তার ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া দরকার।

(৫) হজ্বের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

ইছালে ছওয়াবের আরো একটি অন্নতম পদ্ধতি হলো হজ্বের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললো,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواه البخارى فى بَابِ وُجُوبِ الحَجِّ وَفَضْلِهِ)

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রসূল! বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার হজ্ব নামক ইবাদাত আমার পিতাকে এমন বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে যে, তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব করো। (বোখারী: হাদীস নং-১৪২৫) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব করলে এর ছওয়াব তার আমলনামায় পৌঁছে যায়।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব করার দুটি পন্থা হতে পারে। যথা:

এক. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্বের ইহরাম বেঁধে তার নামে হজ্ব করা। এ ধরনের হজ্বকে বদলী হজ্ব বলা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নামে কৃত হজ্বের ছওয়াব সে লাভ করে।

দুই. কোন ব্যক্তির তার নিজের জন্য নফল হজ্ব করে তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে হাদিয়া দেয়া।

উপরিউক্ত দুটি পন্থায়ই হজ্ব পালনকারী ব্যক্তি নিজেও তার আমলের ছওয়াব পায়, আবার যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সে হজ্ব করেছে বা যাকে হজ্বের ছওয়াব হাদিয়া দিয়েছে সেও ছওয়াব পায়। এ দুটি পন্থার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ لِلْغَيْرِ أَوْ يَفْعَلَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَجْعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ অর্থাৎ, এটাই প্রকাশ্য যে, হজ্বের সময় অন্যের পক্ষ থেকে নিয়ত করুক বা আগে আমল শেষ করে তার ছওয়াব অন্যকে হাদিয়া দিক– এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯৫) সুতরাং আমাদের জন্য করণীয় হবে উপরিউক্ত দুটি পন্থায় হজ্ব আদায়য়ের মাধ্যমেই মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াব করা।

(৬) সন্তানের নেক আমলই মাতা-পিতার ইছালে ছওয়াবের মাধ্যম

মৃত মাতা-পিতার জন্য ইছালে ছওয়াবের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো সন্তানের নেক আমল। একটি সন্তানকে নেক সন্তান হিসেবে গড়ে

তোলা অনেক কষ্টকর। আর মাতা-পিতা অকাতরে এ কষ্ট সহ্য করে তবেই একটি সন্তানকে যোগ্য নেক সন্তান হিসেবে গড়ে তোলেন। সুতরাং সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের পিছেই মাতা-পিতার কৃতিত্ব রয়েছে। তাই তার যে কোনো নেক আমল থেকেই একটি অংশ মাতা-পিতার আমলনামায় যুক্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এতে সন্তানের নেকীর কোন ঘাটতি হয় না। বরং আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে মাতা-পিতাকে ঐ অংশ দান করেন। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের খাবারের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র খাবার ওটা যা মানুষ নিজ হাতে কামাই করে। আর মানুষের সন্তান তার নিজের কামাই। (ইবনে মাযা: ২১৩৭) ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আর কুরআনে বর্ণিত আছে যে, وَأَنْ لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى মানুষ তাই পায় যা সে করে। (সূরা নাজম: ৩৯)

আয়াত ও হাদীস মিলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সন্তান হলো মানুষের কামাই। আর মানুষ তার কামাই থেকে ফল ভোগ করে। সুতরাং ঈমানদার বান্দার মৃত্যুর পর সন্তানের নেক আমল থেকে সে ফল ভোগ করবে। অতএব, মাতা-পিতার জন্য ইছালে ছওয়াবে আগ্রহী সন্তানের করণীয় হবে তার মাতা-পিতার কল্যাণে নিজের নেক আমল বৃদ্ধি করা।

(৭) মানত পূরণের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

ইছালে ছওয়াবের অন্যতম আরো একটি পদ্ধতি হলো মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে কোন মানত থাকলে তা পূরণ করার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا. (رواه

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

البخارى فى بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ)

অর্থাৎ, হযরত সাআদ ইবনে উবাদা রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমার আম্মা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যে, তাঁর উপর মানত রয়েছে। (এ বিষয়ে আমার করণীয় কি?) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাঁর পক্ষ থেকে মানত পূরণ করে দাও। (বোখারী: হাদীস নং ২৫৭৩) এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে। সে সকল বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তাঁর আম্মা দাস মুক্তির মানত করে ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮৪৬) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির এ জাতীয় মানত অনাদায়ী থাকলে তা আদায়ের মাধ্যমে তাকে দায়িত্ব মুক্ত করা যায় এবং মানত আদায়ের ছওয়াবও তার আমলনামায় পৌঁছে যায়। সুতরাং আমাদের করণীয় হবে মৃত ব্যক্তির এ জাতীয় মানত থাকলে তা আদায়ের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াব করা।

(৮) কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা

জীবিত ব্যক্তিদের তিলাওয়াত ও খতমে কুরআনের ছওয়াব মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে বখশিশ দেয়ার বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম হিদায়া কিতাবের লেখক আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. বলেন,

الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

অর্থাৎ, নিজের নেক আমল দ্বারা অন্যের কল্যাণের বিষয়ে মূলনীতি এই যে, আহলুছছুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে মানুষের নামায, রোজা এবং ছদকাসহ অন্যান্য আমলের ছওয়াব অন্যকে দান করার অধিকার আছে। (হিদায়াহ, অধ্যায়: অন্যের পক্ষে হজ্ব করা)

হিদায়া কিতাবের উপরিউক্ত বাক্যের মধ্যে 'অন্যান্য আমল' শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বলেন, " كَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

وَالْأَذْكَارِ অর্থাৎ, যেমন কুরআন তিলাওয়াত এবং জিকির"। অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করে এবং জিকির করে তার ছওয়াব দান করলেও মৃত ব্যক্তির আমলনামায় পৌঁছে যায়। অনুরূপ মন্তব্য আল্লামা কাসানী রহ.ও করেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.কে তাঁর আম্মার জন্য ছদকা করার অনুমতি দান সম্পর্কিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ.

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত কবর জিয়ারত করা, কবরের উপর কুরআন তিলাওয়াত করা, মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া, ছদকা করা, রোজা রাখা এবং নামায পড়া ও তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করার আমল প্রচলিত আছে। (বাদায়ে': খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১২)

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল-বাহরুর রায়েক কিতাবের লেখক আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. আরো বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনা করেন। তিনি বলেন,

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةَ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرًا أَوْ طَوَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} ، وَإِخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ مَلَائِكَتِهِ بِقَوْلِهِ {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} وَسَاقَ عِبَارَتَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ} إِلَى قَوْلِهِ {وَقِهِمُ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

السَّيِّئَاتِ}، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «حِينَ ضَحَّى بِالْكَبْشَيْنِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ» ، وَهُوَ مَشْهُورٌ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ، وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يس .

অর্থাৎ, নিজের নেক আমল দ্বারা অন্যের কল্যাণের বিষয়ে মূলনীতি এই যে, কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে আমাদের ইমামগণের মতে মানুষের অধিকার আছে তার নামায, রোজা, ছদকা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, তওয়াফ, হজ্ব ও উমরাসহ অন্যান্য নেক আমলের ছওয়াব অন্যকে দান করার। কুরআনের দলীল যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদ- وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا অর্থাৎ, তুমি বলো, হে আমার রব! আপনি মাতা-পিতার প্রতি ঐরূপ রহম করুন যেরূপ বাল্যকালে তাঁরা আমার প্রতি করেছিলো। ফেরেশতাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ, তাঁরা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এ আয়াতও এর পক্ষে দলীল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের দুআর স্বরূপ এভাবে পেশ করেন যে তারা বলে, رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার ইলম ও রহমাত সকল জিনিসে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আপনি ঈমানদার এবং আপনার পথের অনুসারীদেরকে ক্ষমা করে দিন।...আর তাদেররকে সকল খারাবী থেকে রক্ষা করুন। অসংখ্য হাদীছ দ্বারাও এ বিষয়টি প্রমাণিত। তন্মধ্যে বোখারী-মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি ভেড়া কুরবানী করেছেন। তন্মধ্যে একটি কুরবানী করেছেন উম্মতের পক্ষ থেকে। এটা এমন একটি প্রসিদ্ধ হাদীস যা দ্বারা কুরআনের উপর কোন বাড়তী ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস– "তোমাদের মৃতদের জন্য সূরা ইয়াছীন পাঠ করো"– এটি দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। (আল-বাহরুর রায়েক: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৩)

কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে বিশিষ্ট ইমামগণের গবেষণা থেকে

www.maktabatulabrar.com

প্রমাণিত হলো যে, কোন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার ছওয়াব মৃত মুসলমানকে দান করলে তা মৃত ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হয়। অতএব আমাদের জন্য উচিত হবে মৃত ব্যক্তির প্রতি সদয় হয়ে তার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তিলাওয়াতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা।

কুরআন খতমের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করার সঠিক পদ্ধতি

ইছালে ছওয়াবের জন্য কৃত আমলসমূহের যে তালিকা পূর্বে পেশ করা হয়েছে তথা ইস্তিগফার, দুআ, ছদকা, মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায়, তার পক্ষ থেকে হজ্ব করা, সন্তানের নেক আমল এবং মৃত ব্যক্তির মানত পূরণসহ সব আমলগুলোই মানুষ মৃত ব্যক্তির প্রতি সদয় হয়ে নিজ উদ্যোগে করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াবের সঠিক পদ্ধতিও এটাই যে, কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম কোন ব্যক্তি তিলাওয়াতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নামে ইছালে ছওয়াব করতে চাইলে সে নিজ উদ্যোগে তিলাওয়াত করবে এবং তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। আর যদি সে নিজে তিলাওয়াত করতে সক্ষম না হয় তাহলে ইছালে ছওয়াবের অন্য যে সকল সহীহ পদ্ধতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে যে কোন একটি করে তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করবে। তবে কোনক্রমেই এটা মুসলমানের শান হতে পারে না যে, সে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না। মৃত ব্যক্তির নিজের ছেলে-সন্তান, আপনজন বা হিতাকাঙ্খীরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ভাগাভাগী করে পুর্ণ কুরআন খতম করে দুআ করলেও এটা সঠিক পন্থার খিলাপ নয়। কিন্তু যাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এমন মানুষদেরকে একত্র করে টাকা বা খানার বিনিময়ে অথবা মাদরাসার ছাত্রদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুরআন খতমের জন্য পাঠিয়ে কুরআন খতম করিয়ে ইছালে ছওয়াব করার যে পদ্ধতি আমাদের সমাজে চালু রয়েছে এটা ইছালে ছওয়াবের শরীআতসম্মত কোন সঠিক পদ্ধতি নয়। সুতরাং এ পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা দরকার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ছুন্নাত তরীকায় ইছালে ছওয়াব করার তৌফিক দান করুন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইছালে ছওয়াবের গলদ তরীকা

জেনে রাখা দরকার যে, ইছালে ছওয়াব হলো নিজে নেক আমল করা অতঃপর সেই আমলের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করা। এ থেকে আমাদের সামনে চারটি মূলনীতি হাসিল হয়।

এক. ইছালে ছওয়াবের জন্য গৃহীত আমলটি কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে নেক আমল হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে। ইছালে ছওয়াবের নামে যদি এমন কোন কাজ করা হয় যা শরীআতে নেক আমল হিসেবে স্বীকৃত নয় তবে জায়েয আছে, তা দ্বারা ইছালে ছওয়াব করা যাবে না। কারণ উক্ত কাজের দ্বারা কর্মী নিজেই ছওয়াব পায়নি তাহলে সে অন্যকে কোথা থেকে ছওয়াব পৌঁছাবে? যেমন কেউ বিনোদনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করলো আর এর মাধ্যমে তার পিতার ইছালে ছওয়াবের নিয়ত করলো। এটা অহেতুক নিয়ত ছাড়া কিছুই নয়। অথবা ইছালে ছওয়াবের নামে যদি এমন কোন কাজ করা হয় যা শরীআতে নেক আমল হিসেবে তো স্বীকৃত নয়ই বরং সেটা গুনাহের কাজ। তাহলে উক্ত কাজ দ্বারা ইছালে ছওয়াবের নিয়ত করা বড় ধরনের গুনাহ। যেমন গাজী-কালুর গানের অনুষ্ঠান করে, মাজারে ছদকা করে এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত ব্যক্তির নামে ইছালে ছওয়াব করা। মৃত ব্যক্তির নামে জিয়াফত বা কাঙ্গালী ভোজ করে তার জন্য ইছালে ছওয়াব করাও মৌলিকভাবে এ তালিকার আওতাভুক্ত। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

দুই. নেক আমলটি সঠিক নিয়মে তথা ছুন্নাত তরীকায় হতে হবে। আমল যতই দামী হোক যদি ছুন্নাত তরীকা অনুযায়ী না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা গ্রহণযোগ্যও নয়; ছওয়াবের যোগ্যও নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা। কেউ যদি নিজে উদ্যোগী হয়ে তিলাওয়াত করে এবং তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য বখশিশ করে তাহলে মৃত ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষ জমা করে কুরআন খতম করিয়ে তার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করতে চাইলে তা দ্বারা যেমন আমলকারী নিজে ছওয়াব পায় না, অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিও তা থেকে কিছুই পায় না। সুতরাং মূল আমলটি যদিও সুন্দর ও ছওয়াবযোগ্য,

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু তরীকা সঠিক না থাকার কারণে সেটাই হতে পারে অগ্রহণযোগ্য ও ছওয়াব প্রাপ্তির অযোগ্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে

তিন. নেক আমলের কারণে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে যে ছওয়াব দিয়ে থাকেন তা তারই পাওনা। তা থেকে মৃত ব্যক্তিকে দিতে চাইলে আমলের পূর্বে তার জন্য ছওয়াব পৌঁছানোর নিয়ত করা অথবা আমলের পরে আল্লাহ তাআলার নিকট এ মর্মে দুআ ও আবেদন করা যে, তিনি যেন এ আমলের ছওয়াব অমুক মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করেন।

চার. ইছালে ছওয়াব দ্বারা অর্জিত নেকী যেহেতু মৃত ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হবে, তাই উক্ত মৃত ব্যক্তির নেক আমলের আমলনামা থাকা আবশ্যক। যার ঈমান আছে তার নেক আমল লিপিবদ্ধ করার আমলনামাও আছে। আর যার ঈমান নেই তার নেক আমল লিপিবদ্ধ করার আমলনামাও নেই। তাদের কেবল একটি আমলনামাই রয়েছে তাহলো গুনাহের আমলনামা। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য মাপযন্ত্র দাঁড় করবো না। (সূরা কাহাফ: ১০৫) কারণ তাদের আমলনামায় নেকীর কোন স্থান নেই। এ রকম মৃত ব্যক্তি তথা অমুসলিম মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াব করা যেমন অহেতুক, ঠিক তেমনই তা অবৈধও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ .

অর্থাৎ, নবী ও মুমিনদের জন্য এ অধিকার নেই যে, তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (তাদের মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণের মাধ্যমে) এটা প্রকাশিত হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী; যদিও সে মুশরিক তার ঘনিষ্ঠজন হয়। (সূরা তওবা: ১১৩) সুতরাং কোন আমলের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াব করতে চাইলে উপরিউক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা:

১. ইছালে ছওয়াবের জন্য গৃহীত আমলটি কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে নেক আমল হিসেবে স্বীকৃত হওয়া।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. নেক আমলটি সঠিক নিয়মে তথা ছুন্নাত তরীকায় হওয়া।
৩. নেক আমলটির ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য আমলের পূর্বে মৃত ব্যক্তির জন্য ছওয়াব পৌঁছানোর নিয়ত করা অথবা আমলের পরে আল্লাহ তাআলার নিকট এ মর্মে দুআ ও আবেদন করা যে, তিনি যেন এ আমলের ছওয়াব অমুক মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করেন।
৪. যে মৃত ব্যক্তির জন্য আমি ইছালে ছওয়াব করতে চাই আমার জানা মতে সে বে-ঈমান হয়ে মারা যায়নি তা নিশ্চিত হওয়া।

এ বিষয়ের ব্যতিক্রম হলে ইছালে ছওয়াবও সঠিক হবে না এবং মৃত ব্যক্তিও তা দ্বারা উপকৃত হবে না। তাই ইছালে ছওয়াব দ্বারা উপকৃত হতে হলে আমাদের সকলকে পূর্বোক্ত নিয়ম-নীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

টাকার বিনিময় কুরআন খতম করিয়ে ইছালে ছওয়াব না করা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! পূর্বের পরিচ্ছেদে এ আলোচনা করা হয়েছে যে, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা একটি উত্তম কাজ। তবে এর সঠিক পন্থা এই যে, কেউ নিজে উদ্যোগী হয়ে তিলাওয়াত করবে এবং তার ছওয়াব মৃত্যু ব্যক্তির জন্য বখশিশ করে দিবে। তাহলে আশা করা যায় যে, মৃত ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু টাকা-পয়সার বিনিময় মানুষ জমা করে কুরআন খতম করিয়ে তার মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করতে চাইলে তা দ্বারা যেমন আমলকারী নিজে ছওয়াব পায় না। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিও তা থেকে কিছুই পায় না। সুতরাং মূল আমলটি যদিও সুন্দর ও ছওয়াবযোগ্য, কিন্তু তরীকা সঠিক না থাকার কারণে সেটাই হতে পারে অগ্রহণযোগ্য ও ছওয়াব প্রাপ্তির অযোগ্য। এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের কিছু মতামত নিম্নে পেশ করা হলো।

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন,

ويكره نقل الطعام إلى المقبرة في الأعياد وإسراج السرج وغيرها، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وختم القرآن، وقراءة سورة الأنعام وسورة الإخلاص ألف مرة، وجمع الصبيان والصلحاء لذلك.

অর্থাৎ, ঈদের দিনে কবরস্থানে খানা পাঠানো, বাতি বা অন্য কিছু প্রজ্জ্বলিত করা, কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন খতম অথবা সূরা আনআম তিলাওয়াত করা কিংবা এক হাজার বার সূরা ইখলাছ পাঠ করার জন্য মানুষদেরকে দাওয়াত দেয়া, এ কাজের জন্য বাচ্চাদেরকে বা নেককারদেরকে একত্র করা মাকরূহ। (আল-বিনায়াহ: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬২)

হানাফী মাযহাবের আরেক বিশিষ্ট আলেম ও ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. ফতওয়ায়ে তাবঈনুল মাহারিম-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: إِنَّ الْقُرْآنَ بِالْأُجْرَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ لَا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْقَارِئِ.

অর্থাৎ, আল্লামা তাজুশ শরীআহ রহ. হিদায় কিতাবের ব্যাখ্যায় বলেন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী ছওয়াবের অধিকারী হয় না। তিলাওয়াতকারী বা মৃত ব্যক্তি কেউই নেকী পাবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. ফতওয়ায়ে আল-ওয়ালওয়ালিজিয়া-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

وَلَوْ زَارَ قَبْرَ صَدِيقٍ أَوْ قَرِيبٍ لَهُ وَقَرَأَ عِنْدَهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَسَنٌ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لَهَا وَلَا مَعْنَى أَيْضًا لِصِلَةِ الْقَارِئِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ اسْتِئْجَارَهُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ .

অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি তার বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কবর জিয়ারত করে এবং কবরের পাশে গিয়ে কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে সেটা উত্তম। তবে এ ব্যাপারে অছিয়ত করার কোন অর্থ নেই। অনুরূপ অনর্থক হবে কাউকে দিয়ে তিলাওয়াত করিয়ে (টাকা-পয়সা বা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে) তার মন খুশি করা। কেননা এটা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মানুষ ভাড়া নেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এটা বাতিল কাজ, খুলাফায়ে রাশেদার কেউ এটা করেননি। (শামী: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লামা শামী রহ. ফতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়ার বরাত দিয়ে বলেন,

وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْأُسْبُوعِ وَنَقْلُ الطَّعَامِ إِلَى الْقَبْرِ فِي الْمَوَاسِمِ، وَاتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعُ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَّاءِ لِلْخَتْمِ أَوْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ أَوْ الْإِخْلَاصِ .

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে মৃত্যুর দিন বা তৃতীয় দিন অথবা সপ্তাহান্তে খানার ব্যবস্থা করা, মৃত্যু-বার্ষিকীতে কবরস্থানে খানা পাঠানো, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া, নেককার মানুষদেরকে কুরআন খতম করা বা সূরা ইখলাছ ও আনআম পাঠ করার জন্য একত্র করা মাকরূহ। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪০) এ মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, কুরআন খতমের জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে একত্র করা– এটা তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াবের কোন সঠিক পন্থা নয়। বরং এটা একটা মাকরূহ কাজ যা বর্জন করা দরকার।

শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীনের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা শামী রহ. আরো বলেন,

وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا إِلَى الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ .

অর্থাৎ, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মানুষ ভাড়া নেয়া এবং উক্ত তিলাওয়াতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে হাদিয়া দেয়া সহীহ নয়। কারণ কোন ইমাম থেকে এর অনুমতি বর্ণিত হয়নি। (শামী: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭)

আল্লামা শামী রহ. আরো বলেন,

وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ الْقَارِئَ إذَا قَرَأَ لِأَجْلِ الْمَالِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يُهْدِيهِ إلَى الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلَاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ .

অর্থাৎ, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, কুরআন তিলাওয়াতকারী যখন টাকা-পয়সা পাওয়ার আশায় তিলাওয়াত করবে সে তিলাওয়াতে কোন ছওয়াব

www.maktabatulabrar.com

হবে না। তাহলে সে মৃত ব্যক্তিকে কী দিবে? মৃত ব্যক্তির নিকট তো নেক আমল পৌঁছায়; আর শুধু তিলাওয়াতের জন্য মানুষ ভাড়া করার বৈধতার ব্যাপারে কোন ইমাম মত প্রদান করেননি। (শামী: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭)

আল্লামা শামী রহ. ইমাম বিরকাবী রহ.-এর লিখিত আত-তরীকাতুল মুহাম্মাদিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ أَكَبَّ النَّاسُ عَلَيْهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا قُرَبٌ مَقْصُودَةٌ إلَى أَنْ قَالَ: وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ مِنْ الْمَيِّتِ بِاتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَالضِّيَافَةِ يَوْمَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَبِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ لِمَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ لِرُوحِهِ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يُهَلِّلُ لَهُ وَكُلُّهَا بِدَعٌ مُنْكَرَاتٌ بَاطِلَةٌ، وَالْمَأْخُوذُ مِنْهَا حَرَامٌ لِلْآخِذِ، وَهُوَ عَاصٍ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا .

অর্থাৎ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঐ সকল বিদআত ও বাতিল কাজের বিষয়ে মানুষ যেগুলোকে নেক আমল মনে করে তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এ পরিচ্ছেদে তিনি বলেন, ঐ সকল বিদআত ও বাতিল কাজের মধ্যে রয়েছে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মৃত্যুর দিন বা তার পরে জিয়াফতের অছিয়ত করা এবং তার রূহের উপর কুরআন তিলাওয়াতকারী বা তাসবীহ তাহলীল পাঠকারীদের জন্য টাকা-পয়সা প্রদানের অছিয়ত করা ইত্যাদি। এ সব কিছু অগ্রহণযোগ্য বিদআত ও বাতিল কাজ। আর উক্ত তিলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে গৃহীত টাকা-পয়সাও গ্রহীতার জন্য হারাম। দুনিয়ার জন্য জিকির ও তিলাওয়াতের কারণে সে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। (শামী: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭)

ফুকাহায়ে কিরামের সকল মতামত সামনে রেখে এ বিষয়ের সারকথা আল্লামা শামী রহ. এভাবে পেশ করেন যে,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْأَجْزَاءِ بِالْأُجْرَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَإِعْطَاءَ الثَّوَابِ لِلْآمِرِ وَالْقِرَاءَةَ لِأَجْلِ الْمَالِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَارِئِ ثَوَابٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ الصَّحِيحَةِ فَأَيْنَ يَصِلُ الثَّوَابُ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْلَا الْأُجْرَةُ مَا قَرَأَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ بَلْ جَعَلُوا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مَكْسَبًا وَوَسِيلَةً إلَى جَمْعِ الدُّنْيَا – إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ – اهـ .

অর্থাৎ, মোটকথা হলো- আমাদের যুগে পারিশ্রমিকের বিনিময় কুরআনের পারা পারা পড়ার যে প্রচলন রয়েছে এটা বৈধ নয়। কেননা এতে রয়েছে কুরআন পাঠের নির্দেশ এবং এর ছওয়াব নির্দেশদাতাকে প্রদান করার নির্দেশ। আরো রয়েছে টাকা-পয়সার আশায় কুরআন পাঠ করা। নিয়ত সহীহ না থাকার কারণে যখন খোদ তিলাওয়াতকারির ছওয়াব হলো না তাহলে পারিশ্রমিক দানকারির ছওয়াব কোথা থেকে আসবে। যদি পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে (একান্ত আপনজন ও হিতাকাঙ্খী ব্যতীত) এ যুগে কেউ কারো জন্য কুরআন তিলাওয়াত করতো না। মানুষ এখন কুরআন তিলাওয়াতকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। (শামী: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭)

সুতরাং মৃত ব্যক্তির নিজের ছেলে-সন্তান, আপনজন বা হিতাকাঙ্খীরা নিজে নিজে বা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ভাগাভাগী করে পূর্ণ কুরআন খতম করে দুআ করে তাহলে মৃত ব্যক্তির আমলনামায় তা যুক্ত হয় এবং এটাই কুরআন খতমের মাধ্যমে ইছাবে ছওয়াবের সঠিক পন্থা। কিন্তু যাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এমন মানুষদেরকে একত্র করে টাকা-পয়সা, খানা বা অন্য কোন আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে অথবা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুরআন খতম করিয়ে ইছালে ছওয়াব করার যে পদ্ধতি আমাদের সমাজে চালু রয়েছে এটা ইছালে ছওয়াবের শরীআতসম্মত কোন সঠিক পদ্ধতি নয়। অতএব এটা বর্জন করা দরকার।

উদাহরণ হিসেবে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ এমন কিছু নেক আমলের বর্ণনা পেশ করা হলো যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছওয়াব করলে সে কবরে থেকেও উপকৃত হয়। মুজতাহিদ ইমামগণ আপন আপন গবেষণা অনুযায়ী এ তালিকা আরো সম্প্রসারণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন,

www.maktabatulabrar.com

الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَى بِعِبَادَةٍ مَا، لَهُ جَعْلُ ثَوَابِهَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ نَوَاهَا عِنْد الْفِعْلِ لِنَفْسِهِ لِظَاهِرِ الْأَدِلَّةِ.

অর্থাৎ, প্রকাশ্য দলীলের ভিত্তিতে মূলনীতি এই যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকার ইবাদত করবে, ঐ ইবাদতের ছওয়াব অন্যকে প্রদান করার সুযোগ আছে। যদিও ইবাদতের সময় নিজের নিয়তে করে থাকে।

بِعِبَادَةٍ مَا "যে কোন প্রকার ইবাদত"– কথাটির ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী রহ. বলেন,

سَوَاءٌ كَانَتْ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً أَوْ ذِكْرًا أَوْ طَوَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির নামে ছওয়াব রেছানির উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত হতে পারে নামায, রোজা, ছদকা, তিলাওয়াত, জিকির, তওয়াফ, হজ্ব, উমরা। হতে পারে অন্য কিছু যেমন নবী, শহীদ, অলী বা নেককারদের কবর জিয়ারত করা, মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া এবং যে কোন নেকীর কাজ। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ৫৯৫)

জিয়াফত বা কাঙ্গালী ভোজের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব না করা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. থেকে হাসান সনদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের দায়িত্ব হলো- মৃত ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য খানার ব্যবস্থা করা। (আবূ দাউদ: ৩১১৮ ও ইবনে মাযা-: ১৬১০) আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা উভয় কিতাবের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবেও অনুরূপ মাসআলা গ্রহণ করা হয়েছে। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪০)

পূর্বোক্ত হাদীস ও হাদীসের আলোকে বর্ণিত মাসআলা থেকে বুঝা যায়– মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে খানা খাওয়া শরীআতের চাহিদা পরিপন্থী।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়তো এ চাহিদার আলোকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই সাহাবায়ে কিরামের সমাজ এভাবে গড়ে উঠেছিলো যে, মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে খানার এন্তেজাম করা তাঁদের দৃষ্টিতে খুব বেশি অপছন্দ ছিলো। এ বিষয়ে হযরত জারীর ইবনে আব্দিল্লাহ আল-বাজালী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ মৃত ব্যক্তির পরিবারে একত্র হওয়া এবং সেখানে খানার ব্যবস্থা করাকে বিলাপের সমতুল্য অন্যায় মনে করতাম। (ইবনে মাযা: ১৬১২ ও মুসনাদে আহমাদ: ৬৯০৫) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এভাবে বর্ণনা করেন যে,

وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির পরিবার থেকে খানার মেহমানদারী গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা এটা খুশির সময়ে প্রযোজ্য; দুঃক্ষের সময়ে নয়। এটা নিকৃষ্ট বিদআত। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪০)

আল্লামা শামী রহ. এ বিদআত কাজের সাথে জড়িত আরো কিছু অন্যায়ের কথাও তুলে ধরেন। তন্মধ্যে ওয়ারিসদের মধ্যে ছোট বা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি থাকলে তার অংশ খরচ করা, মোমবাতি জ্বালানো বা লাইটিং করা যা সাধারণত খুশির সময় করা হয়ে থাকে, মহিলাদের উপস্থিতি, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জিকির ও কুরআনখানির ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর তিনি বলেন, وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِهِ আর যা এমন হয় তার হারাম হওয়া এবং এ ব্যাপারে মৃত ব্যক্তি অছিয়ত করে থাকলে তা বাতিল হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪১) এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আহসানুল ফতওয়া: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৫।

www.maktabatulabrar.com

একটি ভ্রান্তি ও তার জবাব

মৃত ব্যক্তির পরিবারে দাওয়াত খাওয়ার বিষয়ে সহীহ হাদীসের বর্ণনা এবং ফুকাহায়ে কিরামের সুস্পষ্ট মতামতের পরও কোন কোন আলেম এর বৈধতার পক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন এবং দলীল হিসেবে মিশকাত শরীফে বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করে থাকেন যে, এক আনসারী ব্যক্তির জানাযা শেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক দাওয়াতদাতা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন কামনা করে দাওয়াত দিলে তিনি তার দাওয়াত কবূল করলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, তখন আমরাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর খানা আনা হলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানায় হাত দিলেন, তারপর সাথী-সঙ্গীরাও হাত দিলেন এবং সকলে খানা খেলেন। (মিশকাত: মুজেঝা অধ্যায়) মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে খানা খাওয়ার বৈধতার পক্ষে মতামত প্রদানকারীরা বলে থাকেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ জানাযা থেকে ফেরার পথে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর দাওয়াত কবূল করেছেন এবং সেখানে খানা খেয়েছেন, অতএব মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া বৈধ।

জেনে রাখা দরকার যে, মিশকাত শরীফের লেখক এ কিতাবে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা তিনি নিজস্ব সনদের মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে এ সকল হাদীস উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মিশকাত শরীফের হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা তখন পূর্ণতায় পৌছবে যখন উদ্ধৃতির সঙ্গে সেটা হুবহু মিল থাকবে। মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে খানা খাওয়ার বৈধতার পক্ষে মতামত প্রদানকারীরা মিশকাত শরীফের যে হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন বস্তুত সে হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষ থেকে। অথচ মিশকাত শরীফে বর্ণিত এ হাদীসটির উদ্ধৃতি হিসেবে যে দুটি কিতাবের নাম পেশ করা হয়েছে তার কোনটিতে এ কথা উল্লেখ নেই যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দাওয়াতটি মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিলো। বরং এ দাওয়াত ছিলো অন্য এক মহিলার পক্ষ থেকে। মিশকাত শরীফের সম্মানিত লেখক এ হাদীসটির উদ্ধৃতি হিসেবে যে দুটি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন তা হলো- আবূ দাউদ শরীফ এবং ইমাম বায়হাকীর লিখিত দালায়েলুন নুবুওয়াত। উক্ত দুটি কিতাবের বর্ণনাতেই উল্লেখ আছে যে, اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ অর্থাৎ জনৈক মহিলার দাওয়াতদাতা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর আগমন কামনা করলেন। (আবূ দাউদ: ৩২৯৯ ও দালায়েলুন নুবুওয়াত: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩১০) মিশকাত শরীফের লেখক যে দুটি কিতাব থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন সে দুটি কিতাবের বর্ণনার সাথে যদি মিশকাত শরীফের বর্ণিত হাদীসের পার্থক্য ঘটে তো কোন বিবেচক মানুষ বলবে না যে, একটি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে এটা গ্রহণের অধিকার আমাদের রয়েছে। বরং সকল বিবেচক মানুষই এ কথা বলতে বাধ্য হবেন যে, উদ্ধৃতির সাথে হুবহু না মিলার অর্থ হলো মিশকাত শরীফের হাদীসটিতে মুদ্রণের ত্রুটি হয়েছে। সুতরাং মিশকাত শরীফের এ বর্ণনা দলীলযোগ্য নয়। এ ছাড়াও হাদীসটি সনদসহ আরো বেশ কিছু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সে সকল বর্ণনার কোনটিতেই এ কথার উল্লেখ নেই যে, উক্ত দাওয়াত মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিলো। বরং সকল বর্ণনাতেই উল্লেখ আছে যে, দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো এক জনৈকা মহিলার পক্ষ থেকে। হাদীসটি ইবনে আবী শাইবা: ৯৩৫ নম্বরে এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, إِنَّ فُلَانَةً تَدْعُوكَ অর্থাৎ, অমুক মহিলা আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে। মুসনাদে আহমাদ: ২২৫০৯, শরহু মুশকিলিল আছার: ৩০০৫ ও দারাকুতনী: ৪৭৬৩ নম্বরে এবং শরহু মাআনিল আছার গাধার গোস্ত খাওয়া অধ্যায়ে এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে- لَقِينَا دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ অর্থাৎ, কুরাইশী এক মহিলার পক্ষ থেকে একজন দাওয়াতদাতা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলো। দারাকুতনী: ৪৭৬৪ নম্বরে এ শব্দে বর্ণিত আছে- صَنَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَتْهُ وَأَصْحَابَهُ অর্থাৎ, কুরাইশী এক মুসলিম নারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এবং সাহাবায়ে কিরামের জন্য খানা পাকিয়ে তাঁদেরকে দাওয়াত দিলেন। আস্‌সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ১০৮২৫ নম্বরে এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে- اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ অর্থাৎ, জনৈক মহিলার দাওয়াতদাতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। উদ্ধৃত কিতাবের সাথে অমিল হওয়ার সাথে সাথে মিশকাত শরীফের হাদীসটি অন্যান্য কিতাবের বর্ণনার সাথেও অমিল। এরপরও কীভাবে এটা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। কেবল তারাই এটা দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে পারে যারা মৃত ব্যক্তির পরিবারে দাওয়াত খাওয়া বৈধ হওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্বেই গ্রহণ করেছে আর এ হাদীসটিকে কেবল হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সত্য উপলব্ধি করা তৌফিক দান করুন।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে যখন আমাদের সামনে মৃত ব্যক্তির পরিবারে জিয়াফত ও কাঙ্গালী ভোজের শরঈ অবস্থান স্পষ্ট হলো, এখন আমরা এ কাজের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব সঠিক হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য পূর্ববর্ণিত চারটি মূলনীতির দিকে ফিরে দেখতে পারি। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি ছিলো- ইছালে ছওয়াবের জন্য গৃহীত আমলটি কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে নেক আমল হিসেবে স্বীকৃত হওয়া। পূর্বের আলোচনা থেকে যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে জিয়াফত, ফয়তা বা কাঙ্গালী ভোজের ব্যবস্থা করা কোন নেক আমল তো নয়ই বরং এটা বিলাপের সমতুল্য অন্যায়। সুতরাং এর মাধ্যমে নিজে ছওয়াবের আশা করা এবং কাঙ্খিত সে ছওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে উপকার করার কল্পনা সুদূরপরাহত। ফয়তা বা কাঙ্গালী ভোজের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব করা মূলত ইছালে ছওয়াবের গলদ তরীকা যা বর্জন করা দরকার।

মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব না করা

আমাদের দেশে অনেক এলাকায় ইছালে ছওয়াবের জন্য মিলাদ মাহফিলের এন্তেজাম করা হয়ে থাকে। কেউ এটাকে অতিরঞ্জিত করে উত্তম ইবাদতও বলে থাকেন। আবার কেউ কঠোর বিরোধিতা করে এটাকে জঘন্য বিদআত বা হারামও বলে থাকেন। তবে আমাদের আকাবিরদের মধ্যে এ বিষয়টিকে ঘিরে কঠোরতা কম ছিলো। কোন আলেম এটাকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অপছন্দ করলেও এ নিয়ে বাহাস-মুনাজারা বা বিতর্ক সৃষ্টি করা, জনসাধারণের মধ্যে বিপরীত পক্ষের উলামায়ে কিরামকে গালমন্দ করা, উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা, তাঁদেরকে পথভ্রষ্ঠ বা গোমরাহ বলাসহ বর্তমান সমাজে যা ঘটছে তার অনেক কিছুই আকাবিরদের যুগে ছিলো না। তাই বিষয়টির শরঈ বিধান কী তা তাহকীক করা যেমন প্রয়োজনীয়, ঠিক তার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় এটাকে কেন্দ্র করে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধন ক্ষতিগ্রস্থ না করা। এর শরঈ বিধান অনুসন্ধানের জন্য আমরা অন্যান্য বিধি-বিধানের কিছু নমুনা আমাদের সামনে রাখতে পারি। সেই নমুনায় মিলাদ মাহফিলের বিষয়টিকে পর্যালোচনা করলে মনে হয় এর শরঈ বিধান বের হয়ে আসতে পারে।

প্রথম নমুনা: আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কুরআন নাজিল করে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষের জন্যে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেন।" (সূরা নাহল: ৪৪) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধি-বিধান মানুষকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম দায়িত্ব ছিলো। আর আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ পালনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সদা তৎপর। তিনি নামায পড়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (رواه البخارى فى بَابِ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ. – ১/৮৮) "আমাকে যেমন নামায পড়তে দেখো তোমরা তেমন নামায পড়ো" (বোখারী: হাদীস নং- ৬০৩) অনুরূপভাবে তিনি হজ্ব করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে বলেছেন, لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. (رواه مسلم فى بَابِ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا..) "আমার থেকে তোমরা হজ্বের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। হয়তো আমি এর পর আর হজ্ব করতে পারবো না। (মুসলিম: ৩০০৭)

www.maktabatulabrar.com

ইবাদত ছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জরুরত পূরণের তরীকাও সাহাবায়ে কিরামকে শেখাতেন। এ কারণে ইয়াহুদীরা সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে উপহাসও করতো। হযরত সালমান ফরসী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে বলা হলো- لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. (رواه ابو داود فى بَابِ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ) অর্থাৎ, তোমাদের নবী তো তোমাদেরকে সব কিছু শেখায়, এমনকি ইস্তিঞ্জা করার তরীকাও শেখায়। (আবূ দাউদ: ৭) [আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।] তিনি তাদের এ কথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ তিনি আমাদেরকে এ সব কিছু শিক্ষা দেন।

এখন আমাদের সামনে লক্ষণীয় বিষয় হলো- আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল ইবাদ ত কি না? যদি ইবাদত না হয়ে থাকে তাহলে এটা দ্বারা খোদ আমলকারীরই ছওয়াব হবে না; ইছালে ছওয়াব তো দূরের কথা। আর যদি এটা ইবাদত হয় তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে মিলাদ মাহফিল করতেন সে বর্ণনা খুঁজে বের করা দরকার এবং এটাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্য ইবাদত হিসেবে দাঁড় করাতে আমাদেরকে অবশ্যই উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। তবে আমাদের সমাজে যেভাবে মিলাদ পড়া হয়ে থাকে আমার জানামতে কোন হাদীসে এ পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। বিষয়টি আরো বেশি যাঁচাইয়ের জন্য পাঠকদের নিকট হাদীস থেকে মিলাদ পড়ার পদ্ধতি খুঁজে দেখার আবেদন রাখছি।

দ্বিতীয় নমুনা: কুরআন-ছুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা সকলের জন্য আবশ্যক। কুরআন-ছুন্নাহর পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ তথা মুজতাহিদ ইমামগণ নিজেরা গবেষণার মাধ্যমে কুরআন-ছুন্নাহ থেকে তাঁদের জীবন চলার পথ বুঝে নেন এবং সে অনুযায়ী আমল করে থাকেন। আর যারা ঐ পর্যায়ের ইলম রাখে না তারা প্রতিষ্ঠিত চার ইমামের যে কোন একজনের মাযহাব অনুকরণ করে থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মাযহাব তথা হানাফী মাযহাবের অনুকরণ করে থাকে। আমলের গুরুত্ব

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঠিক রাখার স্বার্থে মাযহাবের ইমামগণ কুরআন-ছুন্নাহর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন ইবাদতের স্তর নির্ণয় করে রেখেছেন। কোন্‌টা ফরয, কোন্‌টা ওয়াজিব, কোন্‌টা মুস্তাহাব, কোন্‌টা হারাম আবার কোন্‌টা মাকরূহ তার শ্রেণী বিন্যাস করে দিয়েছেন। মাযহাবের ইমামগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা প্রত্যেকটি আমলের স্তর জেনে থাকি। এখন আমাদের সামনে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল যদি ইবাদত না হয়ে থাকে তাহলে এর স্তর থাকার প্রশ্নই আসে না। আর যদি এটা ইবাদত হয়ে থাকে তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে এটা কোন স্তরের ইবাদত? কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট কোন বর্ণনা বা মাযহাবের ইমামগণের সুস্পষ্ট কোন মন্তব্য এ বিষয়ে বর্ণিত আছে কি না? আমার জানামতে এ বিষয়ে কুরআন-ছুন্নাহর বর্ণনা বা মাযহাবের ইমামগণের মন্তব্য কোনটিই বর্ণিত হয়নি। বিষয়টি আরো বেশি যাঁচাইয়ের জন্য পাঠকদের নিকট কুরআন-হাদীসের বর্ণনা বা মাযহাবের ইমামের মন্তব্য থেকে মিলাদ মাহফিল কোন স্তরের ইবাদত তা খুঁজে দেখার আবেদন রাখছি।

তৃতীয় নমুনাঃ আল্লাহ তাআলা হেরা গুহা থেকে কুরআন নাজিল শুরু করেন। আর ২৩ বছর যাবৎ দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান নাজিল সম্পন্ন করে বিদায় হজ্বে আরাফাতের ময়দানে এ ঘোষণা নাজিল করেন যে, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়েদাঃ ৩) কোন ইবাদত বাকী রেখে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা দিবেন এটা যেমন অসম্ভব, তেমনি কোন একটি ইবাদত বাকী রেখে নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন এটাও অসম্ভব। অতএব ইবাদাতের প্রমাণ হিসেবে কেবল কুরআন-হাদীসই গ্রহণযোগ্য। ইজমা বা কিয়াসের দ্বারা ইবাদত প্রমাণিত হয় না।

এখন আমাদের সামনে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল ইবাদত হয়ে থাকলে কুরআন-ছুন্নায় এর প্রমাণ আছে কি না? যদি প্রমাণ না থাকে তাহলে কুরআন-ছুন্নাহর প্রমাণ বিহীন কোন কাজ বা আমলকে ইবাদত বলার সুযোগ নেই। আর যদি ইবাদত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেখা আবশ্যক যে, এর প্রমাণ কোন আয়াতে

বা কোন হাদীসে রয়েছে। আমার জানামতে কুরআনের কোন আয়াত বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হাদীসে আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদের কোন প্রমাণ নেই। বিষয়টি আরো বেশি যাঁচাইয়ের জন্য পাঠকদের নিকট কুরআন-হাদীস থেকে প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের দলীল খুঁজে দেখার আবেদন রাখছি।

চতুর্থ নমুনাঃ নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাতসহ সব ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ রূপই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক হাদীসেই একটি ইবাদতের পূর্ণ রূপ বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হাদীসের সমন্বয়ে ইবাদাতের একটি পূর্ণ রূপ দৃশ্যমান হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত ইবাদতের মধ্যে অবস্থিত ছোট ছোট আমলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং তার ধারাবাহিকতাও বর্ণিত হয়েছে। নামায নামক ইবাদত আদায়ের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির বিষয়ে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে যে, নামাযের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি একটি হাদীসে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত ছোট ছোট আমলের যে বর্ণনা উঠে এসেছে তা থেকে পূর্ণ নামাযের ধারাবাহিক রূপ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। পবিত্রতার আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বে হতে হবে। নিয়ত করা তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হতে হবে। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কিবলামুখী হতে হবে। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে। হাত বাঁধতে হবে তাকবীরে তাহরীমার পরে। ছানা, আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়তে হবে হাত বাঁধার পরে আর কিরাতের পূর্বে। মোটকথা- নামাযের মধ্যে অবস্থিত আমলসমূহের মধ্যে এমন একটি আমলও বর্ণিত হয়নি অন্য আমলের সঙ্গে যার সংশ্লিষ্টতা ও ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়নি। রোজা, হজ্ব এবং যাকাতের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম নয়।

এখন আমাদের সামনে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের পূর্ণাঙ্গ রূপ কোন এক হাদীসে বা এমন একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কি না যার পরস্পরের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা ও ধারাবাহিকতা হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যদি তা হাদীসে থেকে থাকে তাহলে খুঁজে দেখা একান্তই জরুরী। তবে আমার জানামতে মিলাদ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মাহফিলের রূপ কোন একটি হাদীসেও মেলেনি। আর এমন একাধিক হাদীসেও মেলেনি যার পরস্পরের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা ও ধারাবাহিকতা হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। বিষয়টি আরো বেশি যাঁচাইয়ের জন্য পাঠকদের নিকট কুরআন-হাদীস থেকে প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের দলীল খুঁজে দেখার আবেদন রাখছি। আর যদি হাদীসে না থেকে থাকে তাহলে বিভিন্ন যায়গা থেকে সংগৃহীত ছোট ছোট স্বতন্ত্র আমলকে একত্র করে নিজের মতে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে সেটাকে আল্লাহর ইবাদত নামে চালিয়ে দেয়া কেমন হবে তার বিবেচনার দায়িত্ব পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। সুতরাং হাদীস থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী ও সীরাতের আলোচনার ফযীলতের দলীল সংগ্রহ করা, কুরআন থেকে দুরূদ পড়ার নির্দেশ এবং হাদীস থেকে তার ফযীলতের দলীল গ্রহণ করা, দুরূদ পাঠের সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও কুরআন থেকে কিয়ামের নির্দেশ গ্রহণ করা, অতঃপর কুরআন-হাদীস থেকে দুআ, মানুষকে খাদ্য দান করা এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট প্রিয় হওয়ার দলীল স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করে আমার ইচ্ছামতে এ সব আমলের একটি তারতীব স্থির করা কোন ইবাদতের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি হতে পারে?

ইবাদতের উদ্দেশ্য যখন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি তখন এ বিষয়টি নিয়ে কোন জেদের বশবর্তী না হয়ে সকলের ভেবে দেখা দরকার যে, ইবাদতের নেক নিয়তে ঈমানী জযবা নিয়ে মিলাদ মাহফিলের নামে সমাজে যা চলছে তা কি মানুষকে আল্লাহর নিকট ঘনিষ্ঠ করছে? নাকি ইবাদত নয় এমন বিষয়কে ইবাদত বলে বিশ্বাস করার কারণে ইসলামের সঠিক রূপ বিকৃত হচ্ছে এবং এর কারণে মানুষ আল্লাহর নিকট থেকে ঘনিষ্ঠতা হারাচ্ছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ)

অর্থাৎ, আমাদের এই দ্বীন ইসলামের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (বোখারী: হাদীস নং ২৫১৭)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا: فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي. (رواه البخارى تحت بَابٍ فِي الحَوْضِ)

অর্থাৎ, (হাউজে কাওছারের পাশে) আমার নিকট এক সম্প্রদায় আসবে। আমি তাদেরকে চিনবো তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হবে। বর্ণনাকারী আবূ হাযেম বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ শুনেছি যে, আমি তখন বলবো, এরা তো আমার দলভুক্ত! তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার বিদায়ের পর তারা (দ্বীনের মধ্যে) কি কি আবিস্কার ঘটিয়েছে। তখন আমি বলবো, আমার পরে যারা আমার দ্বীনের বিকৃতি সাধন করেছে তাদেরকে আমার নিকট হতে বিতাড়িত করো, বিতাড়িত করো। (বোখারী: হাদীস নং ৬১৩৪)

এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলামের নামে যে কোন কাজ করার পূর্বে শতবার যাঁচাই করা দরকার যে, কারো কথা বা কাজের মাধ্যমে এমন কোন কিছু ইসলামের তালিকাভুক্ত হচ্ছে কি না যা প্রকৃত অর্থে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ ইসলামের মধ্যে কোন নতুন আবিষ্কার যেমন মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়, ঠিক তেমনই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং ছুন্নাত বা মুস্তাহাব পর্যায়ের কোন আমল ছুটে যাওয়ার ক্ষতির তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি ক্ষতি ইবাদত নয় এমন কোন কাজকে ইবাদত মনে করে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ থেকে হিফাজত করুন।

এখন আমরা আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। ইছালে ছওয়াব সহীহ হওয়ার জন্য যে চারটি নীতিমালা পেশ করা হয়েছিলো তন্মধ্যে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

প্রথমটি ছিলো– ইছালে ছওয়াবের জন্য গৃহীত আমলটি কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে নেক আমল হিসেবে স্বীকৃত হওয়া। এখন মিলাদ মাহফিল ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান যে চারটি নমুনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে মিলাদ মাহফিলের ক্ষেত্রে তা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। অথচ আমি তা খুঁজে পাইনি। বিষয়টি আরো বেশি যাঁচাইয়ের জন্য পাঠকদের নিকটও খুঁজে দেখার আবেদন করেছি। যতদিন পর্যন্ত তার স্পষ্ট জবাব কুরআন-ছুন্নাহ থেকে না মেলে ততদিন পর্যন্ত মিলাদ মাহফিলকে ইবাদত বলার সুযোগ নেই। যদিও স্বতন্ত্রভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাত আলোচনা করা ইবাদত, দরূদ পড়া ইবাদত, দুআ করা ইবাদত। সুতরাং কুরআন-ছুন্নায় বর্ণিত দুআ-দুরূদসহ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ইবাদতের মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে ইছালে ছওয়াব করা স্বীকৃত। তবে মিলাদ মাহফিল ইবাদত প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর মাধ্যমে ইছালে ছওয়াবের এন্তেজাম করা অস্বীকৃত। বলা যেতে পারে- এটা ইছালে ছওয়াবের একটি গলদ তরীকা যা বর্জন করা দরকার।

ইছালে ছওয়াবের জন্য কোন দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট না করা

ইছালে ছওয়াব তথা মৃত ব্যক্তির রুহের উপর ছওয়াব পাঠানো একটি নফল ইবাদাত। এ বিষয়ে শরীআতে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। কোন্ ধরনের আমল দ্বারা কী পদ্ধতিতে ইছালে ছওয়াব হতে পারে তার বর্ণনাও পূর্বে পেশ করা হয়েছে। উক্ত নিয়ম মেনে আমল করলে আমাদের পাঠানো ছওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। আর শরীআতসম্মত পদ্ধতি ছেড়ে মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করে তার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইছালে ছওয়াবের জন্য কেউ কেউ মৃত্যুর নির্দিষ্ট কিছু দিন পরপর যেমন তৃতীয় দিন, সপ্তম দিন, চল্লিশতম দিন বা বৎসরান্তের দিনকে গ্রহণ করে থাকে। উক্ত দিনগুলোতে কুরআন খতম, কাঙ্গালী ভোজ এবং ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করাকে বেশি বরকত ও ছওয়াবের কারণ মনে করে থাকে। এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইলে সময়ের সঙ্গে ইবাদতের ফযীলত বাড়া/কমার বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা দরকার। একটু চিন্তা করলে আশা করি আমরা এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো যে,

www.maktabatulabrar.com

ইসলামী শরীআতে সময়ের বিবেচনায় ইবাদত দুধরনের। যথা: **এক.** নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত যেমন ফরয নামায, ফরয রোজা, হজ্ব, কুরবানী ইত্যাদি। **দুই.** নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত নয় যেমন কুরআন তিলাওয়াত, নফল রোজা, উমরা পালন ইত্যাদি। সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে দেয়া ইবাদতকে নির্ধারিত গণ্ডি পেরিয়ে মনচাহি সময়ে আদায় করা যেমন অন্যায়, ঠিক এমনিভাবে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত নয় এমন ইবাদতকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত বলে বিশ্বাস করাও অন্যায়। উদাহরণ হিসেবে একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ. (رواه مسلم فى بَابِ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا)

অর্থাৎ, সপ্তাহের রাতসমূহের মধ্যে শুধু জুমুআর রাতকে তাহাজ্জুদের জন্য নির্দিষ্ট করো না। আর সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্য থেকে শুধু জুমুআর দিনকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। (মুসলিম: ২৫৫৫) এ হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন! জুমুআর দিন ফযীলতপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যেমনিভাবে বিনা দলীলে ঐ দিনটিকে নফল রোজার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ, জুমুআর রাত ফযীলতপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যেমনিভাবে বিনা দলীলে ঐ রাতটিকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ, ঠিক তেমনিভাবেই কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার এবং ধর্মীয় আলোচনা ছওয়াবের কাজ হওয়া সত্ত্বেও এ ইবাদতের জন্য মৃত্যুবরণের তৃতীয় দিন, সপ্তম দিন, চল্লিশতমম দিন বা বৎসরান্তের দিনকে নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ। পূর্বোক্ত হাদীসের দিক-নির্দেশনা থেকে এটা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। সুতরাং এ জাতীয় ইবাদতকে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে নেয়া শরীআতের নিয়ম লঙ্ঘনের শামিল এবং অন্যায়।

মৃত্যুবার্ষিকী বা এ জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমনিভাবে মৃত ব্যক্তির বিয়োগ বেদনাকে তাজা করে শরীআতের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, তেমনিভাবে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত নয় এমন ইবাদতকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমেও শরীআতের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। এ বিষয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আরো একটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। হযরত আলকামা রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা,কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল কেমন ছিলো? তিনি কি কোন দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করতেন? জবাবে হযরত আয়েশা রা. বলেন, لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً. (رواه البخارى فى بَابِ القَصْدِ وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ) অর্থাৎ, না, রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলের কোন দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট ছিলো না। বরং তাঁর আমল ছিলো সার্বক্ষণিক। (বোখারী: হাদীস নং ৬০২২) এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের গণ্ডিমুক্ত নফল ইবাদাতের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করতেন না; বরং তাঁর আমল থাকতো সার্বক্ষণিক।

কবর ও মৃত্যু ব্যক্তিকে ঘিরে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড

কবর ও মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে বহু বিদআত সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ কবর ও কবরওয়ালাকে মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখায় যা প্রকারন্তরে ইবাদতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ কবরকে অশ্রদ্ধা করে, কবরের উপর দিয়ে হাঁটা-চলা করে এবং কবরের উপর গিয়ে বসে ইত্যাদি। অথচ ইসলামী শরীআত এ দু'টোর কোনটাকেই সমর্থন করে না। বরং কবরের ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের অবস্থান এই যে, কবরকে এমন মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখানো যাবে না যা প্রকারান্তরে ইবাদতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন: কবরের উপর সিজদা দেয়া কবরকে চুমু দেয়া ইত্যাদি। আবার কবর মাড়ানো, তার উপর দিয়ে হাঁটা-চলা করা এবং কবরের উপর গিয়ে বসাসহ কবরকেন্দ্রীক এমন কোন আচরণ করা যাবে না যাতে কবরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রকাশ পায়। মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও এমন আবেগ আপ্লুত হওয়া যাবে না যা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত ও পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। যেমন শোক দিবস পালন করা, কালো ব্যাচ ধারণ করা, আসবাব পত্র ভেঙ্গে ফেলা, গায়ের কাপড় খুলে বা ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি। বরং আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত ও পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এ

www.maktabatulabrar.com

বিষয়ে সাবধানতার সাথে কাজ করা। কবরের প্রতি অতি মাত্রায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কয়েকটা উদাহরণ স্বতন্তভাবে পেশ করা হচ্ছে।

কবরে চুমু না দেয়া

কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটা উদাহরণ হলো কবরে চুমু দেয়া। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনীতে এবং ইসলামী শরীআতে এর বৈধতার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে ফুকাহায়ে কিরাম এটাকে ইসলামী শরীআতে নতুন আবিষ্কার তথা বিদআত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম নববী রহ. এ বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের অবস্থান এভাবে ব্যাক্ত করেন যে,

وَلَا يَسْتَلِمُ الْقَبْرَ بِيَدِهِ وَلَا يُقَبِّلُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا مَضَتْ السُّنَّةُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَاسْتِلَامُ الْقُبُورِ وَتَقْبِيلُهَا الَّذِي يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ الْآنَ مِنْ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُنْكَرَةِ شَرْعًا يَنْبَغِي تَجَنُّبُ فِعْلِهِ وَيُنْهَى فَاعِلُهُ. (المجموع شرح المهذب)

অর্থাৎ, কবরকে হাত দ্বারা স্পর্শ না করা এবং কবরকে চুমু না দেয়ার নিয়ম পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে। আল্লামা আবূল হাসান বলেন, কবরকে স্পর্শ করা এবং কবরে চুমু দেয়ার যে কাজ জনসাধারণ বর্তমান কালে করে থাকে এটা শরীআতের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যানযোগ্য বিদআত। সুতরাং এ কাজ করা থেকে বিরত থাকা দরকার এবং যারা করে তাদেরকে নিষেধ করা দরকার। (শরহুল মুহাজ্জাব: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১১)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হাফেজ আবূ মুসা আল-আসফাহানী রহ.-এর বরাত দিয়ে বলেন,

قال: الفقهاء الخراسانيون: لا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا يمسه، فإن كل ذلك من عادة النصارى، قال: وما ذكروه صحيح

অর্থাৎ, খুরাসানের ফকীহগণ বলেন, কবর মুছবে না, চুমু দিবে না এবং স্পর্শ করবে না। কারণ এ সবগুলো খ্রিস্টানদের কাজ। হাফেজ আবূ মুসা বলেন, ফুকাহায়ে যা বলেছেন তা সঠিক বলেছেন। (আল-বিনায়াহ: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬১)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লামা ত্বাহতাবী রহ. বলেন, ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب অর্থাৎ, কবরকে স্পর্শ করবে না এবং কবরে চুমু দিবে না। কারণ এটা আহলে কিতাবদের অভ্যাস। (হাশিয়া ত্বাহতাবী: পৃষ্ঠা ৬২০) আরো ফুকাহায়ে কিরামের আরও অনেকে কবরে চুমু দেয়াকে মাকরূহ বা বিদআত বলেছেন।

কবরের উপর বাতি না জ্বালানো

কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো একটা উদাহরণ হলো কবরের উপর বাতি জ্বালানো। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى القَبْرِ مَسْجِدًا)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন কবর জিয়ারতকারিনী নারীদেরকে। আর তাদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করে এবং বাতি জ্বালায়। (তিরমিযী: ৩২০ ও আবূ দাউদ: ৩২২২) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির কবরে বাতি জ্বালানো এমন একটি গর্হিত কাজ যে কাজের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত দিয়েছেন। আর এমন গর্হিত কাজের দ্বারা বাতি প্রজ্জ্বলনকারী এবং কবরবাসী কেউই উপকৃত হতে পারে না। বরং বাতি প্রজ্জ্বলনকারী নিজের আখেরাতকে মারাত্নকভাবে ক্ষতি করবে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এ গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

কবর অনেক উঁচু না বানানো

কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো একটা উদাহরণ হলো কবর অনেক বেশি উঁচু বানানো। এ বিষয়ে হযরত আবুল হায়্যাজ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ». (رواه مسلم فى بَابِ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ)

অর্থাৎ, হযরত আলী রা. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আর তা এই যে, কোন মূর্তি পেলে তা বিলুপ্ত করে দিবে এবং কোন উঁচু কবর পেলে সেটাকে সমান করে দিবে। (মুসলিম: ২১১৫, আবূ দাউদ: ৩২০৪ ও তিরমিযী: ১০৪৯)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের বর্ণনা এভাবে এসেছে যে, তা জমিনের সাথে লাগানোও ছিলো না আবার বেশি উঁচুও ছিলো না। এ বিষয়ে হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّه! اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ، وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. (رواه ابو داود فى بَابِ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ)

অর্থাৎ, আমি হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট প্রবেশ করে বললাম, হে ফুফু আম্মা! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দুই সাথীর কবর আমার জন্য একটু খুলে দিন। অতঃপর তিনি আমার জন্য তিনটি কবর খুলে দিলেন যা উঁচুও ছিলো না আর মাটির সাথে সমানভাবে লাগানোও ছিলো না। তাতে আরছাহ নামক স্থানের লাল পাথকুচি ছড়ানো ছিলো। (আবূ দাউদ: ৩২০৬) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হযরত সুফিয়ান তাম্মার রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا. (رواه ابو داود فى بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর উটের কুঁজের ন্যায় সামান্য উঁচু দেখেছেন। (বোখারী: হাদীস নং ১৩০৮)

হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, (সাহাবাদের যুগে) বলা হতো-«ارْفَعُوا الْقَبْرَ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ فَلَا يُوطَأَ» অর্থাৎ, কবর এতটুকু উঁচু করবে যাতে বুঝা যায় যে এটা কবর, ফলে তা মাড়ানো না হয়। (কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ: ২৫৬) এ আছারটিতে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে কবরের উচ্চতার একটি পরিমাণ বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি এ উচ্চতা বজায় রাখার একটি পদ্ধতিও বলেছেন। তিনি বলেন, وَلَا نَرَى أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ অর্থাৎ, কবর খননের সময় উত্তোলিত মাটির চেয়ে অতিরিক্ত মাটি ব্যবহার করার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর উক্তির প্রমাণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীতেও বিদ্যমান রয়েছে। কবর খননের সময় উত্তোলিত মাটির চেয়ে অতিরিক্ত মাটি ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী: ১০৫২) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। অতএব ছুন্নাত তারীকায় কবর দিতে হলে আমাদের সকলকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

কবর পাকা না করা

জেনে রাখা দরকার যে, মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলার এ কুদরত চলমান রয়েছে যে, তিনি একদিকে মানুষ সৃষ্টি করছেন, অপরদিকে মানুষের মৃত্যু ঘটাচ্ছেন। আর মৃত মানুষের মরদেহের কারণে জীবিতদের বসবাসের পরিবেশ বিনষ্ট হওয়া থেকে হিফাজতের পন্থা হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ এ মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর এ মাটিতেই তোমাদেকে ফিরিয়ে আনবো। (সূরা ত্ব-হা: ৫৫) সুতরাং আল্লাহ তাআলার ঘোষণা মোতাবেক ইসলামী শরীআতে এটাই দাফনের ছুন্নাত তরীকা যে, মৃত্যুর পর মরদেহ মাটির নিচে দাফন করতে হবে। পৃথিবীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে প্রত্যেকের জন্য যদি একটি কবরের জায়গা

স্থায়ী করে দেয়া হতো তাহলে মনে হয় এ পৃথিবী দুবার ব্যবহার করলেও শুধু মরদেহ রাখারই জায়গা হতো না, জীবিতদের বসবাস তো দূরের কথা। অতএব জীবিতদের সুবিধার্থেই কবর পাকা না করা উচিত। কারণ কবর পাকা করা হলে ঐ জায়গায় সহসা দ্বিতীয় কবর দেয়া সম্ভব হবে না। তখন প্রত্যেকটি জনপদের বিশাল অংশ জুড়ে কবরস্থান নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিবে। আর তা হবে জীবিতদের আবাসন সংকটের একটা বড় কারণ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, وإنما نهى عن ذلك لأن القبر للبلى لا للبقاء. অর্থাৎ, কবরের উপর যে কোন ধরনের নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, কবর বানানো হয় তা বিলুপ্তির জন্য; স্থায়ী করার জন্য নয়। (শরহে আবী দাউদ: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮০) এ বাস্তবতার সমর্থন মিলেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী থেকেও। হযরত জাবের রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। কবরের উপর লিখতে, ঘর বা সৌধ নির্মাণ করতে এবং কবর মাড়াতেও নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী: ১০৫২, নাসাঈ: ২০৩২ ও ২৩৩) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরিউক্ত পবিত্র বাণীর ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবেও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এভাবে বর্ণনা করেন যে, (قَوْلُهُ: وَلَا يُجَصَّصُ) أَيْ لَا يُطْلَى بِالْجِصِّ কবরে চুন দ্বারা প্রলেপ দিবে না। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৭) আল্লামা শামী রহ.-এর যুগে পাকা করা হতো চুন-সুরকি দ্বারা। সুতরাং চুন দ্বারা প্রলেপ দেয়ার অর্থ পাকা করা। অতএব কবর দেয়ার ক্ষেত্রে ছুন্নাত তারীকার অনুসরণ করতে হলে আমাদের সকলকে কবর পাকা করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কবরের উপর ঘর, স্মৃতিসৌধ, গম্বুজ বা মিনার নির্মাণ না করা :

কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো একটা উদাহরণ হলো কবরের উপর ঘর, স্মৃতিসৌধ বা মিনার নির্মাণ করা। কবর পাকা করার যে খারাপ পরিণতির কথা পূর্বের শিরোনামে তুলে ধরা হয়েছে একই খারাপ পরিণতি কবরের উপর ঘর, স্মৃতিসৌধ বা মিনার নির্মাণ করলেও দেখা দিবে। অর্থাৎ কবরের উপর এগুলো নির্মাণের মাধ্যমে এক একজন মৃত ব্যক্তির জন্য এক একটি কবরের জায়গা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে নিলে ভবিষ্যতে জীবিতদের জন্য আবাসন সংকট সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে কবরের উপর ঘর, স্মৃতিসৌধ বা মিনার নির্মাণ মানুষকে কবরকেন্দ্রিক জমায়েত হওয়া এবং সেখানে ভীড় জমানোর কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর এটা কবরকে রূপান্তরিত করতে পারে দর্শনার্থীদের বিনোদন কেন্দ্রে বা কবর পূজারীদের পূজা কেন্দ্রে। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে এ দুটো দিক থেকেই মুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কবরের উপর ঘর, স্মৃতিসৌধ বা মিনার নির্মাণ করা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে যেমনিভাবে জীবিতদের সম্ভাব্য আবাসন সংকট রোধ করা যায় তেমনিভাবে কবরকে দর্শনার্থীদের বিনোদন কেন্দ্রে বা কবর পূজারীদের পূজা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়া থেকেও হিফাজত করা যায়। এ বিষয়ে হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم فى بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। কবরের উপর বসতে এবং (ঘর, স্মৃতিসৌধ বা মিনারসহ) যে কোন ধরনের নির্মাণ করতেও নিষেধ করেছেন। (মুসলিম: ২১১৭ ও ২১১৮, তিরমিযী: ১০৫২, নাসাঈ: ২০৩২ ও ২৩৩ এবং আবূ দাউদ: ৩২১১ ও ৩২১২) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

উল্লেখ্য, হাদীসে ব্যবহৃত يُبْنَى শব্দের উৎসমূল হলো "بناء"। আরবী ভাষায় এ শব্দটি যে কোনো ধরনের নির্মাণের অর্থে ব্যহৃত হয়।

শব্দের মূল অর্থ হিসেবে ঘর, গম্বুজ, স্মৃতিসৌধ বা মিনারসহ যে কোন ধরনই হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ولفظ البناء عام يشمل سائر أنواع البناء، فالكراهة تعم في الجميع অর্থাৎ, হাদীসে বর্ণিত "البناء" অর্থাৎ নির্মাণ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সব ধরনের নির্মাণই এর আওতাভুক্ত। সুতরাং এ কাজ মাকরূহ হওয়াটা সব ধরনের নির্মাণের বেলায়ই প্রযোজ্য। (শরহু আবী দাউদ: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮২)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণীর আলোকে হানাফী মাযহাবেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এভাবে বর্ণনা করেন যে, وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءً مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. অর্থাৎ, ইমাম আবূ হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, কবরের উপর ঘর, গম্বুজ বা এ জাতীয় কিছু নির্মাণ করা মাকরূহ। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৭) আল্লামা শামী রহ. আরো বলেন, أَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَلَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَ جَوَازَهُ. অর্থাৎ, কবরের উপর নির্মাণ করার বিষয় কেউ জায়েযের মত গ্রহণ করেছে বলে আমি দেখিনি। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৭) তিনি আরো বলেন, (قَوْلُهُ وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ) أَيْ يَحْرُمُ لَوْ لِلزِّينَةِ. অর্থাৎ, কবরের উপর কোনো নির্মাণ কার্য উঠাবে না। সৌন্দর্যের জন্য এমনটা করা হলে তা হারাম হবে। (শামী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৭)

সুতরাং কবরকে ছুন্নাত তরীকায় বহাল রাখতে কবরের উপর ঘর, গম্বুজ, স্মৃতিসৌধ বা মিনারসহ যে কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ জাতীয় গর্হিত কাজ থেকে হিফাজত করুন।

কবরকে বিনোদন স্থল না বানানো

কবরস্থানে গিয়ে কবরের নিকটবর্তী হওয়া এবং কবরের সাথে সাক্ষাৎ করাকে শরীআতের পরিভাষায় কবর জিয়ারত বলে থাকে। এটা একটা দ্বীনী কাজ এবং ছওয়াবের কাজ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সাল্লাম এ কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনেক ফায়দার কথা বয়ান করেছেন যা "কবর জিয়ারতের ফযীলত" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ: ২৩০০৫ নম্বরে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, কবর জিয়ারত মানুষকে আখেরাতের কথা স্মরণ করায়। মুসনাদে আহমাদ: ২৩০১৫ নম্বরে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, কবর জিয়ারতের মধ্যে নছীহত ও উপদেশ রয়েছে। ইবনে মাযা: ১৫৭১ নম্বরে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, কবর জিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। মুসতাদরাকে হাকেম: ১৩৯৩ ও ১৩৯৪ নম্বরে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, কবর জিয়ারত অন্তর নরম করে, চোখে পানি আনয়ন করে এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ সকল পবিত্র বাণী থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কবস্থান বিনোদনের জায়গা নয়। বরং কবরস্থান হলো বিনোদন চাহিদা খতম করার জায়গা। সুতরাং মনকে আখেরাতমুখী করতে এবং অন্তর নরম করে চোখে পানি আনান করতে কবরস্থানে যাওয়া দরকার; বিনোদনের জন্য নয়। বলা বহুল্য, কবরকে কেন্দ্র করে সৌধ, মিনার, গম্বুজ, পার্ক ইত্যাদি তৈরী করা কবরকে বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তর করতে উৎসাহিত করে। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: (رواه ابو داود فى بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ) لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. অর্থাৎ, আমার কবরকে তোমরা উৎসব কেন্দ্র বানিও না। (আবূ দাউদ: ২০৩৮) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। অতএব শরীআতের গণ্ডির ভিতরে থেকে যদিও বিনোদন জায়েয আছে তবুও এর ক্ষেত্র কবরস্থান নয়। সুতরাং কবরকে কেন্দ্র করে বিনোদন করা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের সকলের জন্যই জরুরী।

কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা

কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো একটা উদাহরণ হলো কবরের উপর কবরে ফুল দেয়া। সৌদি আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতি

আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. (মৃত্যু-১৪২০ হি.) এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে কবর পাকা করা এবং কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত এবং উক্ত অর্থে বর্ণিত আরো কিছু হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন,

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، والصلاة فيها وإليها وتجصيصها ونحو ذلك من أسباب الشرك بأربابها، ويلحق بذلك وضع الستور عليها والكتابة عليها وإراقة الأطياب عليها وتبخيرها ووضع الزهور عليها؛ لأن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلها، فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك، والتحذير منه، ولا سيما ولاة الأمر .

অর্থাৎ, এ সকল হাদীস এবং অনুরূপ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস দ্বারা কবরে কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা, কবরের উপর বা কবরের দিকে নামায পড়া, কবর পাকা করা এবং শিরকের দিকে ধাবিত করা সংক্রান্ত এ জাতীয় কাজ হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। এর সাথে যুক্ত হয় কবরের উপর পর্দা টানানো, কবরে কিছু লেখা, কবরের উপর খুশবু ছড়ানো, আগরকাষ্ট জ্বালানো এবং কবরে ফুল দেয়া ইত্যাদি। কারণ এ সবগুলো কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি ও শিরকের মাধ্যম। সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের জন্য জরুরী নিজে বেঁচে থাকা এবং অন্যকে সতর্ক করা। (মাজমূউ ফতওয়া বিন বায: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩৮) সৌদি আরবের আরো একজন প্রয়াত প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং শীর্ষ উলামায়ে কিরামের পরিষদ হাইআতু কিবারিল উলামা-এর সদস্য শায়খ ছালেহ আল-উসাইমীন রহ. (মৃত্যু-১৪২১ হি.) এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, (দ্রষ্টব্য– ফতাওয়া নূর আলাদ্দারব: খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২)

وأما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الزهور والأكاليل فوق القبور فلا فليس في ذلك نهي لأنه غير معروف في عهد

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه متلقاً من غير المسلمين ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شبيه به فقد (نهى أن يرفع القبر) (ونهى أن يجصص) لما فيه من الإشادة به ووضع الزهور شبيه بهذا فوضع الزهور على القبور من الأمور المذمومة من ناحيتين أولاً لأنها متلقاة من غير المسلمين والشيء الثاني لأنها تَشْبه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تشريف القبور يعني تعليتها ومن تجصيصها لهذا ينهى عنه .

অর্থাৎ, প্রশ্নকারী যা উল্লেখ করেছে যে, কবরে ফুল দেয়া বা ফুলের মালা দেয়া থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন আসলে এটা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। কারণ সে যুগে এ কাজ প্রসিদ্ধ ছিলো না। আমি মনে করি এ সংস্কৃতি অমুসলিমদের থেকে আমদানী করা। অবশ্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়েছে যা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর উঁচু বানাতে নিষেধ করেছেন এবং কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। আর উভয় নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কবরকে সমুন্নত করার বিষয় রয়েছে। আর কবরে ফুল দেয়া এ কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং কবরে ফুল দেয়া দুই কারণে গর্হিত কাজ। প্রথমত এটা অমুসলিমদের থেকে আমদানী করা। আর দ্বিতীয়ত এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ কবরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেখানো, কবরকে সমুন্নত করা এবং কবর পাকা করা-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে কবরে ফুল বা ফুলের মালা দেয়া নিষিদ্ধ। অতএব আমাদের কল্যাণে এবং মৃত ব্যক্তির কল্যাণে যদি আমরা কিছু করতে চাই তাহলে উচিত হবে কবরে ফুল না দিয়ে বরং দুআ দেয়া।

কবর বা কবরে সমাহিত ব্যক্তিকে সিজদা না করা

সিজদা অন্যতম একটি ইবাদত যা কেবল আল্লাহ তাআলারই অধিকার। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে সিজদা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। বরং সম্মান প্রদর্শনের জন্য গাইরুল্লাহকে সিজদা করা সরাসরি শিরকী কাজ হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে চাও তাহলে চন্দ্র-সূর্য নয় বরং তার স্রষ্টাকে সিজদা করো। (সূরা হা-মীম সিজদা: ৩৭) এ বিষয়ে হযরত কয়েস ইবনে সাআদ রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا. (رواه ابو داود تحت بَابٍ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)

অর্থাৎ, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি হিয়ারা নামক এলাকায় গিয়ে দেখলাম তারা তাদের সেনানায়ককে সিজদা করে। হযরত! আপনি তো আমাদের সিজদা পাওয়ার বড় হকদার। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গেলে কি আমার কবরে সিজদা করবে? আমি বললাম না; তা করবো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে আমাকে সিজদা করো না। (আবূ দাউদ: ২১৩৭) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা এবং ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে,

لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

(رواه البخارى فى بَابِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ)

অর্থাৎ, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তাঁর চাদর দ্বারা মুখ আবৃত করতে লাগলেন। আবার যখন চাদরের কারণে শ্বাস ভারী হয়ে আসতো তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। এমতাবস্থায় তিনি ইরশাদ করলেন, ইহুদী-খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহ তাআলার লা'নত। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদাগাহ বানিয়ে নিয়েছে। (এ কথা বলে) তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করছিলেন। (বোখারী: হাদীস নং: ৪২৩) এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীদের কবরকেও সিজদা করা যাবে না। তাহলে পীর-মুরশিদ আর সাধারণ মুসলমানের কবরে সিজদা করা কী করে বৈধ হতে পারে?! হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

(رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)

অর্থাৎ, কোন মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ যদি আমি কাউকে দিতাম তাহলে মহিলাকে বলতাম যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। (তিরমিযী: ১১৬০) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অনুরূপ হাদীস মুসনাদে আহমাদ ২৪৪৭১ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যাবে না। চাই সে যত বড় বুজুর্গ ও সম্মানী হোক; জীবিত হোক আর মৃত হোক। সিজদা করা তো অনেক দূরের কথা কারো সামনে মাথা ঝোঁকানোর অনুমতিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেননি। এ বিষয়ে হযরত আনাস রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟

قَالَ: لاَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ)

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন কি তার সামনে ঝুঁকতে পারবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, না; ঝুঁকতে পারবে না। (তিরমিযী: ২৭২৮) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কারো সামনে মাথা ঝুঁকানোই যখন নিষিদ্ধ তখন সিজদা করার পরিণাম কী হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কুরআন-হাদীস মন্থন করে এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরাম যে সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন তা থেকেও কিছু পেশ করা হচ্ছে। হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা সারাখসী রহ. (মৃত্যু-৪৮৩ হি.) বলেন, السُّجُودَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كُفْرٌ. অর্থাৎ, তাজীম ও সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা কুফর তথা শিরক। (আল-মাবসূত: খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ১৩০) হানাফী মাযহাবের আরো একজন বিশিষ্ট ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ফখরুদ্দীন ঝাইলাঈ রহ. (মৃত্যু-৭৪৩ হি.) لَوْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَكْفُرُ অর্থাৎ, যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বা কোন কিছুকে সিজদা করে তাহলে সে কুফরী করলো। (তাবঈনুল হাকায়েক: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০২) হানাফী মাযহাবের আরো একজন বিশিষ্ট ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃত্যু-৮৫৫ হি.) বলেন, ذكر المحبوبي رَحِمَهُ اللَّهُ في شرح؛ "الجامع الصغير ": أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى فهو كفر إذا كان من غير إكراه অর্থাৎ, আল্লামা মাহবূবী রহ. জামেউছ ছগীর কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, অপরের কোন চাপ ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা কুফরী। (আল-বিনায়াহ: খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ১৯৯)

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ না করা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইবাদত করবে কেবল আল্লাহরই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না। উদাহরণ হিসেবে দেখুন সূরা বাকারা: ৮৩, সূরা আলে ইমরান: ৬২, সূরা হুদ: ২ ও ১১, সূরা আহকাফ: ২১ এবং সূরা মুহাম্মাদ: ২১ নম্বর আয়াতসমূহ।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা যেহেতু শিরক এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, তাই শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখা যায় এমন কাজ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। যাতে শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার কোন শঙ্কাও সৃষ্টি হতে না পারে। কবরের উপর নামায পড়া, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং কবর সামনে রেখে নামায পড়াও শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কাজ। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের ঈমানের হিফাজতের জন্য খুব জোরালোভাবে এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. (رواه البخارى فى بَابٍ: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ)

অর্থাৎ, হযরত উম্মে হাবীবা এবং হযরত উম্মে সালামা রা. বলেছেন যে, তাঁরা হাবশায় একটি গির্জা দেখেছেন যাতে ছবি ছিলো। তাঁরা উভয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাদের মধ্য থেকে কোন নেককার মানুষ মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতো এবং সে মাসজিদে তারা ঐসকল ছবি রাখতো। তারা হবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট মাখলুক। (বোখারী: হাদীস নং ৪১৫ ও মুসলিম: হাদীস নং ১০৬৪) আল্লামা বান্দানিজী রহ.-এর বরাত দিয়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, وَالْمرَاد أَن يسوى الْقَبْر مَسْجِدا فيصلى فَوْقه، وَقَالَ: إِنَّه يكره أَن يبْنى عِنْده مَسْجِد فيصلى فِيهِ إِلَى الْقَبْر، অর্থাৎ, কবরের উপর মাসজিদ বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য কবর সমান করে নামাযের স্থান বানিয়ে তার উপর নামায পড়া। তিনি আরো বলেন, কবরের কাছে মাসজিদ নির্মাণ করে কবরের দিক ফিরে উক্ত

www.maktabatulabrar.com

মসজিদে নামায পড়াও মাকরূহ। (উমদাতুল কারী: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৪) সুতরাং দ্বীন ও ঈমানের হিফাজতের তাকিদে এ জাতীয় সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

কবরে সমাহিত ব্যক্তির নিকট কিছু না চাওয়া

কুরআনের ভাষ্যমতে لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানাই তাঁর।) তবে পৃথিবীতে অনেক কিছুর মালিকানা তিনি বান্দার হাতে দিয়ে রেখেছেন। বান্দার নিকট যে সকল জিনিসের মালিকানা রয়েছে তা প্রাপ্তির জন্য বান্দার নিকট আবেদন ও প্রার্থনা করা যেতে পারে যদিও বান্দার নিকট কিছুই না চাওয়া এবং কোন কিছুর আবেদন ও প্রার্থনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা উত্তম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস রা.কে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজনই তার রবের নিকট চাওয়া উচিত; এমনকি জুতোর ফিতা ছিড়ে গেলেও। (আবূ ইয়া'লা: ৩৪০৩) জামেউল উসূল: ২১৩৫ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। বান্দার মালিকানাধীন কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য তার নিকট আবেদন করা মৌলিকভাবে দুআর আওতাধীন হলেও এটা ইবাদত নয়, বরং প্রয়োজন মিটানোর একটি স্বীকৃত পন্থা। তবে গাইরুল্লাহর নিকট এ আবেদন কিছুটা হলেও বাহ্যত ইবাদতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বান্দার নিকট কিছু আবেদন করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দিয়েছেন। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান–সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ কথা বলে নছিহত করেন,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. (رواه الترمذى فى باب بلاترجمة)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, যখন কিছু চাবে তখন আল্লাহর নিকট চাবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী: ২৫১৮) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

আর যে সকল জিনিসের মালিকানা ও অধিকার কেবল আল্লাহ তাআলার হাতেই রয়েছে তা প্রাপ্তির জন্য কবুলিয়াতের আশা এবং প্রত্যাখ্যানের ভয় রেখে শুধু তাঁর নিকটই বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের রবকে বিনয়ের সাথে ও নীরবে ডাকো। তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ: ৫৫) তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থাৎ, আর তোমরা তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকো। নিশ্চয় আল্লাহর রহমাত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (সূরা আ'রাফ: ৫৬)

আল্লাহ তাআলার নিকট এ জাতীয় প্রার্থনা বা দুআ শুধু একটি ইবাদতই নয় বরং ইবাদতের মগজ তথা অন্নতম ইবাদত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে তাঁর নিকট দুআ করার জন্য বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং কবূল করার আশ্বাস দানের মাধ্যমে দুআর প্রতি বান্দাকে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

অর্থাৎ, তোমরা আমার নিকট দুআ করো আমি কবূল করবো। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত থেকে অহংকার করবে অচীরেই তারা অপদস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন: ৬০) এ আয়াতের প্রথমাংশে দুআ করার নির্দেশ আর শেষাংশে ইবাদত পরিত্যাগকারীদের প্রতি ধমক এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ একটি অন্যতম ইবাদত যা পরিত্যাগ করা বড় ধরনের অন্যায়। এ বিষয়টি রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ. (رواه ابن ماجة فى بَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ)

অর্থাৎ, দুআই ইবাদাত। (ইবনে মাযা: ৩৮২৮ ও আবূ দাউদ: ১৪৭৯) আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে যখন এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সকল জিনিসের মালিকানা ও অধিকার কেবল আল্লাহ তাআলার হাতেই রয়েছে তা প্রাপ্তির জন্য তাঁর নিকট দুআ ও প্রার্থনা করা একটি অন্যতম ইবাদাত। তখন এর চাহিদায় এটাও প্রমাণিত হয় যে, এমন জিনিস গাইরুল্লাহর নিকট চাওয়ার অর্থ হলো- আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে অন্যকে শরীক করা। অনুরূপভাবে যার হাতে কোন জিনিসের মালিকানা নেই অথবা তা প্রদানের ক্ষমতা নেই, তার নিকট থেকে সে জিনিস পাওয়া সম্ভব নয় বিশ্বাস রেখেও তার কাছে প্রার্থনা করা নিতান্তই অহেতুক কাজ ও গোমরাহী। আর তার নিকট প্রার্থনা করলে তিনি দিতে পারেন বিশ্বাস করে তার কাছে প্রার্থনা করা গাইরুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্টের সাথে শরীক করার নামান্তর। সুতরাং কবরে সমাহিত ব্যক্তির নিকট যারা কিছু প্রার্থনা করে তারা সাধারণত এ বিশ্বাস নিয়েই প্রার্থনা করে যে, তিনি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন– এটা সরাসরি আল্লাহর বৈশিষ্টের সাথে গাইরুল্লাহকে শরীক করা। যেমন পীর-আউলিয়াদের মাজারে গিয়ে তাদের নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা– সন্তান বা সম্পদ চাওয়া, বিপদ-আপদ হতে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহ ব্যতীত এমন জিনিসকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না। বরং তারা ঐ সকল আহবানকারীদের ডাক থেকে বে-খবর। (সূরা আহকাফ: ৫)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কখনো যদি এমন দেখা যায় যে, কেউ কোন মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট গিয়ে কিছু চেয়েছে আর বাস্তবেও তা মিলে গেছে, তাহলেও বুঝতে হবে যে, এটা ঐ মৃত ব্যক্তির দেয়া দান নয়। বরং এটা আল্লাহরই দেয়া। অবশ্য অনেক সময় তিনি বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য এমন করে থাকেন। সুতরাং কবরে সমাহিত ব্যক্তির নিকট কিছু প্রার্থনা করে নিজের ঈমান নষ্ট করার পরিবর্তে সব কিছুর ভাণ্ডার যার হাতে রক্ষিত তার নিকটই প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা দরকার। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم.

অর্থাৎ, এমন কোন বস্তু নাই যার ভান্ডার আমার নিকট রক্ষিত নাই। তবে আমি পরিমিতভাবে নাজিল করে থাকি। (সূরা হিজ্‌র: ২১) উপরন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট আমরা প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে এ অঙ্গীকারও দিয়ে থাকি যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ, ইবাদত করি কেবল তোমারই এবং সাহায্য প্রার্থনা করি কেবল তোমারই নিকট। (সূরা ফাতেহা: ৫) এ অঙ্গীকারের কারণেও আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

মুসলমান হিসেবে আমাদের এ বিশ্বাস থাকা দরকার যে, জিন্দা মুর্দা সমগ্র মানব-দানব একত্র হলেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ. (رواه الترمذی فی باب بلاترجمة)

অর্থাৎ, জেনে রেখো যে, যদি গোটা উম্মত তোমার কোন উপকারের বিষয়ে একত্র হয়, তবুও আল্লাহ যতটুকু লিখে রেখেছেন তার চেয়ে বেশি উপকার তোমার করতে পারবে না। আর যদি তোমার কোন ক্ষতি করার ব্যাপারে

একত্র হয় তাহলে অতটুকই করতে পারবে যা আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যাপারে লিখে রেখেছেন। ভাগ্যের কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি শুখিয়ে গেছে। (তিরমিযী: ২৫১৮) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

কবরে সমাহিত ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু চাওয়া, সন্তান ও সম্পদ প্রার্থনা করা– এ বিষয়ে আরবের বিশিষ্ট শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-উসাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি যে জবাব প্রদান করেন তার কিয়দাংশ এই যে,

من أتى إلى القبور ودعاهم واستغاث بهم في تفريج الكربات وحصول المطلوبات كان داعياً لغير الله عز وجل، فكان مشركاً في دينه وضالاً في عقله.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কবরের নিকট যায়, কবরে সমাহিত ব্যক্তিকে ডাকে এবং বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, সে গাইরুল্লাহর আহবানকারী হলো। সুতরাং সে মুশরিক হলো এবং তার বুদ্ধির বিবেচনায় সে পথভ্রষ্ট হলো। (ফাতওয়া নূর আলাদ্দারব: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২) সুতরাং দ্বীন ও ঈমানের হিফাজতের স্বার্থে আমাদেরকে এ জাতীয় অহেতুক ও গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

জিয়ারত শেষে কবরের দিকে মুখ রেখে পিছু না হটা

কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো একটা উদাহরণ হলো কবর জিয়ারত শেষে ফিরে আসার সময় কবরের দিক মুখ রেখে পিছে হটে আসা। এ বিষয়ে মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আবদারী রহ. (মৃত্যু-৭৩৭ হি.) বলেন,

وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ يَخْرُجُونَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْقَهْقَرَى وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَدَاعِهِمْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ وَذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ وَلَا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الْمَاضِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ حِرْصًا عَلَى اتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ أَدَّتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِي أَحْدَثُوهَا وَعَلَّلُوهَا إِلَى أَنْ صَارُوا يَفْعَلُونَهَا مَعَ مَشَايِخِهِمْ وَمَعَ كُبَرَائِهِمْ وَعِنْدَ الْمَقَابِرِ الَّتِي يَحْتَرِمُونَهَا وَيُعَظِّمُونَ أَهْلَهَا وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ كَمَا تَقَدَّمَ. (المدخل لابن الحاج)

অর্থাৎ, এ বিদআত থেকে বেঁচে থাকা দরকার যা কিছু মানুষ করে থাকে। তা এই যে, তারা যখন মক্কা থেকে বের হয়ে আসে তখন মাসজিদ থেকে পিছু হটে বের হয়। আর এমনই করে থাকে মাসজিদে নববীতে যখন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে আসে। তারা মনে করে যে, এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি পদ্ধতি। অথচ এটা এমন অপছন্দনীয় বিদআত পবিত্র শরীআতে যার কোনো ভিত্তি নেই। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সন্তোষভাজন পূর্বসূরীদের কেউই এটা করেননি। অথচ তাঁরা ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছুন্নাতের অনুকরণের ব্যাপারে অন্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি তৎপর। বিদআত সৃষ্টি করা ঐ সকল মানুষের উক্ত বিদআত আরো সম্প্রসারিত হয়ে ক্রমান্বয়ে তা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের মাশায়েখ ও মুরুব্বীদের সাথেও তারা এ আচরণ শুরু করে দিয়েছে। এমনকি ঐ সকল কবরস্থানেও তারা এর প্রচলন ঘটিয়েছে যে কবরস্থানে শায়িত মৃতদেরকে তারা সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকে এবং এটাকে তারা পূর্বের ন্যায় ঐ সকল সম্মানী মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের তরীকা বলে মনে করে। (আল-মাদখাল: খণ্ড ৪৭, পৃষ্ঠা ২৩৮)

আল্লামা ইবনুল হাজ্ব রহ.-এর এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কবর জিয়ারত শেষে কবরের দিকে মুখ রেখে পিছে হটে আসার আমল ইসলামে সমর্থিত নয়। বরং অশোধিত আবেগ থেকে সৃষ্ট

www.maktabatulabrar.com

একটি বিদআতী আমল। অতএব বুজুর্গদের সম্মান প্রদর্শনের নামে আমাদেরকে এ জাতীয় ভিত্তিহীন কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

মাজারে মানত করা

আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য পৃথিবীর সব মানুষের তরীকা এক ও অভিন্ন। আর তা হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করা এবং নিজে তাঁর নিকট সন্তোষভাজন হওয়া। অনেকে ভুলবশত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে দ্বীন বিরোধী পন্থায় আল্লাহওয়ালাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে থাকে। মূর্তি পূজার সূচনাও হয়েছিলো এমন একটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। হযরত নূহ আ.-এর উম্মতের কিছু মূর্খ লোক আল্লাহওয়ালাদের মূর্তি তৈরী করে এ বিশ্বাস নিয়ে সেগুলোর পূজা করতে শুরু করেছিলো যাতে ঐ সকল আল্লাহওয়ালাদের সুপরিশের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তাআলার নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে। অথচ ঐ সকল আল্লাহওয়ালারা অন্য কোন মানুষের পূজা করে আল্লাহওয়ালা হননি। বরং তারা সরাসরি আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা হয়েছেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য ওটাই ছিলো আদর্শ ও সঠিক পথ যে পথে তাঁরা আল্লাহওয়ালা হয়েছিলেন। কিন্তু সে পথ অবলম্বন করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে অনেকে যারা দ্বীন বিরোধী পন্থায় আল্লাহওয়ালাদেরকে সন্তুষ্ট করার পথ বেছে নিয়েছে তারাই শিরক, বিদআতসহ বহু ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছে। দ্বীনী জজবা নিয়েও গোমরাহ হয়েছে। পীরের নামে বা মাজারে মানত করে উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা ঐ সকল দ্বীন বিরোধী পন্থারই একটি। সুতরাং এ পন্থায় অগ্রসর না হয়ে সকলের জন্য আবশ্যক হবে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নিকট সন্তোষভাজন হওয়ার চেষ্টা করা।

মাজারে মানতের শরঈ বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা সিরাজুদ্দীন উমার ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু-১০০৫) প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ.-এর সহোদর শায়খ কাছেম রহ.-এর বরাত দিয়ে বলেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويكشف الستر قائلاً سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفخمة أو الطعام أو الماء أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعًا لوجوه منها أن النذر للمخلوق لا يجوز ومنها أن المنذور له بيت وهو لا يملك ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمن دون الحق سبحانه وتعالى واعتقاد هذا كفر نعم لو قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي ونحوه أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة ونحوها أو أشتري حصيرًا لمسجدها أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها مما يكون فيه نفع للفقراء وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لكن لا يجوز صرفه إلا إلى الفقراء لا إلى أي علم يعلمه ولا لحاضر الشامخ إلا أن يكون واحدًا من الفقراء فإذا عرف هذا

অর্থাৎ, অধিকাংশ জনসাধারণের পক্ষ থেকে এমন মানত করা হয়ে থাকে যে, অমুক নেককার ব্যক্তির মাজারে যাবে এবং এ কথা বলে পর্দা উঠাবে যে, হে আমার সরদার! যদি আমার হারানো জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হয় বা আমার অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করা হয় অথবা যদি আমার প্রয়োজন পূরণ করা হয় তাহলে তোমার জন্য থাকবে স্বর্ণ বা অলংকার বা খাদ্য বা পানি অথবা মোমবাতি কিংবা তেল ইত্যাদি, তাহলে কয়েকটা কারণে এটা সর্বসম্মতভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। তন্মধ্যে একটা কারণ এই যে, মাখলুকের জন্য মানত মানা জায়েয নেই। আরেকটা কারণ এই যে, যার জন্য মানত মানা হয়েছে সেটা কেবল একটি ঘর (কবর), আর তা কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। আরেকটা কারণ এই যে, এ মানতের মাধ্যমে মানতকারী মনে করে যে, মানুষের নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

ব্যতীত মৃত ব্যক্তির কর্তৃত্ব রয়েছে, আর এটা একটা কুফরী আকীদা। (আন-নাহরুল ফায়েক: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২)

তিনি আরো বলেন,

فما يؤخذ الدراهم والشمع والزيت ونحوها وينقل إلى شرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا انتهى .

অর্থাৎ, তাহলে যে সকল টাকা-পয়সা, মোমবাতি ও তেল সংগ্রহ করে আউলিয়াদের ভাণ্ডারে তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় তা মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যতক্ষণ না তা কেবল জীবিত ফকীরদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে করে। (আন-নাহরুল ফায়েক: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২)

অতএব দ্বীন ও ঈমানের হিফাজতের প্রয়োজনে আমাদের সকলের জন্য মাজারে কোন ধরনের মানত করা থেকে বিরত থাকা জরুরী হবে।

কবরের উপর আয়াত-হাদীস বা কোন বাণী না লেখা

এ বিষয়ে হযরত জাবের রা. থেকে সহীহ বর্ণিত আছে যে,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে এবং কবরের উপর লিখতে নিষেধ করেছেন। কবরের উপর (ঘর, স্মৃতিসৌধ বা মিনারসহ) যে কোন ধরনের নির্মাণ করতে এবং কবর মাড়াতেও নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী: ১০৫২, মুসলিম: ২১১৭ ও ২১১৮, নাসাঈ: ২০৩২ ও ২০৩ এবং আবূ দাউদ: ৩২১১ ও ৩২১২)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবরের উপর কোন কিছু লেখা যাবে না। অবশ্য ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আপনজনের কবরের চিহ্ন বহাল রাখার নিয়তে নাম লেখা যেতে পারে। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা হাসান সনদে বর্ণিত এ হাদীসটি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পেশ করে থাকেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর কবরের পাশে বড় একটা পাথর খণ্ড রেখে বলেছিলেন,

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي. (رواه ابو داود تحت بَابٍ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعَلَّمُ)

অর্থাৎ, এর মাধ্যমে আমি আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করছি। (আবূ দাউদ: ৩১৯২) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অতএব লেখার উদ্দেশ্য যদি কেবল চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাহলে এটা বৈধতার দাবী রাখে। এসত্ত্বেও যেহেতু এটা প্রকাশ্য হাদীসের বিপরীত, তাই ফুকাহায়ে কিরাম এর বৈধতার সাথে প্রয়োজন থাকার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে বৈধ অন্যথায় মাকরূহ। আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ. বলেন,

وَإِنْ أُحْتِيجَ إِلَى الْكِتَابَةِ، حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَأَمَّا الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا اهـ حَتَّى إِنَّهُ يُكْرَهُ كِتَابَةُ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الشِّعْرِ أَوْ إِطْرَاءِ مَدْحٍ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

অর্থাৎ, কবরের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়া বা ম্লান হয়ে যাওয়া থেকে হেফাজত করার প্রয়োজন দেখা দিলে লেখায় কোন দোষ নেই। তবে কোন ওযর ব্যতীত লেখা বৈধ নয়। এ কারণে কুরআনের কোন আয়াত বা কবিতা লেখা অথবা মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা বা এমন কোন কিছু লেখা মাকরূহ হবে। (শামী: ২/২৩৮) অতএব আমাদের সকলকে এ চেষ্টা করা দরকার যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈধতার পন্থা না খুঁজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মূল চাহিদার অনুকরণ করি। কুরআন-হাদীসের বাণী বা প্রশংসা ও কবিতা লেখা তো বটেই, কবরের উপর নেমপ্লেট লাগানোও পরিত্যাগ করি। যদিও কবরের শিয়রে কেবল এ উদ্দেশ্যে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা জায়েজ আছে যে, উক্ত কবর যাতে পদদলিত না করা হয় এবং নিঃচিহ্ন হয়ে না যায়। তাই এ ক্ষেত্রেও শুধু নাম ঠিকানা লেখার অনুমতি

আছে। আর যদি এরূপ আশঙ্কা না থাকে, তাহলে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা জায়েয হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে এটা অপচয় বলে গণ্য হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/২৩৭; খাইরুল ফাতাওয়া ৬:৫৫০)

মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির প্রতিকৃতি তৈরী না করা

মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় হলো শিরক। তিনি নিজে ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এর কমে যে কোন অন্যায় তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি শিরক করলো সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হলো। (সূরা নিছা-১১৬)

এ আয়াতের ভাষ্য মোতাবেক শিরক যেহেতু সবচেয়ে বড় অপরাধ তাই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চান যেন কোন মানুষ শিরকের নিকটও না যায়। শিরকের দিকে ধাবিত হতে পারে এমন কোন অবলম্বনও গ্রহণ না করে। আর প্রতিকৃতি বা মূর্তি হলো শিরকের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। কেননা, মূর্তি পুজার সুচনা হয়েছিলো নূহ আলাইহিস্সালামের যুগের কিছু ভালো মানুষের প্রতিকৃতি তৈরী করার মাধ্যমে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুওয়াতী যিন্দেগির শুরুতে যে সকল নির্দেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম নির্দেশ ছিলো وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অর্থাৎ, আপনি মূর্তি বর্জন করুন। (সূরা মুদ্দাস্সির: ৫) আর ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে মূর্তিপুজকদের থেকে। অতএব শিরকের নিদর্শন ও অবলম্বন দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে হলে ছবি ও প্রতিকৃতি বর্জন করা আবশ্যক। কারণ আরবী ভাষায় যে কোন প্রাণীর অবয়ব অনুকরণে তৈরী আকৃতিকে تصوير বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে, তাঁর পূর্ব যুগে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এবং আমাদের এ যুগে تصوير তথা আকৃতি তৈরী করার বিভিন্ন পন্থা প্রচলিত ছিলো এবং আছে। বাংলায় এটাকে চিত্র, ছবি, প্রতিচ্ছবি, আকৃতি, প্রতিকৃতি, পুতুল, প্রর্তিমা এবং মূর্তিসহ বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নামের ভিন্নতা থাকলেও প্রকৃত অর্থে এ সবগুলোই শিরকের অবলম্বন। শিরকের প্রতি মনের টান অথবা শিরকের সূচনার ধরন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কোন কোন মানুষ বর্তমান যুগে অঙ্কিত ছবি ও নির্মিত প্রতিকৃতিকে কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ ছবি ও মূর্তি থেকে ভিন্ন বলে দাবি করে থাকে। অথচ তা সঠিক নয়। বরং এটা তাদের এমন একটা দাবি কুরআন-হাদীস এবং আরবী ভাষায় যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। মূর্তি বর্জনের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ নাপাক জিনিস তথা মূতিকে তোমরা বর্জন করো। (সূরা হজ্ব: ৩০) এ বিষয়ে হযরত আবূ জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ. (رواه البخارى فى بَابُ مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الفَاسِدِ)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন যারা উল্কী[২] আঁকে তাদেরকে এবং যারা উল্কী আঁকতে বলে তাদেকে এবং সুদ দাতা ও গ্রহীতাকে। তিনি নিষেধ করেছেন কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে এবং পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করতে। আর তিনি লা'নত করেছেন প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদেরকে। (বোখারী: হাদীস নং ৪৯৫৬) হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ছবি অঙ্কনকারীরা। (বোখারী:

---

২. সুচের সাহায্যে দেহে অঙ্কিত স্থায়ী নকশা বা চিত্র। ইংরেজিতে বলা হয় Tattoo (ট্যাটু)।

হাদীস নং ৫৫২৬) হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (رواه البخارى فى بَابِ عَذَابِ المُصَوِّرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ)

অর্থাৎ, যারা এ সকল প্রতিকৃতি তৈরী করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরী করেছো তার জীবন দান করো। (বোখারী: হাদীস নং ৫৫২৭) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এমন জিনিস না ভেঙ্গে ছাড়তেন না যাতে (কোন প্রাণীর) ছবী রয়েছে। (বোখারী: হাদীস নং ৫৫২৮) অতএব আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালনার্থে, কিয়ামতের দিন মারাত্মক শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ আঁকড়ে ধরতে জীবিত ও মৃত মানুষের প্রতিকৃতি বর্জন একান্তই আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ মুবারক আমলের তৌফিক দান করুন।

কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা

পূর্বের আলোচনা থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, কোন জীবের প্রতিকৃতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ তথা শিরকের অবলম্বন। আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নিকট ঘৃণীত এবং কিয়ামতের দিন মারাত্মক শাস্তির কারণ। সুতরাং এমন জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইসলামী শরীআতে পছন্দনীয় বা বৈধ নাকি মারাত্মক অপরাধ সেটা বুঝতে কারো বাকি থাকার কথা নয়। আল্লাহ তাআলা এটাকে নাপাক বলেছেন এবং বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা হজ্ব: ৩০ ও মুদ্দাস্সির: ৫)

বোখারী শরীফ: ৩৯৫৮ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করে বাইতুল্লায় গিয়ে দেখলেন যে, তার আশপাশে ৩৬০টা মূর্তি রয়েছে। তিনি সেগুলোকে হাতের লাঠি দ্বারা খোঁচা মারছিলেন এবং এ আয়াত পাঠ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করছিলেন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ.

অর্থাৎ, হক এসেছে এবং বাতিল অপসারিত হয়েছে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৮১) হক এসেছে, বাতিলের সৃষ্টিও হবে না, বাতিল ফিরেও আসবে না। (সূরা সাবা: ৪৯)

বলা বাহুল্য, মক্কার মুশরিকরা বিভিন্ন নেককার মানুষের মূর্তি তৈরী করে সেগুলোর পুজা করতো এবং সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। পূর্বোল্লিখিত বোখারী শরীফের হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর সাথে যে আচরণ করেছেন তাতে একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রতিকৃতির সাথেও নবী প্রেমিকদের আচরণ কেমন হবে। আর মুশরিক বা তাদের দোসরদের আচরণ কেমন হবে। এ সবকিছু স্পষ্ট থাকার পরও কোন মুসলমান কারো প্রতিকৃতি ও মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিজেকে কোন দলের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতে চায়? নবী প্রেমিকদের দলে নাকি আবূ জাহেলের দোসরদের দলে? প্রত্যেককে এ বিষয়ে ভেবে-চিন্তে পা বাড়ানো উচিত। যদি কেউ অমার্জনীয় অপরাধ করে মারাত্মক শাস্তি বরণ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে তার ব্যাপারে কল্যাণ কামনা ও আফসুস করা ছাড়া আমাদের আর কী করার আছে! আর যদি কেউ নিজেকে তা থেকে বাঁচাতে চায় তাহলে প্রতিকৃতি ও মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নয় বরং প্রতিকৃতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষই কেবল অপরাধ ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যম; সে প্রতিকৃতি যারই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ জঘন্য অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

মৃত ব্যক্তির স্মরণে নিরবে দাঁড়িয়ে না থাকা

কারো স্মরণে বা কারো শ্রদ্ধায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার মাঝে ইবাদতের সাথে আকারগত একটা বাহ্যিক মিল পরিলক্ষিত হয়। কুরআন-ছুন্নাহর বিবরণ থেকেও তাই বুঝে আসে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বহা- ১৪) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামায পড়া হয় আল্লাহর স্মরণে।

তিনি আরো ইরশাদ করেন, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জন্য নিরবে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা: ২৩৮) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে আল্লাহর জন্য নীরবে দাঁড়াতে হয়।

উপরিউক্ত দুটি আয়াতের সারকথা হলো- আল্লাহর স্মরণে নীরবে দাঁড়ানো ইবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো স্মরণে যদি নীরবে দাঁড়ানো হয় তাহলে সেটা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করার মত যা সরাসরি শিরক না হলেও শিরকের সাথে সাদৃস্যপূর্ণ হয়। অতএব এ জাতীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। হযরত ইবরাহীম নাখাঈ এবং হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

كانوا يتكلمون في الصلاة، يأمر أحدهم أخاه بالحاجة، فنزلت"وقوموا لله قانتين"، قال: فقطعوا الكلام. و"القنوت": السكوت، و"القنوت" الطاعة.

অর্থাৎ, লোকেরা নামাযে কথা বলতো। একজন অপর ভাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতো। তখন "وقوموا لله قانتين" আয়াত নাজিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মানুষ নামাযে কথা বলা বন্ধ করে দিলো। "القنوت" হলো নীরব থাকা এবং "القنوت" হলো ইবাদাত। (তাফসীরে তবারী: হাদীস নং ৫৫৩৪) দুজন প্রখ্যাত মুজতাহিদ তাবিঈর বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ইবাদাত। তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো স্মরণে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করার মত যা সরাসরি শিরক না হলেও শিরকের সাথে সাদৃস্যপূর্ণ হয়। সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও সাবেক গ্রাণ্ড মুফতি, শীর্ষ উলামায়ে কিরামের পরিষদ হাইআতু কিবারিল উলামা-এর সাবেক সদস্য- শায়খ ছালেহ আল-উসাইমীন রহ. (মৃত্যু-১৪২১ হি.) বলেন, القيام عبادة لله

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর ইবাদত। (ফাতওয়া নূর আলাদ্দারব: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০৮) সুতরাং যে কাজ আল্লাহর জন্য ইবাদাত হিসেবে প্রমাণিত তা গাইরুল্লাহর জন্য ব্যবহার করা কোনক্রমেই শিরকের সাদৃশ্যের ঝুঁকিমুক্ত নয়। আবার মৃত ব্যক্তির স্মরণে দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য কোন কল্যাণকরও নয়। অতএব এ জাতীয় ঝুঁকিপূর্ণ, বে-ফায়দা ও অহেতুক কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ জঘন্য অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

গ্রন্থ সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.